S.3

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা ।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা ।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে ।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি ।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী
অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৮৬

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী (ব্লক কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

ভূমিকা

তন্ত্র শব্দটি বিস্তারার্থক তন্ ধাতুর উত্তর উণাদি 'ষ্ট্রন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার দ্বারা জ্ঞানের বা সাধনার বিস্তার করা হয়, তাহাই তন্ত্র। ইহা যুক্তিশাস্ত্র নয়, ইহাতে প্রমাণ, অপ্রমাণ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নাই। ইহাতে আছে কেবল সাধনা। কি করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে এবং কি করিয়া ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার করা যাইতে পারে এই সকল বিষয় তন্ত্রে বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। তন্ত্রে বাগ্-বিতণ্ডার কোন অবকাশ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্র, অনলস হইয়া নিরন্তর সাধনা করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বতঃসিদ্ধা, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, বিশ্বাস করিয়া অথবা অবিশ্বাসী বুদ্ধি লইয়া, যেই ভাবেই হউক না কেন, হস্ত প্রক্ষেপ করিলেই, উহাকে দগ্ধ করিবে, এইভাবে তন্ত্রও কাহারও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের উপর মুখাপেক্ষী নয়। বিশ্বাসী হউক অথবা অবিশ্বাসী হউক গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনা করিলে অবশ্যই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তবে ইহা গুরুগম্য শাস্ত্র, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব অথবা সাধনার গূঢ় রহস্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে না। সাধনায় গুরুই একমাত্র সহায়; এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রের বেশীর ভাগই সঙ্কেত ভাষায় বা হেঁয়ালী ভাষায় লেখা।

তন্ত্রকে আগমও বলা হয়। রুদ্রযামলে লিখিত হইয়াছে যে শিবমুখ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত ও বাসুদেবের সম্মত বলিয়া তন্ত্রকে আগম আখ্যা দেওয়া হয়। আগতম্, গতম্ ও মতম্—এই তিনটি পদের আদ্যক্ষর ধরিয়া আগম পদটি গঠিত হইয়াছে। "আগতং শিববক্ত্রেভো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে"—রুদ্রযামলবচন। সম্প্রদায়ভেদে আগম অনেক প্রকার—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, পাশুপত, বীরশৈব, চান্দ্র, স্বায়ম্ভুব, শাবর, ঘোর, মায়াকাপালিক, বৌদ্ধ, জৈন, কৌল ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে)।

অনেকে আগমকে বৈদিক ও অবৈদিক ভেদেও দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে তন্ত্রে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, তাহা বৈদিক এবং যাহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, তাহা অবৈদিক। যথা বাম, পাশুপত সোম, লাকুল ও ভৈরব প্রভৃতি আগমগুলিকে বেদবাহ্য বা অবৈদিক বলা হয়—

বামং পাশুপতং সোমং লাকুলঞ্চৈব ভৈরবম্।
অসেব্যমেতৎ কথিতং বেদবাহ্যং তথেতরম্॥ কূর্মপুরাণ, ৩৭, ১৪৭।

আমাদের মনে হয় যে চিরদিন হইতেই আর্য্যদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একদল বেদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে মানিয়া চলিত এবং আর একদল উক্ত আচার অনুষ্ঠান মানিয়া চলিত না অর্থাৎ বাহ্যানুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না, ইহা বৈদিক সাহিত্যেই ব্রাত্যদের বর্ণনা দেখিলে মনে হয়। ব্রাত্যরা বৈদিক আচারে বিশ্বাসী ছিলেন না, অথচ তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, শিব বা পশুপতিকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া মানিতেন। পূর্বে এঁদের হীন বা নিন্দিত বলিয়া গণ্য করা হইত, পরে আবার তাঁহারই প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। যে তন্ত্রে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান এক সময়ে গৃহীত হয় নাই, আবার সেই তন্ত্রেই বিবিধ প্রকার আচার অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য দেখা গেল। পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতেও তন্ত্রের প্রভাব দেখা গিয়াছিল, যেমন অশ্বমেধ, মহাব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত পুংশ্চলীদের সঙ্গে নানাপ্রকার অশ্লীল উপহাস, এমনকি তন্ত্রের পঞ্চম মকার মৈথুনেরও আচরণ করা হইত। তন্ত্রের মধ্যেও নানাপ্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল যেমন—কারণ, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন করার যে মন্ত্র সে সবগুলিই বৈদিক। এই প্রকারে কোন তন্ত্রটি বৈদিক বা কোন তন্ত্রটি অবৈদিক ইহার পরিচয় করা সম্ভব ছিল না।

কেবল বৈদিক আচার অনুষ্ঠানেই তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই। পুরাণ ও স্মৃতি নিবন্ধ-সাহিত্যেও যথেষ্ট তান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্মৃতি-নিবন্ধকার শূলপাণি এবং রঘুনন্দনের গ্রন্থে তান্ত্রিকপ্রভাব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্মৃতিকার বেদের মতই তন্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন—উভয়ের প্রামাণ্যই তুল্যমূল্য। বিচার করিলে এইরূপ নিষ্কর্ষে আসিতে পারা যায়। তন্ত্রসম্বন্ধে সাধারণতঃ তিন প্রকার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১) বেদ ও তন্ত্র—উভয়েরই প্রামাণ্য বিষয়ে সমান মূল্য, যেমন হারীত ও অন্যান্য স্মৃতিনিবন্ধকারের গ্রন্থে, (২) বেদমূলক তন্ত্রই প্রমাণরূপে গৃহীত, যাহা বেদমূলক নয় এরূপ তন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত নয়, যথা—পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি। ভাস্কররায়, রাঘবভট্ট প্রভৃতি ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। (৩) তন্ত্র বেদমূলক হইলেও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, যেমন কুকুরের চর্মে গঙ্গাজল পবিত্র হইতে পারে না।—ইহা কুমারিল ভট্টের মত।

যাঁহারা গোঁড়া বেদপ্রামাণ্যবাদী তাঁহাদের মতে তন্ত্র যতই ভাল হউক, উহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও উহা ত্যাজ্য—তন্ত্র-বার্ত্তিক ১৷৩।

মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকাকার অপরার্ক এবং প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য ভাস্কররায় প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রেরই অপ্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তান্ত্রিকাচার্য্য ভাস্কররায় বলেন, কামিকাদি অষ্টাবিংশতি শৈবতন্ত্র বেদানুযায়ী, আর কপালভৈরবাদি তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ—'অথবা সন্তি বেদানুযায়ীনি শৈবতন্ত্রাণি কামিকাদীন্যষ্টাবিংশতিঃ বেদবিরুদ্ধানি কপাল-ভৈরবাদীনি চ'।

রাঘব ভট্টের মতে শ্রুতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ডই হইল আগমশাস্ত্র—'তত্র সর্বাসু শ্রুতিষু কাণ্ডত্রয়ং কর্মোপাসনা-ব্রহ্মভেদেন, অত এতদুপাসনাকাণ্ডমেবাগমশাস্ত্রাত্মকং গরীয় ইতি সিদ্ধম্—সা তি-১।১

স্কন্দপুরাণের মতে বেদবাহ্য হইলেও তন্ত্র অশাস্ত্র বা অপ্রমাণ নয়, সূত-সংহিতার যজ্ঞভৈরব-খণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রকারান্তরে আগমকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্ত্র, যামল ও ডামর। তন্ত্র—তামস, রাজস ও সত্ত্বিক ভেদে তিনপ্রকার। যামলের সংখ্যা আট—যথা, রুদ্র, স্কন্দ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, যম, বায়ু, কুবের ও ইন্দ্র। ডামর ছয় প্রকার—যথা, যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, সারস্বতডামর, ব্রহ্মডামর, ও গন্ধর্বডামর।

সমগ্র তন্ত্রকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ পাঁচটি আম্নায়ে তন্ত্রকে বিভক্ত করা হইয়াছে—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ও উর্দ্ধ। কথিত হইয়া থাকে যে শিবের পঞ্চমুখ হইতে উপরি উক্ত পাঁচটি আম্নায় উদ্ভূত হইয়াছে। শিবের পঞ্চমুখের নাম হইল—সদ্যোজাত, অঘোর, তৎপুরুষ, বামদেব ও ঈশান। সদ্যোজাত মুখ হইতে পশ্চিমাম্নায়, বামদেব হইতে উত্তরাম্নায়, অঘোর হইতে দক্ষিণাম্নায়, তৎপুরুষ হইতে পূর্বাম্নায় এবং ঈশান হইতে উর্দ্ধাম্নায় বহির্গত হইয়াছে।

আম্নায়ভেদে দেবতা ও মন্ত্রাদিরও ভেদ দেখা যায়। সময়াচার তন্ত্রমতে পূর্বাম্নায়ে শ্রীবিদ্যা ও তাঁহার বিভিন্ন ভেদ—যথা, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশী, অন্নপূর্ণা। পশ্চিমাম্নায়ে—মহাসরস্বতী বিদ্যা ও তাঁহার ভেদ—যথা, বাগ্-বাদিনী, প্রত্যঙ্গিরা, ভবানী। উত্তরাম্নায়ে কালিকা ও তাঁহার ভেদ, তারা ও তাঁহার ভেদ, মাতঙ্গী, ভৈরবী, ছিন্না, ধূমাবতী। দক্ষিণাম্নায়ে—বগলামুখী, বশিনী, ত্বরিতা, ধনদা, মহিষঘ্নী, মহালক্ষ্মী। উর্দ্ধাম্নায়ে—পরা এবং প্রসাদমন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে (প্রাণ, তো, কাণ্ড ১, সময়াচার-বচন)।

উপরি উক্ত দক্ষিণাম্নায়ের অন্তর্গতই এই 'কঙ্কালমালিনীতন্ত্র'। তান্ত্রিক সমাজে প্রবাদ আছে যে এই তন্ত্র পুস্তকটি পূর্বে ৫০ সহস্রশ্লোকে নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু কালক্রমে ইহার অধিকাংশ ভাগই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পটলের শেষে যে colophon বা পুষ্পিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা, 'ইতি দক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ'—ইত্যাদির দ্বারাও অনুমান করা যাইতে পারে যে এই তন্ত্রটি অর্দ্ধলক্ষগ্রন্থে অর্থাৎ ৫০ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল।

কঙ্কাল-শব্দের অর্থ Skeleton বা অস্থিপঞ্জর, কিন্তু এস্থলে নরমুণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঙ্কালমালার অর্থ নরমুণ্ডমালা—যাঁহার গলায় মুণ্ডমালা আছে, তাঁহাকেই বলা হয় 'কঙ্কালমালিনী' অর্থাৎ ভগবতী কালিকাই কঙ্কাল-মালিনী। ধ্যানে আছে—'ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্'—এই ধ্যান অনুসারে কঙ্কালমালিনীর অর্থ মুণ্ডমালিনী কালী। কিন্তু এই তন্ত্রখানির আদ্যন্ত পাঠ করিলে মনে হয় কঙ্কালশব্দের দ্বারা এই তন্ত্রে বর্ণ অভিপ্রেত এবং কঙ্কালমালার অর্থ বর্ণমালা অর্থাৎ যাঁহার গলায় বর্ণমালা শোভায়মান, তিনিই হইলেন 'কঙ্কালমালিনী' মূলাধার-নিবাসিনী ভগবতী কুণ্ডলিনী দেবীই হইলেন 'কঙ্কালমালিনী'। কম্ সুখং কলয়তি দদাতি যা—যিনি সুখ প্রদান করেন—এই অর্থে কঙ্কালশব্দের অর্থ বর্ণ। যদ্যপি ধাতুপাঠে 'কল সংখ্যানে' এইরূপ সংখ্যান অর্থে কল ধাতুর পাঠ করা হইয়াছে, তথাপি 'অনেকার্থা অপি ধাতবো ভবন্তি' এই নিয়ম অনুসারে কল ধাতুর অর্থ দান করাও হইতে পারে। এ-স্থলে দানার্থেই কল ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং কঙ্কালমালার অর্থ হইল বর্ণমালা এবং কঙ্কালমালিনীর অর্থ—যাঁহার গলায় বর্ণমালা শোভায়মান এইরূপ হইবে। মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবী হইলেন কঙ্কালমালিনী শ্মশানবাসিনী শ্যামা। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দ্বারাই যাতায়াত করেন। সুষুম্না হইল শ্মশান এবং সুষুম্নার মূলে অবস্থান করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী হইলেন শ্মশানবাসিনী শ্যামা। হঠযোগপ্রদীপিকাতে সুষুম্নাকে শ্মশান বলা হইয়াছে —

'সুষুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ,
শ্মশানং শাম্ভবী মধ্যমার্গশ্চেত্যেকবাচকাঃ।'—হ-প্র-৩।৪

পূর্বে এই তন্ত্রপুস্তকটি ৫০ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে পুস্তকটি আমরা পাইয়াছি, তাহাতে সাকল্যে পাঁচটি পটল বিদ্যমান রহিয়াছে। কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের

দুই খানি ছাপা পুস্তক আমাদের সামনে উপস্থিত। একখানি কুলভূষণ পণ্ডিত রমাদত্ত শুক্ল এম, এ মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত এবং দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে কোন ব্যাখ্যা বা অনুবাদ নাই। কেবল সম্পাদকের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা রহিয়াছে। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছি, যাহা শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত। এই বঙ্গাক্ষরে ছাপা বইখানিতেও কোনরূপ টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা নাই, মূলমাত্র রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে ছাপা এবং দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা এই দুই বইয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখিলাম না। দুইটিতেই একই অশুদ্ধি বা ভুল বিদ্যমান। যখনই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তখনই দুইটি বই মিলাইয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের নিরসন হইতে পারে নাই। কাজটি ছোট হইলেও বেশ কঠিন, কারণ একে সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যূহ ভেদ করিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, তাহার উপর আবার স্থলে স্থলে অশুদ্ধির বাহুল্য। দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত পুস্তকের সম্পাদক কুলভূষণ মহাশয়ও ইহার দুরূহতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই তন্ত্রের প্রথম পটলে বর্ণমালার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমি প্রথমে বলিয়াছি যে বর্ণমালাই হইল কঙ্কালমালা এবং কুণ্ডলিনীদেবীই হইলেন কঙ্কালমালিনী। সুতরাং এই তন্ত্রে বর্ণমালার একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। 'অ' হইতে 'অঃ' পর্য্যন্ত ১৬টি স্বরবর্ণ আছে—এইগুলিকে সত্ত্বময় বলিয়া ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'ক' হইতে 'থ' পর্য্যন্ত ১৭টি বর্ণ-সমষ্টিকে রজোগুণময় বলা হইয়াছে এবং 'দ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত ১৮টি বর্ণ-সমষ্টিকে তমোগুণময় বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই ৫১টি বর্ণমালার সাঙ্কেতিক নামের একটি তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। যাহার দ্বারা নানাপ্রকার মন্ত্রের বীজোদ্ধার করা যাইতে পারে—যথা ; 'ওঁ' এর বাচক বিষবীজ, শ্রুতিমুখ, ধ্রুব এবং হলাহল। 'ক্লীঁ' মন্ত্রের বাচক হইল কামবীজ, ত্রিমূর্ত্তি, মন্মথ ও ত্রৈলোক্যমোহন। 'হ্রীঁ' মন্ত্রের তান্ত্রিক নাম হইল লজ্জা। 'হুঁ' এর তান্ত্রিক নাম হইল কূর্চ, কাল এবং ক্রোধবীজ। 'ঐঁ' এর তান্ত্রিক নাম হইল ভৌতিক, সারস্বত, বাগ্‌ভববীজ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পটলে মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রার বিবরণ, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যোনিমুদ্রার রহস্য এবং পরিশেষে যোনিকবচ বিবৃত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পটলে গুরুদেবের ও তাঁহার পূজার বিধির বিশদভাবে বিবরণ করার পর গুরুকবচ ও গুরুগীতা প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ পটলে মহাকালীর মন্ত্র এবং তাহার মাহাত্ম্যের বর্ণনা করার পর একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্রের উদ্ধার করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুর্থ পটলের শেষভাগে বিশদভাবে মহাকালীর পূজাবিধি কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম পটলটি বেশ বড়। ইহাতে পুরশ্চরণের বিধান এবং উহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কলিযুগে অল্পায়ু মনুষ্যের জন্য পুরশ্চরণই একমাত্র সাধন, যাহার দ্বারা অনায়াসেই মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে। কঠিন তপশ্চর্য্যার দ্বারা যাহা হয় না, তাহা পুরশ্চরণের দ্বারা অবশ্যই সম্ভব। যে কোন সময়েই হউক না কেন কালের বিচার না করিয়াই পুরশ্চরণ-অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। দিনে রাত্রে বা মহানিশিতে যে কোন সময়ে পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিতে বাধা নাই। ইহাতে অনেক প্রকার পুরশ্চরণের আলোচনা করা হইয়াছে। পুরশ্চরণের বিধিপ্রসঙ্গেই প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। গণপতি, ভৈরব, ক্ষেত্রপাল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে কিভাবে বলি দিতে হইবে, তাহাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরে ভূতশুদ্ধি ন্যাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া ভস্মের তিলক ধারণ করতঃ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। ভস্মের তিলক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করার মাহাত্ম্য এত বেশী বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে স্থিরমতি পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া সম্ভব। পঞ্চাশদ্‌বর্ণের প্রত্যেকটির পূজা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি উল্লেখ করার পর ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীর বীজোদ্ধার প্রদত্ত হইয়াছে। মাতৃকাবীজের রহস্যও সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পরিশেষে শারদীয়া মহাপূজা এবং তৎসম্বন্ধী পুরশ্চরণের বিশেষরূপে বিবরণ আছে, যাহা জিজ্ঞাসু সাধকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নবভারত পাবলিশার্স-এর কর্ত্তৃপক্ষ তন্ত্রাদি দুর্লভ প্রাচীন সাধনশাস্ত্রের প্রকাশন করিয়া প্রচার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী। তাঁহারাই আমাকে এই কঙ্কালমালিনী তন্ত্রের ব্যাখ্যাসহ সম্পাদন করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিলেন। আমার মত লোককে তিনি এইরূপ দুরূহ কার্য্যভার কেন অর্পণ করিলেন জানি না। আমি একজন বৈয়াকরণ, চিরজীবন কেবল ব্যাকরণ চর্চায় কালাতিপাত করিয়াছি এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া চলিতেছি। কেবল বৈয়াকরণী বুদ্ধির দ্বারা তন্ত্রের এই দুরূহ সাঙ্কেতিক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। তবে কয়েক বৎসর কুলাচার্য্য সাধকশিরোমণি শ্রীমদ্‌ কালীকৃষ্ণানন্দ গিরির সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহারই মুখারবিন্দ হইতে কুলাচার ও কুলানুষ্ঠানের

উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহারই করুণার শরণাপন্ন হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইলাম এবং শেষপর্য্যন্ত সমাপ্তও করিতে পারিলাম। একমাত্র তান্ত্রিক সাধক পাঠকগণই ইহার সমুচিত মর্ম বুঝিতে পারিবেন এবং ইহাতে বর্ণিত সাধনারও উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি এই তন্ত্রখানি সাধক পাঠকগণের হস্তগত হয় তাহা হইলে জানিব আমার পরিশ্রম সার্থক-হইয়াছে।

শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে।

ভৈরব্যুবাচ—

ত্রিপুরেশ মহেশান পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ।
জগদ্বন্দ্য শূলপাণে বর্ণানাং কারণং বদ ॥ ১

শ্রীভৈরব উবাচ—

কথয়ামি বরারোহে বর্ণানাং ভেদমুত্তমম্।
ন প্রকাশ্যং মহাদেবি তব স্নেহাৎ সুভাষিণি ॥ ২
যজ্‌জ্ঞাত্বা যোগিনো যান্তি নির্গুণত্বং মম প্রিয়ে।
তচ্ছৃণুষ্ব স্বরূপেণ মহাযৌবনগর্ব্বিতে ॥ ৩
শব্দব্রহ্মস্বরূপন্তদ্ আদি-ক্ষান্তং জগৎপ্রভুঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বা করালাস্যা গর্জিনী ধূম্রভৈরবী ॥ ৪
কালরাত্রির্বিদারী চ মহারৌদ্রী ভয়ঙ্করী।
সংহারিণী করালিনী ঊর্দ্ধকেশ্যুগ্রভৈরবী ॥ ৫

ভৈরবী বলিলেন—হে ত্রিপুরেশ, হে মহেশ, হে পার্বতীর প্রাণবল্লভ, হে জগদ্‌বন্দ্য শূলপাণি, বর্ণসমূহের কারণ বর্ণন কর। ১

শ্রীভৈরব বলিলেন—হে বরারোহে, সুভাষিণি মহাদেবী, তোমার প্রতি আমি স্নেহপরবশ হইয়া বর্ণসমূহের উৎকৃষ্ট রহস্য বর্ণন করিতেছি, যাহা (কাহারও নিকটে) প্রকাশ্য নয়। ২

হে আমার প্রিয়ে, মহাযৌবনের গর্বে গর্বিতে, যাহা জানিয়া যোগিগণ নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর। ৪

অকারাদি ক্ষকারান্ত যাহা শব্দব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহাই জগতের প্রভু। (অ) বিদ্যুজ্জিহ্বা, (আ) করালাস্যা, (ই) গর্জিনী, (ঈ) ধূম্রভৈরবী। ৪

(উ) কালরাত্রি, (ঊ) বিদারী, (ঋ) মহারৌদ্রী, (ৠ) ভয়ঙ্করী, (ঌ) সংহারিণী, (এ) উর্দ্ধকেশী, (ঐ) উগ্রভৈরবী। ৫

ভীমাক্ষী ডাকিনী রুদ্রডাকিনী চণ্ডিকেতি চ।
এতে বর্ণাঃ স্বরাঃ জ্ঞেয়াঃ কৌলিনি ব্যঞ্জনা শৃণু ॥ ৬
ক্রোধীশো বামনশ্চণ্ডো বিকার্য্যুন্মত্তভৈরবঃ।
জ্বালামুখো রক্তদংষ্ট্রোঽসিতাঙ্গো বড়বামুখঃ ॥ ৭
বিদ্যুন্মুখো মহাজ্বালঃ কপালী ভীষণো রুরুঃ।
সংহারী ভৈরবো দণ্ডী বলিভুগুগ্র-শূলধৃক্ ॥ ৮
সিংহনাদী কপর্দী চ করালাগ্নির্ভয়ঙ্করঃ।
বহুরূপী মহাকালো জীবাত্মা ক্ষতজোক্ষিতঃ ॥ ৯
বলভেদো রক্তশ্চ চণ্ডীশো জ্বলনধ্বজঃ।
বৃষধ্বজো ব্যোমবক্ত্র-স্ত্রৈলোক্য-গ্রসনাত্মকঃ ॥ ১০
এতে চ ব্যঞ্জনা জ্ঞেয়াঃ কাদি-ক্ষান্তাঃ ক্রমাদিতাঃ।
অকারাদি-ক্ষকারান্তা বর্ণাস্তু শিবশক্তয়ঃ ॥ ১১
পঞ্চাশচ্চ ইমে বর্ণা ব্রহ্মরূপাঃ সনাতনাঃ।
যেষাং জ্ঞানং বিনা বামে সিদ্ধির্ন স্যাদ্ গুরুস্তনি ॥ ১২
তে বর্ণসাগরাঃ প্রোক্তা গুণত্রয়ময়াঃ শুভে।
বিদ্যুজ্জিহ্বামুখং কৃত্বা চণ্ডিকান্তং নগাত্মজে ॥ ১৩

(ও) ভীমাক্ষী, (ঔ) ডাকিনী, (অং) রুদ্রডাকিনী, (অঃ) চণ্ডিকা এইগুলি স্বরবর্ণ (ইহঃ) জানিবে। হে কৌলিনী, এইবার ব্যঞ্জনবর্ণ শ্রবণ কর। ৬

(ক) ক্রোধীশ, (খ) বামন, (গ) চণ্ড, (ঘ) বিকারী, (ঙ) উন্মত্তভৈরব, (চ) জ্বালামুখ, (ছ) রক্তদংষ্ট্র, (জ) অসিতাঙ্গ, (ঝ) বডবামুখ। ৭

(ঞ) বিদ্যুন্মুখ, (ট) মহাজ্বাল, (ঠ) কপালী, (ড) ভীষণ, (ঢ) রুরু, (ণ) সংহারী, (ত) ভৈরব, (থ) দণ্ডী, (দ) বলিভুক, (ধ) উগ্রশূলধৃক্। ৮

(ন) সিংহনাদ, (প) কপর্দী, (ফ) করালাগ্নি, (ব) ভয়ঙ্কর, (ভ) বহুরূপী, (ম) মহাকাল, (য) জীবাত্মা, (র) ক্ষতজোক্ষিত। ৯

(ল) বলভৃদ, (ব) রক্ত, (শ) চণ্ডীশ, (ষ) জ্বলনধ্বজ, (স) বৃষধ্বজ, (হ) ব্যোমবক্ত্র, (ক্ষ) ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্ম। ককারাদি ক্ষকারান্ত এই বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে জানিবে। ১০

অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণগুলি শিবশক্তি-স্বরূপ এই পঞ্চাশৎ বর্ণসমষ্টিই সনাতন ব্রহ্মরূপে বিরাজমান। হে বামে, যাহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধি প্রাপ্তি

সত্ত্বগুণময়া বর্ণা রজোগুণময়ান্ শৃণু।
ক্রোধীশাদ্দণ্ডি-পর্য্যন্তা ব্যঞ্জনা রাজসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪
বলিভুগ্বর্ণমারভ্য ত্রৈলোক্য-গ্রসনাবধি।
জ্ঞেয়াস্তমঃ-স্বরূপাস্তে তেভ্যো জাতান্ শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৫
গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রু-শব্দস্তন্নিরোধকৃৎ।
অন্ধকারবিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৬
গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রকারঃ পাপহারকঃ।
উকারস্তু ভবেদ্বিষ্ণু-স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
আদাবসৌ জায়তে চ শব্দব্রহ্ম-সনাতনঃ।
বসুজিহ্বা কালরাত্র্যা রুদ্র-ডাকিন্যলঙ্কৃতা।
বিষবীজং শ্রুতিমুখং ধ্রুবং হালাহলং প্রিয়ে ॥ ওঁ। ১৮

সম্ভব নয়। হে গুরুস্তনি শুভে, এইগুলিকে গুণত্রয়ময় বর্ণসাগর বলা হয়। বিদ্যুজ্জিহ্বা অর্থাৎ অকার হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডিকা অর্থাৎ বিসর্গ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি সত্ত্বগুণযুক্ত। ১১-১৩

হে নগাত্মজে, এইবার রজোগুণযুক্ত বর্ণের কথা শ্রবণ কর। ক্রোধীশ অর্থাৎ ককার আরম্ভ করিয়া দণ্ডী অর্থাৎ থকার পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনসমষ্টিকে রজোগুণযুক্ত জানিবে। ১৪

বলিভুক্ অর্থাৎ দকার হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মক বর্ণ ক্ষকার পর্য্যন্ত যে বর্ণসমষ্টি সেগুলি তামস (তমোগুণযুক্ত)। হে প্রিয়ে, সেই সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ হইতে উৎপত্তি শ্রবণ কর। ১৫

গুরু শব্দের অর্থ 'গু' শব্দের দ্বারা অন্ধকারকে বুঝায়। এবং উহার নিরোধকারী অর্থ 'রু' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায়। যিনি (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারকে নিরোধ করেন, তিনিই গুরু। ১৬

গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা এবং রকারকে পাপহারক বলা হয়, আর উকারের দ্বারা বিষ্ণুকে বুঝায়, সুতরাং গুরু স্বয়ং তিন রূপ-বিশিষ্ট। ১৭

'ওঁ' শব্দটি তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত—বসুজিহ্বা অকার, কালরাত্রি উকার এবং রুদ্রডাকিনী অনুস্বার। হে প্রিয়ে, এই শব্দব্রহ্মরূপী বীজমন্ত্রটি জগদ্-প্রপঞ্চের পক্ষে বিষস্বরূপ অর্থাৎ বিষের ন্যায় মায়াপ্রপঞ্চকে নষ্ট করিতে সমর্থ এবং শ্রুতির মুখস্বরূপ। ১৮

চণ্ডীশঃ ক্ষতজারূঢো ধূম্র-ভৈরব্যলঙ্কৃতঃ।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং লক্ষ্মীবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ শ্রীঁ। ১৯
ক্রোধীশং ক্ষতজারূঢ়ং ধূম্রভৈরব্যলঙ্কৃতম্।
নাদবিন্দুযুতং দেবি নামবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ক্রীঁ। ২০
ক্রোধীশো বলভৃদ্ বলিভুগ্ ধূম্র-ভৈরবীনাদবিন্দুভিঃ।
ত্রিমূর্ত্তির্মন্মথঃ কামবীজং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ক্লীং। ২১
ক্ষতজস্থো ব্যোমবক্ত্রো ধূম্র-ভৈরব্যলঙ্কৃতঃ।
নাদবিন্দু-সুশোভাঢ্যং মায়া-লজ্জাদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ হ্রীঁ। ২২
ব্যোমাস্যঞ্চ বিদারীস্থং নাদবিন্দু-বিরাজিতম্।
কূর্চ্চকালং ক্রোধবীজং জানীহি বীরবন্দিতে ॥ হূঁ। ২৩
ব্যোমাস্যঃ কালরাত্র্যাঢ্যো বর্ম্ম-বিন্দিন্দু-সংযুতঃ।
কথিতং বচনং বীজং কুলাচার-প্রিয়েঽমলে ॥ হুঁ। ২৪

শ্রীং মন্ত্রের বর্ণন—চণ্ডীশ-শকার, ক্ষতজ অর্থাৎ 'র' কারে আরূঢ় হইয়া ধূম্রভৈরবী—ঈকারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাদবিন্দু-সংযুক্ত এই মন্ত্রটি লক্ষ্মী-দেবীর বীজমন্ত্ররূপে তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৯

ক্রীং মন্ত্র—ক্রোধীশ অর্থাৎ 'ক'কার, ক্ষতজ অর্থাৎ 'র'কারে আরূঢ় হইয়া ধূম্রভৈরবী—ঈকারের দ্বারা শোভিত এবং নাদ-বিন্দু-সংযুক্ত। ইহাকে নাম-বীজ অর্থাৎ কালিকাবীজ বলা হয়। ২০

ক্লীং মন্ত্র-ক্রোধীশ অর্থাৎ ককার বলভৃদ্ বা লকারের সহিত ধূম্রভৈরবী অর্থাৎ ঈকারের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া নাদবিন্দু সংযুক্ত হইলে ত্রিমূর্ত্তি হইয়া থাকে (ক্ ল্ ঈ)—এই ত্রিমূর্ত্তিরূপ কামবীজ যাহা ত্রৈলোক্যকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ। ২১

হ্রীং মন্ত্র—ব্যোমবক্ত্র অর্থাৎ 'হ'-কার এবং ক্ষতজের অর্থ 'র'কার—'হ'-কার ও 'র'-কার—এই দুইটি বর্ণ ধূম্রভৈরবী অর্থাৎ ঈকারের দ্বারা শোভায়মান হইয়া নাদ-বিন্দু সংযুক্ত হইলে হ্রীং মন্ত্রে পরিণত হয়। ইহা মায়াবীজ ও লজ্জাবীজ নামে প্রসিদ্ধ। ২২

'হূঁ' মন্ত্র। ব্যোমাস্য—'হ'কার এবং বিদারী-উকার, ব্যোমাস্য বিদারীস্থ হইয়া অর্থাৎ উকারের উপরে 'হ'কার নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইলে হূঁ মন্ত্রে পরিণত হয়। হে বীরবন্দিতে পার্ব্বতি, এই হূঁ মন্ত্রটি ক্রোধবীজ এবং ইহা কালের প্রভাবকেও বিদূরিত করিয়া দেয়, ইহা জানিবে। ২৩

'হুঁ' মন্ত্র। ব্যোমাস্য 'হ'কার এবং কালরাত্রি উকার। ব্যোমাস্য কাল-

ব্যোমাস্যং ক্ষতজারূঢ়ং ডাকিন্যা নাদবিন্দুভিঃ।
জ্যোতির্মন্ত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ হ্রৌঁ। ২৫
নাদবিন্দু-সমাযুক্তাং সমাদায়োগ্র-ভৈরবীম্।
ভৌতিকং বাগ্‌ভবং বীজং বিদ্ধি সারস্বতং প্রিয়ে ॥ ঐং। ২৬
প্রলয়াগ্নির্মহাজালঃ খ্যাত অস্ত্র-মনুঃ শিবে।
রক্ত-ক্রোধীশ-ভীমাখ্যোহঙ্কুশোহয়ং নাদবিন্দুমান্ ॥ ক্রোং। ২৭
দ্বি-ঠঃ শিবো বহ্নিজায়া স্বাহা জ্বলনবল্লভা ॥ স্বাহা।
সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা রক্তস্থং বলিভোজনম্।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং কিঙ্কিণী-বীজমুত্তমম্ ॥ দ্রীং। ২৮
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং রক্তস্থং বলিভোজনম্।
করালাস্যাসনোপেতং বিশিকাখ্যং মহামনুম্ ॥ দ্রাং। ২৯
বিদার্য্যা নেক্ষিতো গুহ্যো বলিভুক্ ক্ষতজো ক্ষিতঃ।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ পিশিতাশনঃ ॥ দূং। ৩০

রাত্রির দ্বারা ভূষিত হইয়া চন্দ্রবিন্দুরূপ বর্ম আচ্ছাদিত হইলে 'হুঁ' বীজে পরিণত হয়। হে কুলাচারপ্রিয়ে স্বচ্ছরূপিণি, ইহাকে বাগ্‌বীজ বলা হয়। ২৪

হ্রৌঁ ব্যোমাস্য হ্‌কার, ক্ষতজ র্‌কার, ডাকিনী—ঔকার। হ্‌কার রেফের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ঔকার ও নাদ-বিন্দু সহ জ্যোতির্মন্ত্রে পরিণত হয়; যাহা সকল প্রকার মহাপাতকের নাশক। ২৫

ঐং—উগ্রভৈরবীর অর্থ ঐকার। উগ্রভৈরবী 'ঐ'কার নাদ ও বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতীর বীজে পরিণত হইয়া থাকে। ২৬

ক্রোং—হে শিবে, প্রলয়কালীন অগ্নিজ্বালার ন্যায় ভয়ঙ্কর এই মন্ত্রটি রক্ত-ক্রোধীশরূপে নাদ ও বিন্দুযুক্ত হইয়া শ্যামাবীজে পরিণত হয়। ২৭

স্বাহা—সুন্দররূপে মর্যাদা সহকারে ওই মন্ত্রটির উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে হব্য দ্রব্যের ত্যাগ করা হয়, সেইজন্যই ইহা জ্বলন অর্থাৎ অগ্নির বল্লভা অথবা জায়া।

দ্রীং—ধূম্রভৈরবী ঈকার, ইহার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া বলিভোজন অর্থাৎ 'দ'কার, নাদ ও বিন্দুযুক্ত হইলে উত্তম কিঙ্কিণী-বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ২৮

দ্রাং—নাদবিন্দু সমাযুক্ত হইয়া বলিভোজন দ্‌কার আকার যুক্ত হইলে এইরূপে বীজ পরিণত হয় এবং বিশিকারূপ মহামন্ত্রে খ্যাত। করালাস্য অর্থাৎ আকারযুক্ত হইলে দ্রাং বীজে পরিণত হয়। ২৯

ধূমোজ্জ্বল-করালাগ্নি উর্দ্ধ-কেশীন্দুবিন্দুভিঃ।
যুগান্তকারকং বীজং বীরপত্নি প্রকাশিতম্‌ ॥ ফেঁ। ৩১
সংহারিণ্যা স্থিতশ্চোর্দ্ধ-কেশিনস্ত কপর্দ্দিনম্‌।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং বীজং বৈতালিকং স্মৃতম্‌ ॥ পঁ৯। ৩২
সনাদবিন্দু-ক্রোধীশং গুহ্যে সংহারিণী স্থিতম্‌।
কম্পিনীবীজমিত্যুক্তং চণ্ডিকাখ্যং মনোহরম্‌ ॥ কঁ৯। ৩৩
কপর্দ্দিনং সমাদায় ক্ষতজোক্ষিত-সংস্থিতম্‌।
সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা ধ্বাঙ্ক্ষোঽয়ং নাদবিন্দুমান্‌ ॥ প্রীং। ৩৪
কপলীদ্বয়মাদায় মহাকালেন মণ্ডিতম্‌।
সনাদ-স্তনমিত্যুক্তং চণ্ডিকাখ্যং পয়োধরম্‌ ॥ ঠং ঠঁ। ৩৫

দূং—বলিভুক্‌-দকার, ক্ষতজোক্ষিত-রকার-এই দুইটি উকার ও নাদবিন্দু সমাযুক্ত হইলে পিশিতাশন অর্থাৎ মাংস ভক্ষকরূপ ভীষণ বীজে পরিণত হয়। বিদারী—উকার। ৩০

ফেঁ—হে বীরপত্নি! ধূমের দ্বারা উজ্জ্বল করালাগ্নি চন্দ্র ও বিন্দু দ্বারা উর্দ্ধ-কেশী হইলে যুগান্তকারক বীজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। করালাগ্নির অর্থ ফকার এবং ইন্দুবিন্দুর অর্থ চন্দ্রবিন্দু। উর্দ্ধকেশী একার। (ফ্‌, এ ঁ= ফেঁ)। ৩১

পঁ৯—সংহারী ৯কার এবং উর্দ্ধকেশী একার ৯কার অথবা একারযুক্ত কপর্দী পকার, নাদ-বিন্দুসহ মিলিত হইলে বৈতালিক বীজে পরিণত থাকে। প৯ পে৯। ৩২

কঁ৯—ক্রোধীশ ক্‌কার এবং সংহারিণী ৯কার। (ক্‌) ক্‌রের নিম্নপ্রদেশে ৯কার থাকিবে এবং নাদবিন্দু যুক্ত হইবে, তাহা হইলে মনোহর চণ্ডিকা নামে কম্পিনীবীজে পরিণত হইয়া থাকে। ৩৩

প্রীং—কপর্দী পকার, ক্ষতজোক্ষিত 'র'কার এবং ধূম্রভৈরবী-ঈকার। রেফ সংস্থিত পকার ইকার যুক্ত হইয়া নাদবিন্দু মিলিত হইলে সুন্দর প্রীং মন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে। ৩৪

ঠম্‌ ঠং—কপালী—ঠকার এবং মহাকাল মকার। মকার ও দুইটি ঠকার নাদ বিন্দুযুক্ত হইয়া মহামন্ত্রে পরিণত হয়। ইহা চণ্ডিকার স্তনস্বরূপ (ঠ্‌ ঠ্‌ মঁ) ৩৫

প্রলয়াগ্নিস্থিতো[১] ধূমধ্বজো গুহ্যে সবিন্দুমান্ ।
সংযুক্তো ধূম্রভৈরব্যা স্মৃতা ফেৎকারিণী প্রিয়ে ॥ স্ফীং । ৩৬
[ক্ষতজস্থং ব্যোমবক্ত্রং বিন্দুখণ্ডেন্দ্বলঙ্কৃতম্ ।
খদ্যোতমিতি বিখ্যাতং গ্রাসিনী কালরাত্রিযুক্ ॥*] ক্রীং ।
ক্ষতজো ক্ষিতমারূঢ়ং নাদবিন্দুসমন্বিতম্ ।
বিদারীভূষিতং দেবি বীজং বৈবস্বতাত্মকম্ ॥ ৩৭

ইতি দক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

স্ফীং—করালাগ্নি ফকার, ধূমধ্বজ—সকার, ধূম্রভৈরবী ঈকার। সকার ও ফকার রেফ সংযুক্ত হইয়া ঈকার ও নাদবিন্দু যোগে ফেৎকারিণীর মন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৩৬

রূং—ক্ষতজোক্ষিত—'র'কার, বিদারী উকার হইয়া ক্ষতজোক্ষিতে আরূঢ় নাদ ও বিন্দু সমন্বিত এবং বিদারী দ্বারা ভূষিত হইলে, হে দেবি! বৈবস্বত অর্থাৎ সূর্য্যস্বরূপ মন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে। ৩৭

দক্ষিণাম্নায়ে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে প্রথম পটল সমাপ্ত।

১। করালাগ্নিস্থিতো। * শ্লোকোঽয়ং সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব নীলকণ্ঠ তপোধন।
যোনিমুদ্রাং মহাদেব তত্ত্বত্রয়ং পরাৎ পরম্।
এতদেব মহাদেব কথ্যতাং মে পিনাকধৃক্॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি দাসোঽহং তব সুব্রতে।
অতিগুহ্যং মহৎ পুণ্যং তত্ত্বত্রয়ং বরাননে॥ ২
সারাৎ সারং পরং গুহ্যমতিগোপ্যং সুনিশ্চিতম্।
শঙ্কাপি জায়তে দেবি কথং তৎ কথয়াম্যহম্॥ ৩
কথয়ামি মহেশানি আজ্ঞয়া তব ভাবিনি।
ন চেত্তৎ কথ্যতে দেবি তব ক্রোধঃ প্রজায়তে॥ ৪
ত্বয়া ক্রোধে বৃতে দেবি হানিঃ স্যান্মম কামিনি।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং ধর্মার্থকামদং প্রিয়ে॥ ৫

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব! হে তপোধন নীলকণ্ঠ! পরজ্ঞানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া অথবা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা যাহাতে আছে—এইরূপে যোনিমুদ্রা; হে পিনাকধৃক্, উহা আমাকে বল। ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে শোভনব্রতশালিনি দেবেশি! আমি তোমার দাস। সুতরাং হে বরাননে! অতি গোপনীয় হইলেও অতি পবিত্র সেই তত্ত্বত্রয়যুক্ত যোনিমুদ্রা তোমায় বলিব, শোন। ২

যাহা সকল তন্ত্রের সার, অতিগুহ্য এবং সুনিশ্চিতরূপে অতি গোপনীয় সেই মুদ্রাকে আমি তোমায় কিভাবে বলি এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হয়। ৩

হে ভাবিনি! হে মহেশানি! তোমার আদেশ অনুসারে তাহা (সেই মুদ্রা) আমি তোমায় বলিতেছি। হে দেবি! যদি আমি তোমায় উহা না বলি, তাহা হইলে তোমার অবশ্যই ক্রোধ হইবে। ৪

হে দেবি! হে কামিনি! তুমি ক্রোধ করিলে আমার ক্ষতি হইবে। হে প্রিয়ে! ধর্ম-অর্থ-কামপ্রদ মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রচৈতন্য। ৫

যোনিমুদ্রা মহেশানি তৃতীয়ং ব্রহ্মরূপিণী।
অজ্ঞাত্বা যো জপেন্মন্ত্রং নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্ব্বীত হ্যকুর্ব্বাণো বিনশ্যতি।
যোনিমুদ্রা মহেশানি সাক্ষান্মোক্ষ-প্রসাধিনী ॥ ৭
তব যোনির্মহেশানি প্রিয়া মম যথা প্রিয়ে।
সততং পরমেশানি দাসোঽহং তব যোনিনা ॥ ৮
তব যোনিপ্রসাদেন মৃত্যুং জিত্বা বরাননে।
মৃত্যুঞ্জয়োঽহং দেবেশি সততং কমলাননে ॥ ৯
তব যোনৌ মহেশানি ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
তিষ্ঠন্তি সততং দেবি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১০
ময়ূরস্য মহেশানি পুচ্ছে কৃত্বা চ অদ্ভুতম্।
যোন্যাকারং মহেশানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ শুচিস্মিতে।
শিরে ধৃত্বা বরারোহে ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ১১

এবং তৃতীয় যে ব্রহ্মরূপিণী যোনি-মুদ্রা; হে মহেশানি। যে সাধক না জানিয়া কেবল মন্ত্রজপ করে, তাহা সিদ্ধ হয় না। ৬

এই মুদ্রা জানিয়াও যে করে না সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কারণ হে মহেশানি! যোনি-মুদ্রা সাক্ষাৎ মোক্ষ-প্রদায়িনী অর্থাৎ এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে অচিরেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭

হে প্রিয়ে মহেশানি! যেরূপ তুমি আমার প্রিয়; সেইরূপ তোমার যোনিও আমার প্রিয়। কারণ হে পরমেশানি! তোমার যোনির জন্যই আমি সর্বদা তোমার দাস হইয়াছি। ৮

হে বরাননে। তোমার যোনির কৃপাতেই আমি মৃত্যুকে জয় করিয়া হে দেবেশি কমলাননে। সর্বদা মৃত্যুঞ্জয়রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। ৯

হে মহেশানি! তোমার যোনিতে সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড নিবাস করে এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও তোমার যোনিতেই সতত বাস করিয়া থাকে। ১০

হে মহেশানি! যোনির আকারের মত ময়ূরের পুচ্ছ অদ্ভুত দেখিয়া, হে শুচিস্মিতে, হে বরারোহে! কৃষ্ণ (যোনির আকারের মত) ময়ূরপুচ্ছ মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করেন। ১১

তব যোনিং মহেশানি ভাবয়ামীত্যহর্নিশম্ ॥
তত্রৈব দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণ্ডং নান্যং পশ্যামি কামিনি।
কর্পূরপুলকোদ্ভূতং তব যোনিপুরং পরম্ ॥ ১২
তব যোনির্মহেশানি তত্ত্বত্রয়-সুপূজিতম্।
রেতোরজঃসমাযুক্তং সাক্ষান্মন্মথ-মন্দিরম্ ॥ ১৩
ন জানে কিং কৃতং কর্ম কালিকে কমলেক্ষণে।
তব যোনৌ মহাদেবি অতএব বরাননে।
যোনিমুদ্রাং যোনিবীজং সততং পরমেশ্বরি ॥ ১৪
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি যোনিমুদ্রা-প্রসাদতঃ।
যোনিবীজং মহেশানি নিগদামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৫
প্রথমে পরমেশানি যোগিনীং রুদ্রযোগিনীম্।
উদ্ধৃত্য বহুযত্নেন বলবীজযুতং কুরু।
বিন্দ্বর্দ্ধ-চন্দ্র-সংযুক্তং বীজং ত্রৈলোক্য-মোহনম্ ॥ ১৬
বধ্বা তু যোনিমুদ্রাং বৈ পূর্ব্বোক্তক্রমতঃ প্রিয়ে।
যোনিবীজং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ১৭

হে মহেশানি! আমি অহোরাত্র তোমার যোনির ধ্যান করিয়া থাকি। হে কামিনি! তাহার মধ্যেই সকল ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অন্য কিছুই দেখিনে। তোমার যোনিমণ্ডল যেন কর্পূরপুলক হইতে উদ্ভূত। ১২

হে মহেশানি! তোমার যোনি তত্ত্বত্রয়ের দ্বারা (পৃথিবী, জল ও তেজ) মদ্য, মাংস, মৈথুন—এই তিন তত্ত্বের দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত। যাহা শুক্র ও রজ সমন্বিত এবং সাক্ষাৎ কামদেবের মন্দির। ১৩

হে কমলনয়নে কালিকে! জানিনা আমি কি কর্ম তোমার যোনি-সম্পর্কে করিয়াছি। সেইজন্যই হে বরাননে মহাদেবি! হে পরমেশ্বরি! আমি সর্বদাই যোনিমুদ্রা ও যোনিবীজের সাধন করিয়া থাকি। ১৪

যোনিমুদ্রার অনুগ্রহেই আমি আজ মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি। হে প্রিয়ে মহেশানি! আমি যোনিবীজ বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৫

হে পরমেশানি! প্রথমে যোগিনী ও রুদ্র-যোগিনীবীজ উদ্ধার করিয়া উহাতে বলবীজ যুক্ত করিবে এবং তৎসঙ্গে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিলেই ত্রৈলোক্য-মোহন যোনিবীজে পরিণত হইবে। ১৬

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যৎ ফলং লভতে প্রিয়ে।
মাহাত্ম্যং তস্য দেবেশি বক্তুং কো বা ক্ষমো ভবেৎ ॥ ১৮
যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা রহস্যে যোনিরূপিণীম্।
ব্রহ্মাণ্ডং পূজয়েত্তেন ব্রহ্মাদ্যা-স্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১৯
তব যোনির্মহেশানি পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
তব যোনির্মহেশানি ভবস্য মোহিনী প্রিয়ে ॥ ২০
তব যোনির্মহেশানি সিদ্ধিসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
সিদ্ধিসূত্রং মহেশানি ত্রিপ্রকারং বরাননে ॥ ২১
ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না ত্রিতয়ং তথা।
সদানন্দময়ীং যোনিং নানাসুখবিলাসিনীম্ ॥ ২২
শৃঙ্গারসময়ে দেবি নান্তং গচ্ছামি পার্ব্বতি।
মম লিঙ্গো মহেশানি ভিনত্তি সকলং জগৎ ॥ ২৩
তথাপি পরমেশানি নান্তং গচ্ছামি কামিনি।
তব যোনির্মহেশানি ন জানে কীদৃশীং গতিম্ ॥ ২৪

পূর্বোক্তক্রমে যোনিমুদ্রা বন্ধনপূর্বক হে মহেশানি। যোনিবীজ অষ্টোত্তর-শত জপ করিবে। অষ্টোত্তর শতবার যোনিবীজ জপ করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, হে দেবেশি। তাহার মাহাত্ম্যবর্ণন করিতে কেই বা সক্ষম। ১৭-১৮

যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইয়া রহস্যে যোনিরূপিণী যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করে সেই সাধকের দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও পূজিত হইয়া থাকে। ১৯

হে মহেশানি। তোমার যোনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী, হে প্রিয়ে। তোমার যোনি সংসারকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। ২০

হে মহেশানি। তোমার যোনিকে সিদ্ধি-সূত্রের দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। হে বরাননে! সেই সিদ্ধিসূত্র হইল তিনপ্রকার। ২১

ইড়া, পিঙ্গলা এবং তৃতীয় হইল সুষুম্না। এই যোনি নানাপ্রকার সুখ ও বিলাসযুক্তা এবং সদানন্দপ্রদায়িনী। ২২

হে দেবি! রমণকালে উহার অন্ত পাইনে। হে মহেশানি! আমার লিঙ্গ সকল জগৎ বিদীর্ণ করিয়া দেয়। ২৩

হে কামিনি। তথাপি উহার কোন অন্ত পাইনে। হে পরমেশানি! আমি জানিনা তোমার যোনির গতি কি প্রকার? ২৪

তব যোনির্মহেশানি আদ্যা প্রকৃতিরূপিণী।
সদা কুণ্ডলিনীং যোনিং মহাকুণ্ডলিনীং পরাম্ ॥ ২৫
যঃ সদা পরমেশানি যোনিং দৃষ্ট্বা বরাননে।
জপেদ্বীজং বরারোহে ভগাখ্যং ভগরূপিণম্ ॥ ২৬
যোনিং বধ্বা মহেশানি ভগ-বীজেন পার্ব্বতি।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা মম তুল্যো ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ২৭
তব যোনৌ মহেশানি রমণং যত্নতশ্চরেৎ।
তস্যা রমণমাত্রেণ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
স এব ধনবান্ বাগ্মী বাগীশ-সমতাং ব্রজেৎ ॥ ২৮

শ্রীদেব্যুবাচ—

নীলকণ্ঠ মহাদেব রহস্যং কৃপয়া বদ।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥ ২৯

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি কৃষ্ণাঙ্গি খঞ্জনাক্ষি সুলোচনে।
গোপনীয়ং রহস্যং হি সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩০

হে পরমেশানি! তোমার যোনি আদ্যা প্রকৃতিরূপিণী, কুণ্ডলিনী ও মহাকুণ্ডলিনীস্বরূপা। সাধককে যোনি দর্শনপূর্বক যোনিস্বরূপ যোনিবীজ জপ করিতে হয়। ২৫-২৬

যোনিকে বাঁধিয়া হে পার্বতি! যে সাধক অষ্টোত্তরশতবার যোনিবীজ জপ করে, হে প্রিয়ে! সে সাধক আমারই তুল্য হইয়া যায়। ২৭

হে মহেশানি! তোমার যোনিতে যত্নপূর্বক রমণ করিতে হয়। তাহাতে রমণ করা মাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইয়া যায় এবং সেই সাধকই ধনবান ও বাগ্মী হইয়া বৃহস্পতির সমান হইয়া যায়। ২৮

দেবী বলিলেন—হে নীলকণ্ঠ মহাদেব! কৃপা করিয়া আমাকে রহস্য বর্ণন কর, যদি আমাকে উহা বর্ণন না কর, তাহা হইলে হে দেব! আমি আমার এই শরীর ত্যাগ করিব। ২৯

শিব বলিলেন—হে কৃষ্ণাঙ্গি, হে সুলোচনে, হে খঞ্জনাক্ষি পার্বতি! সকল প্রকার মনোরথপূর্ণকারক এই যোনিরহস্য অবশ্যই গোপন করা উচিত। ৩০

তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়িকা মতাঃ।
তাসু মধ্যে দশ প্রোক্তা-স্তাসু তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩১
প্রধানা মেরুদণ্ডাগ্রে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-রূপিণী।
মজ্জয়িত্বা সুষুম্নায়ামহং যোগী সুরেশ্বরি॥ ৩২
ষট্চক্রে পরমেশানি ভাবয়েদ্ যোনিরূপিণীম্॥ ৩৩
প্রথমং পরমেশানি আধারযুগ-পত্রকম্॥ ৩৪
বাদি-সান্তৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈ-র্দ্রুতহেমসমপ্রভং।
তড়িৎকোটি-প্রভাকরং স্থানং পরমদুর্ল্লভম্॥ ৩৫
তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি ত্রিকোণমতিসুন্দরম্।
ইচ্ছাজ্ঞানং ক্রিয়ারূপং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মকম্॥ ৩৬

মানব শরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ি বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দশটি এবং দশটির মধ্যেও তিনটি প্রধানরূপে ব্যবস্থিত। ৩১

মেরুদণ্ডের মূলপ্রদেশে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী প্রধানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে (ইড়া—চন্দ্র, পিঙ্গলা—সূর্য্য ও সুষুম্না—অগ্নি)। হে সুরেশ্বরি! আমি সুষুম্নাতে ডুব দিয়াই যোগী হইয়াছি। ৩২

শরীরের মধ্যে যে ষট্চক্র আছে; হে পরমেশানি উক্ত ষট্চক্রে যোনিরূপিণী ভগবতীর ভাবনা—ধ্যান করিবে। (ষট্চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা)। ৩৩

হে পরমেশানি! ষট্চক্রের মধ্যে প্রথম চক্র হইল আধার চক্র। উহা চারিটি পত্র বা পাপড়ি বিশিষ্ট একটি পদ্মের আকারে বর্ত্তমান। (চারিটি পত্রে বা পাপড়িতে যথাক্রমে 'ব' 'স' 'ষ' ও 'শ' এই চারিটি বর্ণ শোভায়মান এবং উহার কান্তি গলিত সুবর্ণের সমান)। ৩৪

চারিটি পত্রে বা পাপড়িতে যথাক্রমে 'ব' 'শ' 'ষ' 'স' এই চারিটি বর্ণ শোভায়মান এবং সেই আধারচক্রটি গলিত সুবর্ণের সমান কান্তিযুক্ত। কেবল ইহাই নয় বরং কোটি বিদ্যুতের সমান উহার কান্তি—ইহা বলা উচিত। এই স্থানটি পরম দুর্লভ। ৩৫

হে দেবেশি! তাহার কর্ণিকায় একটী অতি সুন্দর ত্রিকোণ আছে, যাহা ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিরূপে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক। ৩৬

মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গঞ্চ কুণ্ডলীবেষ্টিতং সদা।
ত্রিকোণাখ্যং তু দেবেশি লঙ্কারং চিন্তয়েত্তথা ॥ ৩৭
ব্রহ্মাণং তত্র সঞ্চিন্ত্য কামদেবঞ্চ চিন্তয়েৎ।
বীজং তত্রৈব নিশ্চিন্ত্যং পানাবাদানমেব চ ॥ ৩৮
পদে চ গমনং পায়ৌ বিসর্গং নসি কামিনি।
ঘ্রাণং সংচিন্ত্যং দেবেশি মহেশি প্রাণবল্লভে ॥ ৩৯
ডাকিনীং পরমারাধ্যাং শক্তিঞ্চ ভাবয়েত্ততঃ।
এতানি গিরিজে মাতঃ পৃথ্বীং নীত্বা গণেশ্বরি ॥ ৪০
তন্মধ্যে লিঙ্গরূপং হি কুণ্ডলীবেষ্টিতং প্রিয়ে।
তত্র কুণ্ডলিনীং নিত্যাং পরমানন্দ-রূপিণীম্ ॥ ৪১
তত্র ধ্যানং প্রকুর্বীত সিদ্ধিকামো বরাননে।
কোটিচন্দ্র-প্রভাকারাং পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণীম্ ॥ ৪২
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ বরাভয়করন্তথা।
তথা চ পুস্তকং বীণাং ধারিণীং সিংহবাহিনীম্ ॥ ৪৩

মধ্যে কুণ্ডলীবেষ্টিত স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ শোভায়মান রহিয়াছেন। হে দেবেশি! সেই ত্রিকোণের মধ্যে 'লং' এই মন্ত্রটির চিন্তা করিবে। ৩৭

ব্রহ্মাকে চিন্তা করিয়া কামদেবকেও চিন্তা করিবে। বীজকেও সে স্থলে চিন্তা করিবে। ৩৮

চরণে গমন, পায়ুতে বিসর্জন, নাসিকায় গন্ধ। হে কামিনি। হে দেবেশি! হে প্রাণবল্লভে! পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ে উহার পূর্বোক্ত বিষয়ের চিন্তা করিবে। ৩৯

পরমারাধ্যা ডাকিনীশক্তিকে সেস্থলে ভাবনা করিবে। হে গণেশ্বরি গিরিজে! মাতঃ। পূর্বোক্তবিষয়গুলিকে পৃথিবীতত্ত্বে লইয়া যাইবে। ৪০

ত্রিকোণের মধ্যে মূলাধারে হে প্রিয়ে! কুণ্ডলীবেষ্টিত লিঙ্গরূপ বিরাজমান রহিয়াছেন। সেস্থলে নিত্যা পরমানন্দস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীও বিরাজ করিতেছেন। ৪১

হে বরাননে! সিদ্ধিকামী সাধক যেন সেস্থলে সর্বদা ধ্যান করেন। কোটি চন্দ্রের সমান যাঁহার প্রভা, এইরূপ পরব্রহ্মস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, বরাভয়দায়িনী এবং সিংহবাহিনী ও বীণাপুস্তক-ধারিণীকে ধ্যান করিবে। ৪২-৪৩

গচ্ছন্তি স্বাশনং ভীমাং নানারূপধরাং পরাম্ ॥ ৪৪
পূর্ব্বোক্তাং পৃথিবীং ধন্যাং গন্ধে নীত্বা মহেশ্বরি ।
আকৃষ্য প্রণবেনৈব জীবাত্মানং নগেন্দ্রজে ॥ ৪৫
কুণ্ডলিন্যা সহ প্রেমে গন্ধমাদায় সাধকঃ ।
সোঽহমিতি মনুনা দেবি স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশয়েৎ ॥ ৪৬
তৎপদ্মং লিঙ্গমূলস্থং সিন্দূরাভঞ্চ ষড়্দলম্ ।
স্ফুরদ্বিদ্রুম-সঙ্কাশৈর্বাদি-লান্তৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ৪৭
তৎকর্ণিকায়াং বরুণং তত্রাপি ভাবয়েদ্ধরিম্ ।
যুবানাং রাকিণীং শক্তিং চিন্তয়িত্বা বরাননে ॥ ৪৮
রসনেন্দ্রিয়-পূম্পস্থং জলঞ্চ কাম-লালসে ।
এতানি গন্ধঞ্চ শিবে রসে নীত্বা বিনোদিনীম্ ॥ ৪৯
জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং রসঞ্চ মণিপূরকে ।
নীত্বা পরমযোগেন তৎপদ্মং দিগ্দলং প্রিয়ে ॥ ৫০

উৎকৃষ্ট বিবিধ রূপধারিণী ও ভীমদর্শনা দেবী সুন্দর আসনে শোভায়মান আছেন। ৪৪

হে মহেশ্বরি! পূর্বোক্ত পৃথিবীতত্ত্বকে উহার বিষয়ে গন্ধে লীন করিয়া হে নগেন্দ্রজে! প্রণ মন্ত্রের দ্বারা জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া। ৪৫

কুণ্ডলিনীদেবীর সহিত সাধক গন্ধকে গ্রহণ করিয়া হে দেবি! সোঽহম্ এই মন্ত্রের দ্বারা স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশ করাইবে। ৪৬

সেই স্বাধিষ্ঠান পদ্মটি লিঙ্গমূলে বিরাজমান। উহার ছয়টি দল এবং সিন্দূরের মত উহার কান্তি। দীপ্তিমান প্রবালের ন্যায় বকারাদি লকারান্ত বর্ণের দ্বারা উহা সুশোভিত (বং ভং মং যং রং লং)। ৪৭

উহার কর্ণিকাতে বরুণ বিরাজমান রহিয়াছেন। সেস্থলে বিষ্ণুর চিন্তা করিবে। হে বরাননে! যাহাতে রাকিনী নামক শক্তি রহিয়াছে, উহার চিন্তা করিয়া। ৪৮

এই স্বাধিষ্ঠানচক্রে যে রসনেন্দ্রিয়, জল ও উপস্থরূপ কর্মেন্দ্রিয় শোভায়মান আছে, এইগুলিকে এবং গন্ধকে রসে মিলিত করিয়া মণিপুর পদ্মে লইয়া যাইবে। ৪৯

মণিপুর নামক পদ্মে দ্বিতীয় চক্রস্থ রসকে এবং কুণ্ডলিনীরূপ জীবাত্মাকে

নীলবর্ণং তড়িদ্রূপং ডাদি-ফান্তৈশ্চ মণ্ডিতম্ ।
তৎকর্ণিকায়াং সুশ্রোণি বহ্নিং সংচিন্ত্য সাধকঃ ॥ ৫১
তত্র রুদ্রঃ স্বয়ং কর্ত্তা সংহারে সকলস্য চ ।
লাকিনী-শক্তি-সংযুক্তং ভাবয়েত্তং মনোহরে ॥ ৫২
তত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ঞ্চ কৃত্বা তেজোময়ং যজেৎ ।
এতং রসঞ্চ সুভগে রূপে নীত্বা মহাভগে ॥ ৫৩
জীবাত্মানং কুণ্ডলিনী-রূপঞ্চানাহতে নয়েৎ ।
বন্ধূকপুষ্প-সঙ্কাশং তৎপদ্মং দ্বাদশারকম্ ॥ ৫৪
কাদি-ঠান্তৈঃ স্ফুরদ্বর্ণৈঃ শোভিতাং হরবল্লভাম্ ।
তৎকর্ণিকায়াং বায়ু-ঞ্চাজীব-স্থান-নিবাসিনম্ ॥ ৫৫
তত্র যোনের্মণ্ডলঞ্চ বাণলিঙ্গ-বিরাজিতম্ ।
কাকিনীশক্তিসংযুক্তং তত্র বায়োস্ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৬

উৎকৃষ্ট যোগের দ্বারা লইয়া যাইবে। হে প্রিয়ে! মণিপুর নামক পদ্মটি দশটি দলবিশিষ্ট। ৫০

এই পদ্মটির রং নীলবর্ণ তড়িতের ন্যায় এবং ডকারাদি ককারান্ত বর্ণসমষ্টির দ্বারা সুশোভিত। হে সুশ্রোণি! উহার কর্ণিকাতে সাধক যেন অগ্নিবীজ 'রং'-এর চিন্তা করে। (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ)। ৫১

সেস্থলে সকললোকের সংহারকর্ত্তা রুদ্র লাকিনী শক্তিসহ বিরাজমান রহিয়াছেন। হে মনোহরে! সেই লাকিনীশক্তিযুক্ত রুদ্রের ভাবনা করিবে। ৫২

তথায় তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং উহার বিষয় 'রূপ' শোভায়মান। হে সুভগে! হে মহাভাগে! স্বাধিষ্ঠান-স্থিত রসকে রূপে মিলাইতে অনাহতচক্রে লইয়া যাইবে। ৫৩

সেই অনাহত পদ্মে কুণ্ডলিনীস্বরূপ জীবাত্মাকেও লইয়া যাইবে। এই অনাহত পদ্মটির রং বাঁধুলি ফুলের মত এবং এই পদ্মে দ্বাদশটি দল আছে। ৫৪

এই অনাহতচক্রটি ককারাদি ঠকারান্ত :(কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং) দেদীপ্যমান বর্ণসমষ্টির দ্বারা সুশোভিত এবং উহার কর্ণিকাতে জীবস্থাননিবাসী বায়ুতত্ত্বও বিদ্যমান আছে। ৫৫

তথায় বাণলিঙ্গ বিরাজিত একটি যোনিমণ্ডল রহিয়াছে, সেস্থলে কাকিনী-শক্তি, ত্বক্ ইন্দ্রিয় এবং উহার বিষয় বায়ুতত্ত্বও বিদ্যমান আছে। ৫৬

এতৎ রূপঞ্চ সংযোজ্য স্বর্গে রমণ-কামিণী।
জীবকুণ্ডলিনীং স্পর্শং বিশুদ্ধৌ স্থাপয়েত্ততঃ॥ ৫৭
ধূম্রবর্ণং কণ্ঠপদ্মং ষোড়শস্বরমণ্ডিতম্।
তৎকর্ণিকায়ামাকাশং শিবঞ্চ কাকিনীযুতম্॥ ৫৮
বাচং শ্রোত্রঞ্চ আকাশে সংস্থাপ্য নগনন্দিনি।
এতানি স্পর্শং শব্দে চ নীত্বা শঙ্করি মৎপ্রিয়ে॥ ৫৯
জীবং কুণ্ডলিনীং শব্দঞ্চাজ্ঞাপত্রে নিধাপয়েৎ।
নেত্রপদ্মং শুক্লবর্ণং দ্বিদলং হ-ক্ষ-ভূষিতম্॥ ৬০
তৎকর্ণিকায়াং ত্রিকোণঞ্চেদ্ বাণলিঙ্গঞ্চ সঙ্গতম্।
মনশ্চাত্র সদা ভাতি হাকিনীশক্তি-লাঞ্ছিতং॥ ৬১
বুদ্ধি-প্রকৃত্যহঙ্কারালক্ষিতং তেজসা পরম্।
জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং মনশ্চাপি মহেশ্বরি॥ ৬২
সহস্রারে মহাপদ্মে মনশ্চাপি নিয়োজয়েৎ।
সহস্রারং নিত্যপদ্মং শুক্লবর্ণমধোমুখম্॥ ৬৩

হে স্বর্গে রমণকামিনি! এইবার বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে পূর্বোক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শকে যুক্ত করিয়া কুণ্ডলিনীরূপী জীবকে সেস্থলে স্থাপন করিবে। ৫৭

এই পদ্মটি ধূম্রবর্ণ এবং ষোড়শস্বরের দ্বারা ভূষিত। ইহার কর্ণিকায় আকাশ-তত্ত্ব এবং কাকিনীশক্তিযুক্ত শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। ৫৮

হে নগনন্দিনি! তথায় বাক্ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে সংস্থাপন করিয়া হে আমার প্রিয়ে শঙ্করি! সেস্থলে শব্দের সহিত স্পর্শ যোগ করিয়া, কুণ্ডলিনীরূপী জীবকে এবং শব্দকে আজ্ঞাপত্রে লইয়া যাইবে। তথায় যে নেত্রপদ্মটি রহিয়াছে উহার বর্ণ শুক্ল এবং 'হ' ও 'ক্ষ' এই দুইটি দলের দ্বারা ভূষিত। ৫৯-৬০

উহার কর্ণিকাতে বাণলিঙ্গসংযুক্ত একটি ত্রিকোণ রহিয়াছে এবং তথায় হাকিনীশক্তিযুক্ত মন সর্বদা শোভায়মান। ৬১

হে মহেশ্বরি! বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কারের দ্বারা লক্ষিত উৎকৃষ্ট তৈজস মনকে এবং জীবাত্মা সহ কুণ্ডলিনীকে তথায় যুক্ত করিবে। ৬২

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যে সহস্রার চক্র আছে, উহার বর্ণ শুক্ল এবং অধোমুখ হইয়া বিরাজমান। সেই সহস্রার রূপ মহাপদ্মে মনোনিবেশ করিবে। ৬৩

অকারাদি-ক্ষকারান্তৈঃ স্ফুরদ্বর্ণৈর্বিরাজিতম্ ।
তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাত্মা ততো গুরুঃ ॥ ৬৪
সূর্য্যস্য মণ্ডলঞ্চৈব চন্দ্রমণ্ডলমেব চ ।
ততো বায়ুর্মহানাদো ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ স্মৃতম্ ॥ ৬৫
তস্মিন্ রন্ধ্রে বিসর্গঞ্চ নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্ ।
তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী দেবী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ৬৬
তস্যাধঃস্তা চ্চ দেবেশি চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ।
ত্রিকোণং তত্র সংচিন্ত্য কৈলাসমত্র ভাবয়েৎ ॥ ৬৭
ইহ স্থানে মহাদেবি স্থিরচিত্তো বিধায় চ ।
জীবজীবী গতব্যাধির্ন পুনর্জন্মসংভবঃ ॥ ৬৮
অত্র নিত্যোদিতা বৃদ্ধিক্ষয়হীনা অমাকলা ।
তন্মধ্যে কুটিলা নির্ব্বাণাখ্যা সপ্তদশী কলা ॥ ৬৯
নির্ব্বাণাখ্যান্তরগতা বহিরূপা নিরোধিকা ।
নাদোঽব্যক্তস্তদুপরি কোট্যাদিত্যসমপ্রভা ॥ ৭০

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান সকল বর্ণসমষ্টি দ্বারা উহা ব্যাপ্ত। হে দেবেশি! উহার কর্ণিকাতে অন্তরাত্মা এবং গুরুর আসন রহিয়াছে। ৬৪

উহার উপরে সূর্যমণ্ডল এবং চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান। তদুপরি মহানাদযুক্ত বায়ু এবং তাহারও উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র শোভায়মান। ৬৫

সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে নিত্য আনন্দময় নিরঞ্জন বিসর্গ রহিয়াছে। কাহারও মতে ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধভাগে এই বিসর্গমণ্ডল শোভায়মান। তদুপরি শঙ্খিনীদেবীর স্থান। এই শঙ্খিনী দেবীই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি। ৬৬

হে দেবেশি! উহার নিম্নপ্রদেশে চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে স্থিত যে ত্রিকোণ রহিয়াছে, তাহার চিন্তা করিয়া এই স্থলেই কৈলাসের ভাবনা করিবে। ৬৭

হে মহাদেবি! পূর্বোক্ত স্থানে স্বীয় চিত্তকে স্থির অর্থাৎ নিরোধ করিলে সাধক বিগতব্যাধি হইয়া থাকে এবং জীব-জীবিভাব সম্বন্ধ নষ্ট হওয়ার পরে আর পুনর্জন্ম সম্ভব হয় না। ৬৮

এই স্থানেই বৃদ্ধি-ক্ষয়-রহিত অমাকলা নিত্য উদিত হইয়া থাকে। তাহারই মধ্যে কুটিল নির্বাণ নামক সপ্তদশী কলা বিদ্যমান রহিয়াছে। ৬৯

সেই নির্বাণ নাম্নী সপ্তদশী কলার অন্তর্গত বাহ্যরূপ নিরোধকারিণী একটি

নির্ব্বাণশক্তিঃ পরমা সর্ব্বেষাং যোনিরূপিণী।
অস্যাং শক্তৌ শিবং জ্ঞেয়ং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
অত্রৈব কুণ্ডলীশক্তি মু্দ্রাকারা সুরেশ্বরি ॥ ৭১
পুনস্তেন প্রকারেণ গচ্ছন্ত্যাধারপঙ্কজে ॥ ৭২
কথিতা যোনিমুদ্রেয়ং ময়া তে পরমেশ্বরি।
বিনা যেন ন সিদ্ধেন নিহরেৎ পরমাত্মনা ॥ ৭৩
তদ্দিব্যামৃতধারাভি র্লাক্ষাভাভি র্মহেশ্বরি।
তর্পয়েদ্দেবতাং যোগী যোগেনানেন সাধকঃ ॥ ৭৪
কুণ্ডলীশক্তিসিদ্ধিঃ স্যাদ্বর্ণকোটিশতৈরপি।
তস্মাত্ত্বয়াপি গিরিজে গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৭৫
মন্ত্ররূপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা ষট্চক্রমণ্ডলে।
কন্দমধ্যাৎ সুমধুরং কূজন্তীং সততোত্থিতাম্ ॥ ৭৬
গচ্ছন্তীং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকেতনম্।
মূলাধারে চ তাং দেবীং সংস্থাপ্য বীরবন্দিতে ॥ ৭৭

কলা রহিয়াছে; যেখানে সব সময় অব্যক্ত নাদ উত্থিত হইয়া থাকে; তাহারই উর্দ্ধে কোটী আদিত্যের সমান প্রভা বিরাজমান। ৭০

ইহাই যোনিরূপিণী সকলের নির্বাণশক্তি, এই শক্তিতেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। হে সুরেশ্বরি! এই স্থলে মুদ্রার আকারে কুণ্ডলীশক্তিও রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীশক্তি পুনরায় সেইভাবে আধারকমলে (মূলাধার চক্রে) চলিয়া যায়। ৭১-৭২

হে পরমেশ্বরি! তোমায় আমি এই যোনিমুদ্রা বর্ণন করিলাম। যাহার সিদ্ধি ব্যতীত পরমাত্মা-প্রাপ্তি দুর্লভ। ৭৩

লাক্ষারসের আভার সমান সেই দিব্য অমৃত ধারার দ্বারা সাধক যোগী নিরন্তর আরাধ্য দেবতার তর্পণ করিবে। ৭৪

শতকোটি বর্ণের দ্বারাও কুণ্ডলীশক্তির সিদ্ধি হইতে পারে, সুতরাং হে গিরিজায়া! প্রযত্নপূর্বক ইহা গোপন রাখিবে। ৭৫

ষট্চক্রমণ্ডলে মন্ত্ররূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে কন্দমধ্য হইতে সতত সুমধুর কূজন করিতে করিতে কুণ্ডলিনী উত্থান করিতে থাকেন। ৭৬

মূলাধার হইতে উত্থান করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা গমনপূর্বক স্বকীয় স্থানে

চিত্রিণীগ্রথিতা মালা জাপং ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরি।
রহস্যং পরমং দিব্যং মন্ত্রচৈতন্যমীরতম্ ॥ ৭৮
মুদ্রাচৈতন্যয়োর্জ্ঞানং বর্ণানাং জ্ঞানমেব চ।
মন্ত্রার্থং কথিতং দেবি তব স্নেহাৎ প্রিয়ম্বদে ॥ ৭৯
অস্য জ্ঞানং বিনা ভদ্রে সিদ্ধির্ন স্যাৎ সুলোচনে।
ইতি তে কথিতং দেবি যোনিক্রীড়নমুত্তমম্ ॥ ৮০

শ্রীঈশ্বরী উবাচ—

সুরাসুরজগদ্বন্দ্য পার্ব্বতীভগসেবক।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোনেঃ কবচমুত্তমম্ ॥ ৮১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যদ্ ধৃত্বা পঠনাৎ সর্ব্বাঃ শক্তয়ো বরদাঃ প্রিয়ে।
এতস্য কবচস্যাপি ঋষিশ্চ শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৮২
ছন্দোগায়ত্রীদেবতা যোনিরূপা সনাতনী।
চতুর্বর্গেষু দেবেশি বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৩

(সহস্রারে) প্রবেশ করেন। হে বীরবন্দিতে দেবি। সেই স্থান হইতে কুণ্ডলিনীকে পুনরায় মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া সংস্থাপন করিবে। ৭৭

হে ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরি। চিত্রিণী দ্বারা গ্রথিত মালা জপে প্রযুক্ত হইলে মন্ত্রের চৈতন্য সাধিত হয়, যাহা সাধকের পরম দিব্য রহস্যস্বরূপ। ৭৮

হে প্রিয়ম্বদে। তোমার স্নেহপরবশ হইয়া, মুদ্রার, মন্ত্রচৈতন্যের ও বর্ণের জ্ঞানোপায় এবং মন্ত্রার্থের বর্ণনা করিলাম। ৭৯

হে ভদ্রে। হে সুলোচনে। ইহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধিপ্রাপ্তি অসম্ভব—এই কারণেই হে দেবি। তোমাকে উত্তম যোনিক্রীড়া বর্ণন করিলাম। ৮০

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে সুরাসুর-জগদ্‌বন্দ্য। পার্বতীর ভগসেবনকারী। এইবার উত্তম যোনিকবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৮১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—হে প্রিয়ে। যাহা ধারণ করিলে বা পাঠ করিলে সকল শক্তিই বরদানে প্রযুক্ত হন। এই কবচের ঋষি শ্রীসদাশিব। ৮২

ছন্দ গায়ত্রী আর দেবতা স্বয়ং যোনিরূপা সনাতনী। হে দেবেশি। ইহার বিনিয়োগ হইল চতুর্বর্গে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গে বিনিয়োগ করিতে হয়। ৮৩

[যোনিকবচম্]

ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ।
(দক্ষপাদঃ) মম শিরো রক্ষন্তু স্বাহা ॥ ৮৪
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ ওঁ মাং ওঁ আকুটাং মম রক্ষন্তু স্বাহা মং মাং।
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ মম হৃদয়াদি দক্ষবাহুং রক্ষন্তু ॥ ৮৫
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ মম হৃদয়াদি বামবাহুং রক্ষন্তী।
ওঁ মঃ মাং মিঃ মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ দক্ষপাদং রক্ষন্তু মম ॥ ৮৬
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ।
বামপাদং রক্ষন্তু মম সদা স্বাহা স্বাহা।
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ মম হৃদাদিষু নাসাং রক্ষন্তু স্বাহা ॥ ৮৭
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং
মং মঃ উপস্থং রক্ষন্তু মম সদা স্বাহা।
ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ
ইদং হি যোনিকবচং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮৮

যোনিকবচ—

ওঁ মং মাং মিং মীং মুং মূং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ—মম শিরো রক্ষন্তু স্বাহা। ৮৪

ওঁ মং মাং......মং মঃ ওঁ মাং ওঁ আকূটাং মম রক্ষন্তু স্বাহা মং মাং।

ওঁ মং মাং......মং মঃ মম হৃদয়াদি দক্ষবাহুং রক্ষন্তু। ৮৫

ওঁ মং মাং......মং মঃ মম হৃদয়াদি বামবাহুং রক্ষন্তু।

ওঁ মং মাং......মং মঃ দক্ষপাদং রক্ষন্তু মম। ৮৬

ওঁ মং মাং......মং মঃ বামপাদং রক্ষন্তু মম সদা স্বাহা স্বাহা।

ওঁ মং মাং......মং মঃ মম হৃদয়াদি নাসাং রক্ষন্তু স্বাহা। ৮৭

ওঁ মং মাং......মং মঃ উপস্থং রক্ষন্তু মম সদা স্বাহা।

অজ্ঞাত্বা যো জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বং নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ ।
রহস্যং পরমং দিব্যং সাবধানাবধারয় ॥ ৮৯
মূলাধারে মহেশানি জপেদ্‌যস্তু বরাননে ।
মূলাধারে মহেশানি বরারোহেঽন্তরাত্মনি ॥ ৯০
প্রতিচক্রে মহেশানি পঠেদ্ যোনিং সনাতনীম্ ।
চন্দ্রসূর্য্যপরাগে চ পঠেদ্বা কবচং প্রিয়ে ॥ ৯১
স্বনারীং রময়েৎ যস্তু পরনারীমথাপি বা ।
কবচস্য প্রসাদেন যোনিমুদ্রা হি সিধ্যতি ॥ ৯২
ইদং হি কবচং দেবি পঠিত্বা কমলাননে ।
মৈথুনং মহদাখ্যানং ত্বয়া সহ ময়া কৃতম্ ॥ ৯৩
কবচস্য প্রসাদেন জনা যান্তি পরাং গতিম্ ।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য স্বরম্ভূ-কুসুমেন তু ॥ ৯৪
শুক্লেন কুসুমেনাপি রোচনালক্তকেন চ ।
স্বর্ণস্থাং গুটিকাং কৃত্বা ধারয়েদ্‌ যস্তু মানবঃ ॥ ৯৫

ওঁ মং মাং......মং মঃ ইদং হি যোনিকবচং রহস্যপরমাদ্ভুতং । ৮৮

যে সাধক এই যোনিকবচ না জানিয়াই জপ করে, তাহার সকল মন্ত্রজপই নিষ্ফল হইয়া থাকে, সুতরাং পরম দিব্য এই রহস্য সাবধানপূর্বক মনে রাখিবে। হে মহেশানি ! হে বরাননে। যে সাধক মূলাধারে অন্তরাত্মার কবচের জপ করে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । ৮৯-৯০

হে মহেশানি ! প্রত্যেক চক্রে সনাতনী যোনির কবচ পাঠ করিবে অথবা হে প্রিয়ে ! চন্দ্রগ্রহণ কিম্বা সূর্য্যগ্রহণে কবচ পাঠ করিবে । ৯১

স্বকীয়া নারীতে অথবা পরকীয়া নারীতে রমণ করো, কিন্তু কবচের অনুগ্রহে যোনিমুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ৯২

হে কমলাননে ! হে দেবি ! এই কবচ পাঠ করিয়া তোমার সহিত মহৎ আখ্যানযুক্ত মৈথুন করিয়াছি । ৯৩

কবচের অনুগ্রহেই লোক পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমের দ্বারা লিখিয়া । ৯৪

শুভ্র পুষ্পের দ্বারা, গোরোচনা অথবা অলক্তের দ্বারা লিখিয়া, সুবর্ণনির্মিত তাবিজের মধ্যে গুটিকারূপে রাখিয়া যে মানুষ ধারণ করিয়া থাকে । ৯৫

ইহলোকে পরত্র চ স এব শ্রীসদাশিবঃ।
অষ্টোত্তরশতঞ্চাস্য প্রপঠেৎ সিদ্ধিবাঞ্ছয়া ॥ ৯৬
কিমত্র বহুনোক্তেন অস্মাৎ পরতরো নহি।
নমো যোন্যৈ নমো যোন্যৈ কুণ্ডলিন্যৈ নমোনমঃ ॥ ৯৭

ইতি দক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে
যোনিমুদ্রাদিকথনং দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

সে ইহলোকে এবং পরলোকেও শ্রীসদাশিবরূপে বিরাজ করে। সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিন অষ্টোত্তর শতবার যোনিকবচ পাঠ করিবে। ৯৬

বিশেষ আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ? ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। সুতরাং যোনিকে বার বার নমস্কার করি, তৎসঙ্গে কুণ্ডলিনীদেবীকেও বারম্বার নমস্কার করি। ৯৭

দক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে
যোনিমুদ্রাদি কথন নামক দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

[গুরুপূজন-কবচ-গীতকথনম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুপূজনমুত্তমম্ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

কথয়ামি মহাদেবি অপ্রকাশ্যং বরাননে ।
নির্গুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২
মহামন্ত্রং মহেশানি গোপনীয়ং পরাৎ পরম্ ।
তত্র ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্ ॥ ৩
সহস্রদলপদ্মস্থ-মন্তরাত্মানমুজ্জ্বলম্ ।
তস্যোপরি নাদবিন্দোর্ম্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৪.
চিন্তয়েন্নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভম্ ।
বীরাসনসমাসীনং মুদ্রাভরণভূষিতম্ ॥ ৫
শুভ্রমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনম্ ।
বামোরুশক্তি-সহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতম্ ॥ ৬

[গুরুর পূজা, কবচগীতা কথন]

শ্রীদেবী বলিলেন—এখন আমি উত্তম যে গুরুপূজন, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

মহাদেব বলিলেন—হে বরাননে! এই অপ্রকাশ্য বিদ্যা তোমায় বলিতেছি; গুরু এই অক্ষর-দুইটি নির্গুণ পরব্রহ্মস্বরূপ। ২

হে মহেশানি! এই মহামন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং গোপন করিয়া রাখিবে। হে পার্বতি! সর্বপ্রথম ধ্যান বলিব, তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ কর। ৩

সহস্রদল কমলের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তরাত্মা বিরাজমান করিতেছেন। তদুপরি নাদ ও বিন্দুর মধ্যে উজ্জ্বল সিংহাসনে শ্রীশ্রীগুরু বিরাজমান করিতেছেন। ৪

রজতাচলের ন্যায় শুভ্র সেই নিজের গুরুদেবকে নিত্য ধ্যান করিবে। তথায় গুরুদেব বীরাসনে সমাসীন এবং মুদ্রাভরণে ভূষিত রহিয়াছেন। ৫

প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্ ॥ ৭
বামোনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া।
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥ ৮
মানসৈরুপচারৈশ্চ সংপূজ্য কল্পয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯
গন্ধং ভূম্যাত্মকং দদ্যাদ্ ভাবপুষ্পৈস্ততঃ পরম্।
ধূপং বায়্বাত্মকং দেবি তেজসা দীপমেব চ ॥ ১০
নৈবেদ্যমমৃতং দদ্যাৎ পানীয়ং বরুণাত্মকম্।
অম্বরং মুকুটং দদ্যাদ্ বস্ত্রঞ্চৈব মম প্রিয়ে ॥ ১১
চামরং পাদুকাচ্ছত্রং তথালঙ্কারভূষণৈঃ।
তত্তন্মুদ্রাবিধানেন সংপূজ্যাথ গুরুং যজেৎ ॥ ১২
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য কবচং পঠেৎ।
[ইতি তে কথিতং সম্যগ্ গুরুপূজনমুত্তমং]* ॥ ১৩

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ ॥ ১৪

তিনি শুভ্রমাল্য ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পরিধানে শুভ্র বসন, হস্তে বরদাভয় এবং বামোরুশক্তি সহ করুণার্দ্র নেত্রে অবলোকন করিতেছেন। ৬

রক্তাভরণে ভূষিতা ও হস্তে উৎপলধারিণী প্রিয়ার দ্বারা দক্ষিণ হস্তে যাঁহার চারু কলেবর ধৃত। ৭

বামহস্তে উৎপলধারিণী এবং রক্তাভরণভূষিতা জ্ঞানানন্দপ্রদা শক্তির দ্বারা সদাযুক্ত—এইরূপ গুরুকে তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক স্মরণ করিবে। ৮

সুধী সাধক মানস উপচারের দ্বারা তাঁহার মানসপূজার কল্পনা করিবে। ৯

পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধরূপে, বায়ুতত্ত্বকে ধূপরূপে, অগ্নিতত্ত্বকে দীপরূপে কল্পনা করিয়া ভাবরূপীপুষ্পের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ১০

অমৃতকে নৈবেদ্যরূপে, বরুণকে পানীয়রূপে, আকাশকে মুকুটরূপে এবং উহাকেই বস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া, হে প্রিয়ে। মানসপূজা করিবে। ১১

চামর, পাদুকা, ছত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি তৎ তৎ মুদ্রা দ্বারা কল্পনা করিয়া গুরুপূজন করিবে। ১২

মানসপূজার অনন্তর যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্রের জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া গুরুকবচ পাঠ করিবে। ১৩

---

* শ্লোকোঽয়ং সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথ তে কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কম্ ।
যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদ্‌গতিঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মাদয়োঽপি গিরিজে সর্ব্বত্র জয়িনঃ স্মৃতাঃ ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ ॥ ১৬
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ ।
ছন্দো বিরাড্ দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ১৭
চতুর্ব্বর্গে জ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ ॥ ১৮
বামোরুগতশক্তি র্যঃ সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু ।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে ॥ ১৯
পরাপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠির্ম্মুখং মম ।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দ নাথকঃ ॥ ২০
বাহূ দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দনাথকঃ ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা ॥ ২১

শ্রীশ্রীদেবী বলিলেন, হে ভূতনাথ মহাদেব। এইবার আমাকে তাঁহার কবচ বর্ণন কর। ১৪

শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি! তাঁহার কবচ হইল মোক্ষদায়ক, যাহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধি ও সদ্‌গতি হয় না। ১৫

হে গিরিজে! এই কবচের প্রভাবেই সকল বেদ ও আগমের তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্বত্রই বিজয়ী হইয়াছেন। ১৬

হে দেবেশি! এই কবচের ঋষি হইল বিষ্ণু, ছন্দঃ বিরাট্ এবং দেবতা হইলেন গুরুদেব শিব স্বয়ং। ১৭

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানমার্গে সহস্রাররূপ মহাপদ্মে কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট গুরুই একমাত্র এই কবচের বিনিয়োগ। ১৮

বাম উরুতে উপবিষ্ট শক্তি যাঁহার এইরূপ পরম শিব সর্বত্র রক্ষা করুন। হে প্রিয়ে! পরমগুরু আমার মস্তককে রক্ষা করুন। ১৯

পরাপরগুরু আমার নাসিকা এবং পরমেষ্ঠিগুরু আমার মুখের রক্ষা করুন। পরম আহ্লাদ বা আনন্দের প্রভু আমার কণ্ঠের রক্ষা করুন। ২০

ক্রোধানন্দঃ কটিঃ পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে ॥ ২২
সর্ব্বত্র গুরবঃ পান্তু সর্ব্বে ঈশ্বররূপিণঃ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে ॥ ২৩
ভক্তিহীনে দুরাচারে দদ্যান্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
অস্যৈব পঠনাদ্ দেবি ধারণাচ্ছ্রবণাৎ প্রিয়ে।
মন্ত্রাঃ সিদ্ধাশ্চ জায়ন্তে কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ২৪
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে।
ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কলুষং যথা ॥ ২৫
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৬
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনঃ ॥ ২৭

যিনি সনক ঋষিকে আনন্দদান করেন এবং যিনি কুমারকেও আনন্দ দান করেন এইরূপ গুরু আমার দুইটি বাহুর রক্ষা করুন। বশিষ্ঠকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তিনিও আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ২১

ক্রোধানন্দ কটি, সুখানন্দ চরণ এবং ধ্যানানন্দ আমার সর্বাঙ্গ আর বোধানন্দ কাননে আমাকে রক্ষা করুন। ২২

ঈশ্বররূপী সকল গুরুই আমাকে সকলস্থানে যেন রক্ষা করেন। হে পরম-শিবে ভদ্রে! আমি তোমায় এইভাবে গুরুকবচ বর্ণন করিলাম। ২৩

দুরাচারী ও ভক্তিহীন মানুষকে এই কবচপ্রদান করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। হে দেবি! এই কবচের ধারণে ও শ্রবণে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে; আমি তোমাকে অন্য কি বলিব। ২৪

হে বীরবন্দিতে! কণ্ঠে, দক্ষিণ বাহুতে অথবা শিখাতে ইহার ধারণ করিলে, গঙ্গাতে স্নান করিলে যেরূপ পাপ নষ্ট হয়, সেইরূপ সকল কলুষ নষ্ট হইয়া যাইবে। ২৫

হে প্রিয়ে! এই কবচের জ্ঞান ব্যতীতই যদি কেহ কেবল মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে গুরু তাহার সকল জপ নিষ্ফল করিয়া দেন, ইহা সুনিশ্চিত। ২৬

শিব যদি রুষ্ট হন, তাহা হইলে গুরুই রক্ষা করেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে জগতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। ২৭

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

লোকেশ কথ্যতাং দেব গুরুগীতা ময়ি প্রভো ॥ ২৮

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু তারিণি বক্ষ্যামি গীতাং ব্রহ্মময়ীং পরাম্ ।
গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ ॥ ২৯
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী ।
গয়া গঙ্গা কাশিকা চ ত্বমেব সকলং জগৎ ॥ ৩০
কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী ।
চন্দ্রভাগা গৌতমী চ ত্বমেব কুলপালিকা ॥ ৩১
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটিব্রহ্মাণ্ডমেব চ ।
ন হি তে বক্তুমর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরি ॥ ৩২
উক্ত্বা উক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহয়ং নাগাত্মজে ।
কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্ ॥ ৩৩
তব চক্রং মহেশানি অতীতঃ পরমাত্মনঃ ।
ইতি তে কথিতা গীতা গুরুদেবস্য ব্রহ্মণঃ ॥ ৩৪

শ্রীপার্বতি বলিলেন, হে লোকেশ, হে দেব, হে প্রভো। আমাকে গুরু-গীতার বর্ণন কর। ২৮

শ্রীশ্রীশিব বলিলেন—হে তারিণি! তুমি শ্রবণ কর। আমি তোমায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মময়ী গুরুগীতার বর্ণন করিব। তুমি সকল শাস্ত্রের গুরু; কিন্তু আমিই উহার প্রকাশক। তুমিই গুরুরূপে জগতের ত্রাণ করিয়া থাক। গয়া, গঙ্গা ও কাশী সকলই তুমি। ২৯-৩০

কাবেরী, নর্মদা, যমুনা, করতোয়া, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা ও গৌতমীরূপে তুমিই কুলপালিকা। হে দেবি! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকেও, হে মহেশ্বরি! তোমার সাধন ক্রিয়াসমূহ বলা যায় না। ৩১-৩২

হে নগাত্মজে! সেই সব ক্রিয়াসমূহ বলিতে বলিতেও ভাবিতে ভাবিতে এই শিব ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছে। তুমি সকল প্রাণীর জননী হইয়াও কি করিয়া আমার বধূরূপে বিরাজ কর। ৩৩

হে মহেশানি! তোমার চক্র পরমাত্মারও জ্ঞানাতীত। এইভাবে ব্রহ্মস্বরূপ গুরুদেবের গীতা কথিত হইয়াছে। ৩৪

সংক্ষেপেণ মহেশানি প্রভুরেব গুরুঃ স্বয়ম্ ।
জগৎ সমস্তমস্থেয়ং গুরুস্থেয়ো হি কেবলম্ ॥ ৩৫
তং তোষয়িত্বা দেবেশি নতিভিঃ স্তুতিভিস্তথা ।
নানাবিধদ্রব্যদানৈঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ সাধকোত্তমঃ ।। ৩৬

ইতি শ্রীদক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে
শ্রীগুরুপূজন-কবচ-গীতাকথনং নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

হে মহেশানি ! সংক্ষেপে ইহার মর্মকথা যে গুরুই স্বয়ং প্রভু । এই নিখিল জগৎ অস্থির ; কিন্তু একমাত্র গুরুই স্থির বস্তু । ৩৫

হে দেবেশি ! সেই গুরুকে প্রণতি ও স্তুতির দ্বারা এবং নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে সাধকোত্তম সত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । ৩৬

শ্রীদক্ষিণাম্নায়ে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে
শ্রীগুরুর পূজন গুরুকবচ ও গুরুগীতা কথন নামক তৃতীয় পটল সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ পটলঃ

[মহাকালী মন্ত্র-পূজা-কথনম্]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

কথয়স্ব বিরূপাক্ষ মহাকালীমনুং প্রভো ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাকালীমনুং প্রিয়ে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২
শ্রিয়া বিষ্ণুঃ সমঃ কান্ত্যা ষণ্মুখেন সমঃ সুখী।
শৌচেন শুচিনা তুল্যো বলেন পবনোপমঃ ॥ ৩
বাগীশ্বরসমো বাচি ধনেন ধনপঃ স্বয়ম্।
সার্ব্বজ্ঞে শম্ভুনা তুল্যো দানে দধিচিনা সমঃ ॥ ৪
আজ্ঞয়া দেবরাজোঽসৌ ব্রাহ্মণ্যেন প্রজাপতিঃ।
ভৃগোরিব তপস্বী চ চন্দ্রবৎ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫
তেজসাগ্নিসমো ভক্ত্যা নারদঃ শিবকৃষ্ণয়োঃ।
রূপেণ মদনঃ সাক্ষাৎ প্রতাপে ভানুসন্নিভঃ ॥ ৬
শাস্ত্রচর্চ্চাস্বাঙ্গিরসো জামদগ্ন্যঃ প্রতিজ্ঞয়া।
সিদ্ধানাং ভৈরবঃ সাক্ষাৎ গঙ্গেব মলনাশকঃ ॥ ৭

[মহাকালীর মন্ত্র ও পূজা কথন]

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে বিরূপাক্ষ প্রভো। মহাকালী মন্ত্রের বর্ণনা কর। ১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—এইবার আমি তোমায় মহাকালী মন্ত্র বলিব। যাহার বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই সিদ্ধীশ্বর হইয়া যায়। ২

শ্রীতে বিষ্ণুর মত এবং কান্তিতে কার্ত্তিকের মত সুখী, শৌচে (পবিত্রতায়) অগ্নির তুল্য এবং বলে পবনের তুল্য, বাণীতে বাগীশ্বের তুল্য, ধনে স্বয়ং কুবেরই। সর্বজ্ঞে, শম্ভুর তুল্য, দানে দধীচির তুল্য। ৩-৪

আজ্ঞা পালনে যেন স্বয়ং দেবরাজ, ব্রাহ্মণ্যে ব্রহ্মা, ভৃগুর মত তপস্বী এবং চন্দ্রের মত প্রীতিবর্ধক। অগ্নির সমান তেজ, শিব ও কৃষ্ণের প্রতি নারদের মত ভক্তি, রূপে মদনের সমান এবং প্রতাপে সূর্য্যের সমান। ৫-৬

অথবা বহুনোক্তেন কিম্বা তেন বরাননে।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিৎ মহাকালীং স্মরেদ্ধিয়া ॥ ৮
শব্দব্রহ্মময়ীং স্বাহাং ভোগমোক্ষৈকদায়িকাম্।
ভোগেন মোক্ষমাপ্নোতি শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পরম্ ॥ ৯
তাং বিদ্যাং শৃণু বক্ষ্যামি যয়া ভৈরবতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
ক্রোধীশং ক্ষতজারূঢ়ং ধূম্রভৈরবলক্ষিতম্।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং মন্ত্রং স্বর্গেঽপি দুর্লভম্ ॥ ১১
একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে।
মহাকালী গুহ্যবিদ্যা কলিকালে চ সিদ্ধিদা ॥ ১২
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি দক্ষিণাং কালিকাং পরাম্।
বাগ্‌ভবং বীজমুচ্চার্য্য কামরাজং ততঃ পরম্।
মায়াবীজং ততো ভদ্রে ত্র্যক্ষরং মন্ত্রমীরিতম্ ॥ ১৩

শাস্ত্রচর্চ্চায় অঙ্গিরসের তুল্য, প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, সিদ্ধদিগের মধ্যে যেন সাক্ষাৎ ভৈরব, আর গঙ্গার মত মল-নাশক। ৭

হে বরাননে! অনেক কথায় কি প্রয়োজন, যে সাধক মহাকালীর স্মরণ করে, তাহার কোনরূপ পাপ থাকিতে পারে না। ৮

তিনি শব্দব্রহ্মময়ী, স্বাহারূপিণী, ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র তিনিই প্রাদায়িনী। গুরুমুখে তাঁহার আরাধনারীতি শুনিলে ভোগের দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই বিদ্যা আমি তোমাকে বলিব শোন, যাহার দ্বারা আমি ভৈরবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৯-১০

ক্রোধীশকে ক্ষতজারূঢ় করিয়া ধূম্রভৈরবী সংযুক্ত করিয়া উহাতে নাদ ও বিন্দু যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহা স্বর্গেও দুর্লভ। 'ক্রীঁ' মন্ত্র—ক্রোধীশ-ক্ ক্ষতজ-র, ধূম্রভৈরবী-ঈ। ১১

উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় হে প্রিয়ে! ত্রিভুবনেও কোন বিদ্যা নাই। কলিকালে গুহ্যবিদ্যাস্বরূপিণী মহাকালী সিদ্ধিদাত্রী, এইবার কালিকার বিষয়ে তোমায় বলিব। ১২

প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ উচ্চারণ করিয়া, কামবীজ উচ্চারণ করিবে; পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিলেই তিন অক্ষরের মহামন্ত্র হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐং ক্লীং হ্রীং। বাগ্‌বীজ—ঐং, কামবীজ—ক্লীং, মায়াবীজ—হ্রীং। ১৩

কামরাজং ততো কূর্চ্চং মায়াবীজমতঃ পরম্।
অপরং ত্র্যক্ষরং প্রোক্তং পূর্ব্বোক্তং ফলদং প্রিয়ে ॥ ১৪
হালাহলং সমুচ্চার্য্য মায়াদ্বয়মতঃ পরম্।
এতত্তু ত্র্যক্ষরং দেবি সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫
এতেষাঞ্চৈব মন্ত্রাণাং ফলমন্যৎ শৃণু প্রিয়ে।
ন কালনিয়মো নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৬
কায়ক্লেশকরং নৈব প্রয়াসো নাস্য সাধনে।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ জপঃ সর্ব্বত্র শোভনঃ ॥ ১৭
ভোগমোক্ষবিরোধোঽত্র সাধনে নাস্তি নিশ্চিতম্।
ভোগেন লভতে মোক্ষং নরোঽপি বিদ্যয়ানয়া ॥ ১৮
অস্যা জপাত্তথা ধ্যানাৎ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্।
নানয়া সদৃশী বিদ্যা নানয়া সদৃশো জপঃ ॥ ১৯

কামবীজ উচ্চারণ করিয়া কূর্চ, পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিলে আর একটি তিন অক্ষরের মন্ত্র হইয়া থাকে, যাহা পূর্বেরই মত ফলপ্রদ। ক্লীং, হূঁ, হ্রীং। কামবীজ—ক্লীং, কূর্চ—হূঁ, মায়াবীজ—হ্রীং। ১৪

হালাহল উচ্চারণ করিয়া দুইটি মায়াবীজ উচ্চারণ করিলে যে তিন অক্ষরের মন্ত্র হয়, হে দেবি! এই তিন অক্ষরের মন্ত্রটি সকলপ্রকার কাম ও ফলপ্রদ। অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হ্রীং। হালাহল—ওঁ, মায়া—হ্রীং। ১৫

হে প্রিয়ে! এই সকল মন্ত্রের অন্যান্য ফল শোনো। এই সকল মন্ত্রের উচ্চারণে কোনরূপ সময়ের নিয়ম নাই এবং শত্রু মিত্র প্রভৃতি নিবন্ধন কোনরূপ দূষণও হইতে পারে না। ১৬

ইহার সাধনে কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম অথবা কোনরূপ বিশেষ চেষ্টারও প্রয়োজন নাই। দিনে অথবা রাত্রিতে যে কোন সময়ে হউক না কেন, সর্বক্ষণ মন্ত্র জপ করাই শোভন। ১৭

ইহা সুনিশ্চিত যে উপরি উক্ত মন্ত্রসাধনে ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। এই বিদ্যার দ্বারা যে কোন মানুষ ভোগের দ্বারাও মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ১৮

উক্ত মন্ত্রগুলির জপের দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা চারি প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি) লাভ করিতে পারে। ইহার সমান বিদ্যা অথবা ইহার সমান জপ নাই। ১৯

নানয়া সদৃশং ধ্যানং নানয়া সদৃশং তপঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্ব্বং বদাম্যহম্ ॥ ২০
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি সিদ্ধিঃ সুগোচরে।
অথ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে পূজাবিধিমনুত্তমম্ ॥ ২১
বিস্তারে কস্য বা শক্তিঃ কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
পূজা চ ত্রিবিধা প্রোক্তা নিত্য-নৈমিত্তি-কাম্যতঃ ॥ ২২
তত্রৈব নিত্যপূজাঞ্চ বক্ষ্যে তাঞ্চ নিশাময়।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তঃ উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্ ॥ ২৩
দেবতা মুনিভিঃ প্রোক্তা মহাকালী পুরাতনী।
বিনিয়োগস্তু বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ২৪
পঞ্চশুদ্ধি-বিহীনেন যৎ কৃতং ন চ তৎ কৃতম্।
পঞ্চশুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে ॥ ২৫
আত্মশুদ্ধিঃ স্থানশুদ্ধির্দ্রব্যস্য শোধনস্তথা।
মন্ত্রশুদ্ধি-র্দেবশুদ্ধিঃ পঞ্চশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ২৬

ইহার সমান ধ্যান অথবা তপ নাই। আমি তোমায় সত্য সত্যই শপথ পূর্বক বলিতেছি। ২০

ইহার সমান বিদ্যা বা সিদ্ধি ত্রিভুবনে দৃষ্টিগোচর হয় না। এইবার সংক্ষেপে তোমাকে অনুত্তম পূজাবিধির বর্ণন করিব। ২১

বিস্তৃতভাবে পূজা করিতে কাহারই বা শক্তি আছে, কে বা ইহার তাত্ত্বিক বিধান জানে? পূজা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। ২২

উহার মধ্যে নিত্য পূজার বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ কর। এর ঋষি হইল ভৈরব, আর ছন্দ উষ্ণিক্ নামে খ্যাত। ২৩

পুরাতনী মহাকালীকে উহার দেবতারূপে মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। আর এই বিদ্যার বিনিয়োগ হইল পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ —এই চারিটি পুরুষার্থে)। ২৪

পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করা না করার সমান। পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করিলে কেবল অভিচারই করা হয়। ২৫

আত্মশোধন, স্থানশোধন, দ্রব্যের শোধন, মন্ত্রশোধন, এবং দেবতার শোধন—এই পাঁচটিকে পঞ্চশুদ্ধি বলা হয়। ২৬

ভূপ্রদেশে সমে শুদ্ধিঃ পুষ্প-প্রকর-সংকুলে।
আসনং কল্পয়েদাদৌ কোমলং কম্বলন্তু বা ॥ ২৭
বামে গুরূন্ পুনর্নত্বা দক্ষিণে গণপতিং বিভুম্।
ভূতশুদ্ধিং তথা কুর্য্যাৎ পূজাযোগ্যো যথা ভবেৎ ॥ ২৮
প্রাণায়ামাদি বিধিবৎ ঋষ্যাদি-ন্যাসমাচরেৎ।
আদৌ শুদ্ধিভৈরবায় ঋষয়ে নম ইত্যথ ॥ ২৯
উষ্ণিক্ ছন্দসে নমসা মুখে ছন্দো বিনির্দ্দিশেৎ।
মম প্রিয়ে মহাকালী দেবতায়ৈ নমো হৃদি ॥ ৩০
হ্রীং বীজায় নমঃ পূর্ব্বং হুং শক্তয়ে নমোঽপ্যথ।
কবিত্বার্থে বিনিয়োগ ইতি বিন্যস্য বাঞ্ছয়া ॥ ৩১
কেবলাং মাতৃকাং ন্যস্য বীজন্যাসং সমাচরেৎ।
ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠয়োর্ন্যস্য ওঁ ক্রীং তর্জ্জন্যোর্নমঃ ॥ ৩২
ওঁ ক্রূং মধ্যময়োর্ন্যস্য ওঁ ক্রৈং অনামিকা-দ্বয়োঃ।
ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠা-যুগলে ওঁ ক্রঃ করতলে তথা ॥ ৩৩

সমতল ভূমিতে শোধন করিয়া উপকরণ সমুদায়েরও শোধন করিতে হয়, উহার জন্য কেবল পুষ্পই একমাত্র শোধকরণ। প্রথমে কোনো কোমল আসন অথবা কম্বল স্থাপন করিবে। ২৭

বামভাগে গুরুকে নমস্কার করিয়া, দক্ষিণে গণেশকে প্রণাম করিবে। পরে সেইরূপভাবে ভূতশুদ্ধি করিবে, যাহাতে পূজার উপযুক্ত হওয়া যায়। ২৮

বিধিবৎ প্রাণায়ামাদি করিয়া, ঋষিন্যাস অঙ্গন্যাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। আদিতে শুদ্ধির ঋষি ভৈরবকে নমস্কার করিয়া উষ্ণিক্ ছন্দের নমস্কারের দ্বারা মুখে ছন্দের নির্দেশ করিবে। হে প্রিয়ে! হৃদয়ে মহাকালী-দেবতার উদ্দেশে নমস্কার করিবে। ২৯-৩০

পূর্বে হ্রীং বীজকে নমস্কার 'হ্রীং বীজায় নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা করিবে। পরে 'হুং শক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা শক্তিকে নমস্কার করিবে। কবিত্বের জন্য এইরূপ কামনা অনুসারে ন্যাস করিবে। ৩১

কেবল মাতৃকান্যাস করিয়া বীজন্যাসের অনুষ্ঠান করিবে। ওঁ ক্রাং এই মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের ন্যাস করিয়া 'ওঁ ক্রীং'—এই মন্ত্রের দ্বারা দুইটি তর্জনীর ন্যাস করিবে। ৩২

'ওঁ ক্রূং'—এই মন্ত্রের দ্বারা মধ্যমা অঙ্গুলির ন্যাস, 'ওঁ ক্রৈং'—এই মন্ত্রের

পুনর্হৃদয়াদিষেবৈতে-র্জাতিযুক্তৈঃ ষড়ঙ্গকম্ ।
ষড়্‌দীর্ঘ-ভাবং স্ববীজৈঃ প্রণবাদ্যৈস্তু বিন্যসেৎ ॥ ৩৪
বর্ণন্যাসং তথা কুর্য্যাৎ যেন দেবীময়ো ভবেৎ ।
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঝৄ ৯ ৡ চ হৃদয়ে ন্যসেৎ ॥ ৩৫
এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ বৈ দক্ষিণে ভুজে ।
ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ বৈ বামকে ভুজে ॥ ৩৬
ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ দক্ষজঙ্ঘকে ন্যসেৎ ।
ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ষ বামজঙ্ঘকে ॥ ৩৭
পঞ্চধা সপ্তধা বাপি মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্ ।
শির আদি চ পাদান্তং ন্যসেদ্ব্যাপকমুত্তমম্ ॥ ৩৮

দ্বারা অনামিকার, 'ওঁ ক্রৌং' এই মন্ত্রের দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয়ের এবং 'ওঁ ক্রঃ করতলে ফট্' এই মন্ত্রের দ্বারা করতলের ন্যাস করিবে।

মন্ত্রগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে হইলে 'নমস্' শব্দযোগে চতুর্থ্যন্ত পদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে যথা—

ওঁ ক্রূঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ তর্জনীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ৩৩

পুনরায় হৃদয়াদি অঙ্গে অর্থাৎ ছয়স্থানে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতলে—এই অঙ্গগুলিতে ন্যাস করিতে হয়। তাহাতে প্রণবাদি স্ববীজের দ্বারাই অঙ্গন্যাস করা বিধেয়। যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈ নমঃ (বষট্), ওঁ কবচায় হুঁ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ (বৌষট্), ওঁ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইত্যাদি। স্ব-বীজ অর্থাৎ নিজের বীজমন্ত্র, উহার আদিতে ওঁ-কার। ৩৪

বর্ণন্যাস এইভাবে করিতে হইবে যাহাতে সাধক দেবীময় হইয়া যায়। যথা, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঝৄং ৯ং ৡং নমঃ—এই বলিয়া হৃদয়ে ন্যাস করিবে। ৩৫

এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ—দক্ষিণ ভুজে।

ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ—বাম ভুজে। ৩৬

ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ—দক্ষিণ উরুতে॥

মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ—বাম উরুতে। ৩৭

এইগুলির সহিত মূল বীজ উচ্চারণ করিয়া পাঁচবার অথবা সাতবার ন্যাস করিবে। মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ব্যাপকন্যাস করিতে হয়। ৩৮

নিত্যন্যাস ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্ব এব সুখাবহঃ।
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ভৈরবাকার-দায়কম্ ॥ ৩৯
হিমালয়গিরে-র্মধ্যে নগরে ভৈরবস্য চ।
দিব্যস্থানে মহাপীঠে মণিমণ্ডপ-রাজিতে ॥ ৪০
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংসেবিত-পদাম্বুজাম্।
তত্র ধ্যায়ন্মহাকালীমাদ্যাং ভৈরববন্দিতাম্ ॥ ৪১
নীলেন্দীবর-বর্ণিনীং যুগ্মাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্।
সুপ্তশ্রীহরিপীঠ রাজিতবতীং ভীমাং ত্রিনেত্রাং শিবাম্।
মুদ্রা-খড়্গকরাং বরাভয়যুতাং চিত্রাম্বরোদ্দীপনীং,
বন্দে চঞ্চল-চন্দ্রকান্ত-মণিভি-র্মালাং দধানাং পরাম্ ॥ ৪২
ধ্যানান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু গৌরি গিরেঃ সুতে।
তত্র পীঠে মহাদেবীং কালীং দানব-সেবিতাম্ ॥ ৪৩
মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শব-শিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাম্।
কর্ণালম্বিত-বাণযুগ্ম-লসিতাং মুণ্ডাবলী-মণ্ডিতাম্ ॥ ৪৪

এইভাবে নিত্যন্যাস বলা হইল যাহা সকল সাধকেরই সুখপ্রদ। এইবার ধ্যানের বর্ণন করিব, যাহার দ্বারা ভৈরবের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৯

হিমালয়ে পর্বতশৃঙ্গে অথবা ভৈরবের নগরে অর্থাৎ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে, দিব্যস্থানে, মণিমণ্ডপের দ্বারা শোভিত মহাপীঠে, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যাঁহার চরণকমল সেবিত এবং ভৈরববন্দিত আদ্যা মহাকালীর নিত্য ধ্যান করিবে। ৪০-৪১

যাঁহার বর্ণ নীল ইন্দীবরের মত, যাঁহার পয়োধরযুগল অতি উন্নত, যিনি সুপ্ত শ্রীহরির শয়ন শেষনাগের ন্যায় শোভায়মান, সুতরাং অতি ভয়ঙ্কর অথচ শিবস্বরূপ ও ত্রিনেত্রা, যাঁহার হস্তে মুদ্রা ও খড়্গ রহিয়াছে, যিনি বরাভয়-প্রদায়িনী এবং যিনি চিত্রাম্বরের দ্বারা উদ্দীপনী। যিনি চঞ্চল চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা রচিত মালা ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে আমরা সতত বন্দনা করি। ৪২

হে হিমালয়-দুহিতা গৌরি! এইবার আর একটি ধ্যানের বর্ণনা করিব, তাহা শ্রবণ কর। যিনি দানবগণের দ্বারা সেবিত এইরূপ মহাদেবী কালী। ৪৩

যাঁহার অঙ্গ মেঘের মত, যিনি দিগম্বরী, যিনি শবরূপ শিবিকায় আরূঢ়া,

বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজে নরঃশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে।
দানাভীতি-বিমুক্ত-কেশ-নিচয়া ধ্যেয়া সদা কালিকা ॥ ৪৫
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধ্যানং পরমদুর্ল্লভম্।
কালীং করালবদনাং ঘোরদংষ্ট্রাং ত্রিলোচনাম্।
স্মেরচ্ছব-কর-শ্রেণি-কৃত-কাঞ্চীং দিগম্বরাম্ ॥ ৪৬
বীরাসন-সমাসীনাং মহাকালোপরি-স্থিতাম্।
শ্রুতিমূল-সমাকীর্ণ-সৃক্কণীং ঘোরনাদিনীম্ ॥ ৪৭
মুণ্ডমালা-গলদ্রক্ত-চর্চ্চিতাং পীবর-স্তনীম্।
মদিরামোদিতা-স্ফাল-কম্পিতাখিল-মেদিনীম্ ॥ ৪৮
বামে খড়্গং ছিন্নমুণ্ডং ধারিণীং দক্ষিণে করে।
বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোল-জিহ্বিকাম্ ॥ ৪৯
শকুন্তপক্ষ-সংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্।
শিবাভি-র্ঘোররাবাভিঃ সেবিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥ ৫০

যিনি তিন নয়নযুক্তা, যাঁহার কর্ণ লম্বায়মান বাণযুগ্ম দ্বারা শোভিত এবং যিনি মুণ্ডাবলীর দ্বারা মণ্ডিত। ৪৪

যাঁহার বাম করকমলের উর্দ্ধে ও অধোভাগে নরমুণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তে খড়্গ সুশোভিত। যাঁহার কেশরাশি বিমুক্ত—এইরূপ কালিকাদেবীকে সতত ধ্যান করিবে। ৪৫

অপর আর একটি ধ্যানের বর্ণন করিতেছি যাহা জগতে অতি দুর্লভ। করালবদনা, ত্রিলোচনা, ঘোরদংষ্ট্রা, শবের করপঙ্‌ক্তির দ্বারা যিনি রশনা করিয়াছেন এবং যিনি দিগম্বরী এইরূপ কালীকে নিত্য স্মরণ করিবে। ৪৬

যিনি মহাকালের উপরে বীরাসনে সমাসীনা, যাঁহার সৃক্কণী (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ) কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যিনি ঘোর নাদ করিতে থাকেন। ৪৭

যিনি মুণ্ডমালা হইতে চ্যুত রক্তের দ্বারা চর্চিত, যাঁহার স্তন পীবর (স্থূল)। যিনি মদিরাপানে মত্ত হইয়া সমগ্র মেদিনীকে কম্পিত করেন। ৪৮

যিনি বামহস্তে খড়্গ ও দক্ষিণ হস্তে ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। যিনি বরাভয়-প্রদায়িনী, ঘোর-বদনা এবং যাঁহার জিহ্বা চপল—এইরূপ কালীকে ধ্যান করিবে। ৪৯

যাঁহার কর্ণ পক্ষীপালকযুক্ত বাণের দ্বারা ভূষিত, যিনি আগত প্রলয়ের মত ঘোর রবকারী শিবাদিগের দ্বারা সেবিতা। ৫০

চণ্ডহাস-চণ্ডনাদ-চণ্ডাখ্যানৈশ্চ ভৈরবৈঃ।
গৃহীত্বা নরকঙ্কালং জয়শব্দ-পরায়ণৈঃ ॥ ৫১
সেবিতাখিল-সিদ্ধৌঘৈ র্মুনিভিঃ সেবিতাং পরাম্।
এষামন্যতমং ধ্যানং কৃত্বা চ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫২
মানসৈরুপচারৈশ্চ সোঽহম্যাত্মানমর্চ্চয়েৎ।
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য অর্ঘ্যদ্বয়ং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩
দশ-পঞ্চার-পদ্মেষু পীঠপূজাং সমাচরেৎ।
তত্রাবাহ্য মহাদেবীং নিয়মেন সমাহিতঃ।
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং কালিকাং কুলভূষণম্ ॥ ৫৪
মহাকালং যজেৎ যত্নাৎ পীঠশক্তিং ততো যজেৎ ॥ ৫৫
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং তথা চৈব বহিঃ ষট্‌কোণকে পুনঃ ॥ ৫৬
উগ্রামুগ্র-প্রভাং দীপ্তাং তত্র ত্রিকোণকে পুনঃ।
নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ তথা পর-ত্রিকোণকে ॥ ৫৭

প্রচণ্ড হাস্য, প্রচণ্ড নাদ ও প্রচণ্ড কলরবের দ্বারা জয়শব্দ-পরায়ণ ভৈরবগণ যাহার সমীপে নরকঙ্কাল ধারণ করিয়া আছেন। ৫১

যিনি নিখিল সিদ্ধ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা—এইরূপ কালীকে ধ্যান করিবে। সাধকোত্তম উপরি উক্ত যে কোন একটি ধ্যান করিয়া মানস উপচারের দ্বারা 'সোঽহম্' উল্লেখপূর্বক আত্মার অর্চনা করিবে। ইহার পর দেবীর পূজা সমাপন করিয়া দুইটি অর্ঘ্যের নিবেদন করিবে। ৫২-৫৩

দশদলপদ্মে (মণিপুরে) পূজা করিয়া পীঠপূজা করিবে। তথায় দেবীর আবাহন করিয়া নিয়মপূর্বক সমাহিত হইয়া কৌলিকগণের ভূষণস্বরূপা মহাদেবী কালিকার ধ্যান করিবে। ৫৪

পূর্বে মহাকালের যাগ (পূজা) করিয়া পরে পীঠস্থিতা শক্তির সযত্নে পূজা করিবে। ৫৫

যিনি কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা ও বিরোধিনী। বিবিধ প্রকৃষ্ট চিত্তযুক্তা কালীর বহিঃপূজা করার পর পুনরায় ষট্‌কোণে (স্বাধিষ্ঠানে) পূজা করিবে। ৫৬

স্বাধিষ্ঠানে পূজা করিবার পর পুনরায় ত্রিকোণে অর্থাৎ মূলাধারে উগ্রপ্রভা,

মাত্রাং মুদ্রাং নিত্যাঞ্চৈব তথৈবান্তস্ত্রিকোণকে।
শর্ব্বা শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষণা ॥ ৫৮
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা।
ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তথা বাহ্যে যজেৎ পূর্ব্বদল-ক্রমাৎ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মী নারায়ণী চৈব তথৈব চ মহেশ্বরি।
চামুণ্ডাপি চ কৌমারী তথা চৈবাপরাজিতা ॥ ৬০
বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ।
সর্ব্বাসামপি দাতব্যা বলিঃ পূজা তথৈব চ ॥ ৬১
অনুলেপনকং গন্ধং ধূপদীপৌ চ পানকম্।
ত্রিস্ত্রিঃ পূজা চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বাসামপি সাধকৈঃ ॥ ৬২
পুনর্গন্ধাদিভিঃ পূজ্য জপ্ত্বা শেষং সমর্পয়েৎ।
সময়ং চার্চ্চয়েৎ দেব্যা যোগিনী-যোগিভিঃ সহ ॥ ৬৩
মধু মাংসং তথা মৎস্যং যৎ কিঞ্চিৎ কুলসাধনম্।
শক্ত্যৈ দত্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ৬৪

দীপ্তা ও উগ্রমূর্ত্তি কালিকার অর্চনা করিবে। পুনরায় পর-ত্রিকোণে নীল ও ঘন (মেঘপঙ্‌ক্তি) বলাকারূপিণীর পূজা সমাপন করিয়া অন্তঃ-ত্রিকোণে মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে। (ত্রিকোণ, পরত্রিকোণ ও অন্তঃ-ত্রিকোণ— এইভাবে ত্রিকোণেরও তিনটি ভেদ করা হইয়াছে)। ধ্যান—শর্বা, শ্যামা, যাঁহার করে অসি আছে, গলায় যাঁহার মুণ্ডমালা বিভূষিত। ৫৭-৫৮

বামহস্তের দ্বারা যিনি তর্জনী ধারণ করিয়া আছেন এবং শুভ্রস্মিতা। ব্রাহ্মী প্রভৃতি দেবীগণের পূর্বদলের ক্রম অনুসারে বাহ্যপূজা করিবে। ৫৯

ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মহেশ্বরী প্রভৃতির পূজা করিবে। চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহীকেও সেইরূপ পূজা করিবে। সকল দেবীকেই বলি দিয়া পূজা করিবে। ৬০-৬১

অনুলেপন, গন্ধ, ধূপ, দীপ এবং পান—এইসকল বস্তু উপহৃত করিবে। পূর্বোক্ত সকল দেবীকেই তিন তিনবার পূজা করা সাধকের কর্ত্তব্য। ৬২

পুনরায় গন্ধ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে এবং শেষে জপ সমর্পণ করিবে। যোগীসহ যোগিনীদেবীর কুলানুসারে পূজা করিবে। ৬৩

মধু (মদ্য), মাংস, মৎস্য প্রভৃতি যাহা যাহা কুল-সাধন অর্থাৎ কুলাচারী

তদনুজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা শেষং চাত্মনি যোজয়েৎ ।
মধু মাংসং বিনা যস্তু কুলপূজাং সমাচরেৎ ।
জন্মান্তর-সহস্রস্য সুকৃতিস্তস্য নশ্যতি ।। ৬৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মকার-পঞ্চকৈ-র্যজেৎ ।
মধুনা ন বিনা মন্ত্রং ন মন্ত্রেণ বিনা মধু ।
পরস্পর-বিরোধেন কথং সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ ।। ৬৬
কুণ্ড-কুম্ভ-কপালাদি-পদার্থানাং নিষেবনম্ ।
সৌরে তন্ত্রে বিরুদ্ধঞ্চ শৈবে শাক্তে মহাফলম্ ।। ৬৭
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড-সংভূত-মশেষ-রত্ন-সম্ভবম্ ।
শ্বেতং পীতং সুগন্ধিঞ্চ নির্ম্মলং ভূরি-তেজসম্ ।। ৬৮
অথবা কুম্ভমধ্যেঽস্মিন্ স্রবন্তং পরমামৃতম্ ।
অন্তর্লয়ো বহির্মধ্যে ত্রিকোণোদর-বর্ত্তিনি ।। ৬৯
তদ্বাহ্যং স্ফাটিকোদার-মণিচন্দ্রঞ্চ মণ্ডলম্ ।
তেনামৃতেন তদ্বাহ্যে চিন্তয়েৎ পরমামৃতম্ ।। ৭০

সম্প্রদায়ানুসারী উপচার, তদ্দারা পূজা করিবে। পূর্বে শক্তিকে নিবেদন করিয়া গুরুকে নিবেদন করিবে। ৬৪

পরে তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। মদ্য-মাংস ব্যতীত যে সাধক কুল-পূজার অনুষ্ঠান করে তাহার সহস্র জন্মান্তরের সঞ্চিত সুকৃতিও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৫

সেইজন্য সকলপ্রকার প্রযত্ন সহকারে মকার পঞ্চকের দ্বারা (মৎস্য, মুদ্রা, মাংস, মদ্য ও মৈথুন—পঞ্চ মকার) পূজা করিবে। মদ্য ব্যতীত মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতীত মদ্য পরস্পর বিযুক্ত হইলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৬৬

কুণ্ড, কুম্ভ, কপাল প্রভৃতির সেবন করা সৌরতন্ত্রে বিরুদ্ধ হইলেও শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে উহাদের ব্যবহার করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৬৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড-সম্ভূত অশেষ রত্নজাত, শ্বেত, পীত, সুগন্ধি, নির্মল ও প্রভূত তেজযুক্ত এই কুম্ভমধ্যে অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধদেশে সহস্রারে পরমামৃত সর্বদা চ্যুত হইতেছে এবং সহস্রারেই বর্ত্তমান যে ত্রিকোণ রহিয়াছে উহার মধ্যে যে পরমামৃত চ্যুত হইতেছে—এইরূপ ধ্যান করিলে অন্তর্লয় হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মণিখচিত পাত্রে স্থিত যে বাহ্য অমৃত, সেই অমৃতের দ্বারাই পরমামৃতের চিন্তা করিবে। ৭০

আরম্ভস্তরুণঃ প্রৌঢ়স্তদন্তে তু ন্যাসঃ পুনঃ।
এভিরুল্লাসবান্ যোগী স্বয়ং শিবময়ো যতঃ॥ ৭১
সর্ব্বশেষে চ দেবেশি সামান্যার্ঘ্যং পদেঽর্পয়েৎ।
বিশেষার্ঘ্যং শিরে দত্ত্বা দেব্যাঃ প্রিয়তমো ভবেৎ॥ ৭২
সাঙ্গক্রিয়া পদে দত্ত্বা সামান্যার্ঘ্যং শিরে ভবেৎ।
ইত্যুক্ত্বা স পরাময়ী-শক্তিতোষণ-কারকঃ॥ ৭৩
ভোগেন লভতে মোক্ষং বহুনা জল্পিতেন কিম্।
নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কদাচন॥ ৭৪
যদ্বা তদ্বা যেন কেন সর্ব্বদা সর্ব্বতোঽপি চ।
যোষিতাং ধ্যানযোগেন শুদ্ধশেষং ন সংশয়ঃ॥ ৭৫
বালাম্বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাম্বা যুবতীং তথা।
কুৎসিতাম্বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৭৬
তাসাং প্রহারো নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা।
সর্ব্বথা ন চ কর্ত্তব্যং অন্যথা সিদ্ধি-রোধ-কৃৎ॥ ৭৭

আরম্ভ, তরুণ ও প্রৌঢ়, তাহার পর ন্যাস করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে উল্লাসপ্রাপ্ত হয়, উহাতে সাধক যোগী সাক্ষাৎ শিবে পরিণত হয়। ৭১

হে দেবেশি! সর্বশেষে শক্তির চরণে সামান্যার্ঘ্য অর্পণ করিতে হয়। মস্তকে বিশেষার্ঘ্য অর্পণ করিলে দেবীর প্রিয়তম হওয়া যায়। ৭২

সাঙ্গক্রিয়া চরণে অর্পণ করার পর মস্তকে সামান্যার্ঘ্য দিতে হয়। পরাশক্তির তোষণকারী শিব এইরূপ বলিয়া কহিলেন যে ভোগের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইতে পারে—এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার কি প্রয়োজন? যা কিছু নিয়ম সে সব পুরুষের বিষয়েই বুঝিতে হইবে, মহিলার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নাই। ৭৩-৭৪

তাহারা যে কোন ভাবে সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে ধ্যান করিতে পারে। ধ্যান-যোগের দ্বারা মহিলাগণ বিশুদ্ধ হইয়া যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৫

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা যুবতী, বৃদ্ধা, কুৎসিতা অথবা মহাদুষ্টা যে কোন প্রকারের মহিলা হউক না কেন, উহাদের নমস্কার করিয়া বিসর্জন দিবে। ৭৬

মহিলাদের প্রহার করা, তাহাদের প্রতি কুটিল আচরণ করা এবং যে

ইতি তে কথিতং শেষমাচরেৎ লক্ষণং প্রিয়ে।
নিত্যপূজাক্রমং ভক্ত্যা জ্ঞাত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৮

ইতি দক্ষিণাম্নায়ে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে সার্দ্ধলক্ষগ্রন্থে
মহাকালী-মন্ত্রপূজা-কথনং নাম চতুর্থঃ পটলঃ।

কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করা সর্বথা ত্যাগ করা উচিত, অন্যথা সাধকের সিদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ৭৭

হে প্রিয়ে! মহাকালীর মন্ত্রসাধন কহিলাম। পূর্বোক্ত নিত্যপূজার ক্রম ভক্তিপূর্বক জানিয়া আচরণ করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭৮

দক্ষিণাম্নায়ে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে সার্দ্ধলক্ষ গ্রন্থে মহাকালী-
মন্ত্র-পূজা-কথন নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[পুরশ্চরণবিধি-কথনম্]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

কথয়স্ব মহাভাগ পুরশ্চরণমুত্তমম্ ।
কস্মিন্ কালে চ কর্ত্তব্যং কলৌ সিদ্ধিদমদ্ভুতম্ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

সামান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং শৃণু ।
নাশুভো বিদ্যতে কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি ।
কালাকালং মহেশানি ভ্রান্তিমাত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৩
প্রলয়ে মহতি প্রাপ্তে সর্ব্বং গচ্ছতি ব্রহ্মণি ।
তৎকালে চ মহাভীমে কো গচ্ছতি শুভাশুভম্ ॥ ৪
কলিকালে মহামায়ে ভবন্ত্যল্পায়ুষো জনাঃ ।
অনির্দ্দিষ্টায়ুষঃ সর্ব্বে কালচিন্তা কথং প্রিয়ে ॥ ৫

[পুরশ্চরণবিধি কথন]

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে মহাভাগ ! এইবার পুরশ্চরণ বিষয়ে আমাকে বল। যাহা কলিকালে অদ্ভুত সিদ্ধিপ্রদ। উহার কোন সময়ে অনুষ্ঠান করা উচিত। ১

শ্রীমহাদেব বলিলেন—সাধারণভাবে পুরশ্চরণবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহার অনুষ্ঠানে কোনো সময় অশুভ নয় এবং কোনো স্থানও অশুভ নয়। ২

দিবসে বা রাত্রিতে কোন বিশেষত্ব থাকে না, আর মহানিশিতে অথবা সন্ধ্যাতেও উহার অনুষ্ঠানে কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না। হে মহেশানি ! অনুষ্ঠানের সময় বা অসময় সবই ভ্রান্তি-মাত্র। ৩

মহাপ্রলয় আসিলে সকল বস্তুই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। হে মহাভীমে ! সেই কাল প্রাপ্ত হইলে শুভ বা অশুভ কোথায় থাকে ? ৪

হে মহামায়ে ! কলিকালে মানুষ অল্পায়ু হইয়া থাকে। সকল প্রাণীই অনির্দ্দিষ্টায়ু অর্থাৎ কাহারও আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নেই ; সুতরাং হে প্রিয়ে ! কালবিষয়ক চিন্তা কি করিয়া থাকিতে পারে ? ৫

যৎকালং ব্রহ্মচিন্তায়াং তৎকালং সফলং প্রিয়ে।
পুরশ্চর্য্যাবিধৌ দেবি কালচিন্তাং ন চাচরেৎ ॥ ৬
নাত্র শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি ন নিষিদ্ধ্যাদি ভূষণম্।
দিক্‌কালনিয়মো নাত্র স্থিত্যাদি-নিয়মো ন হি ॥ ৭
ন জপেৎ কালনিয়মো নার্চ্চাদিষ্বপি সুন্দরি।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র নিয়মো মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৮
নাধর্ম্মো বিদ্যতে সুভ্রু প্রচরেৎ তুষ্টমানসঃ।
জম্বূদ্বীপে চ বর্ষে চ কলৌ ভারতসংজ্ঞকে ॥ ৯
ষন্মাসাদপি গিরিজে জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
মন্ত্রোক্তং[১] সর্ব্বতন্ত্রেষু তদদ্য কথয়ামি তে ॥ ১০
সুভগে শৃণু চার্ব্বঙ্গি কল্যাণি কমলেক্ষণে।
কলৌ চ ভারতে বর্ষে যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১১
তৎ সর্ব্বং কথয়াম্যদ্য সাবধানাবধারয়।
কলিকালে বরারোহে জপমাত্রং প্রশস্যতে ॥ ১২

যে কালে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে, সেই কালই হইল ফলদায়ক। হে দেবি! পুরশ্চরণ বিধিতে কোন প্রকার কালচিন্তা করা উচিত নয়। ৬

এবিষয়ে কোন শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা নেই আর নিষিদ্ধ্যাদি ভূষণও নয়। ইহাতে দিক্-কালের কোন প্রকার নিয়ম নেই আর স্থিতি অর্থাৎ স্থানেরও কোন নিয়ম নেই। ৭

হে সুন্দরি! জপে যেমন কোন কালনিয়ম নেই, সেইরূপ পূজাতেও কোন কালের নিয়ম নেই। ওই মহামন্ত্রের সাধনে স্বেচ্ছাচারই হইল নিয়ম। ৮

হে সুভ্রু! জম্বুদ্বীপে ভারত নামক বর্ষে কলিকালে কোন অধর্ম নাই। কেবল তুষ্ট মনে সকলেই ঘুরিতে থাকে। ৯

হে গিরিজায়া! ছয় মাসের মধ্যেই জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকল তন্ত্রে যে মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা আজ তোমায় বলিব। ১০

হে সুভগে পদ্মলোচনে, চার্বাঙ্গি, কল্যাণি! এই কলিকালে ভারতবর্ষে যে ভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আজ তোমাকে সেই সকল সাধনা বলিব; সাবধান

১। যন্মোক্তং।

ন তিথির্ন ব্রতং হোমং স্নানং সন্ধ্যা প্রশস্যতে।
পুরশ্চর্য্যাং বিনা দেবি কলৌ মন্ত্রং ন সাধয়েৎ ॥ ১৩
সত্যত্রেতাযুগং দেবি দ্বাপরং সুখসাধনম্।
কলিকালে দুরাধর্ষং সর্ব্বদুঃখময়ং সদা ॥ ১৪
সারং হি সর্ব্ব তন্ত্রাণাং মহাকালীষু কথ্যতে।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ১৫
কৃত্বা সন্ধ্যাং তর্পণঞ্চ সংক্ষেপেণ বরাননে।
পূজাং চৈব[১] বরারোহে যস্য যৎ পটলক্রমাৎ ॥ ১৬
পূজাদ্বারে চ বিন্যস্য বলিং দদ্যাৎ যথাক্রমম্।
প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চৈব মাষভক্তবলিং তথা ॥ ১৭
সংকল্পোপাস্য দেবেশি বলিদানস্য সাধকঃ।
আদৌ গণপতের্বীজং গমিত্যেকাক্ষরং বিদুঃ ॥ ১৮

হইয়া শ্রবণ কর। হে বরারোহে! কলিকালে কেবল জপমাত্রই প্রশংসনীয়। ১১-১২

তিথি, ব্রত, হোম, স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ কোন লাভ হয় না। হে দেবি! পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান ব্যতীত কলিকালে কোন মন্ত্রসাধনা করা উচিত নয়। ১৩

হে দেবি! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ—এই সকল যুগ সুখসাধন অর্থাৎ সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে ও দ্বাপরযুগে সুখপূর্বক সাধনা হইয়া থাকে—সে যুগের সাধনা কোন কষ্টসাধ্য নয়; কিন্তু কলিকালে সাধনা অত্যন্ত দুঃখময় ও কষ্টসাধ্য। ১৪

মহাকালীর সাধনাতে সকলতন্ত্রের সার কথিত হইতেছে। প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি কার্য্য করিয়া স্নান করিবে। ১৫

হে বরাননে! পরে সংক্ষেপে সন্ধ্যা ও তর্পণ সারিয়া, পূর্বোক্ত পটলে যাঁহার পূজা যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই ক্রমে পূজা সমাপন করিবে। ১৬

পূজাদ্বারে যথাক্রমে বলিদান করিবে। তাহার পর তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মাষভক্ত অর্থাৎ মাষকলাই ডালের খিচুরী ইষ্টদেবীকে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত করিবে। ১৭

হে দেবেশি! সাধক পূর্বোক্ত বলিদানের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমতঃ 'গং'—এই একাক্ষর গণেশের বীজ লিখিতে হয়—ইহা তন্ত্রবিদ্‌গণ জানেন। ১৮

১। পূজাৰ্চৈব।

ভূমৌ বিলিখ্য গুপ্তেন বলিং পিণ্ডোপমং ততঃ ॥ ১৯
ওঁ গং গণপতয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ সাধকঃ।
বলিমিত্থঞ্চ সর্ব্বত্র বীজোপরি প্রদাপয়েৎ ॥ ২০
ওঁ ভৈববায় ততঃ স্বাহা ভৈরবায় বলিস্ততঃ।
ওঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় স্বাহা ক্ষেত্রপাল-বলিং ততঃ ॥ ২১
ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ স্বাহা চ যোগিনী-বলিম্।
সংপূজ্য বিধিনা দদ্যাৎ পূর্ব্ববৎ ক্রমতো বলিম্ ॥ ২২
কথোপকথনং দেবি ত্যজেদত্র সুরালয়ে ॥ ২৩
পূর্ব্বে গণপতের্ভদ্রে উত্তরে ভৈরবায় চ।
পশ্চিমে ক্ষেত্রপালায় যোগিন্যৈ দক্ষিণে দদেৎ ॥ ২৪
ইন্দ্রাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ আত্মকল্যাণহেতবে।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা হাস্য-কেবলম্ ॥ ২৫

ভূমিতে সেই একাক্ষর গণপতির বীজমন্ত্রটিকে উপাংশুভাবে লিখিবে, তাহার পর সাধক সেই মাষকলাইযুক্ত ভাতকে পিণ্ডের আকারে পরিণত করিবে। ১৯

সাধক 'ওঁ গং গণপতয়ে স্বাহা'—এই মন্ত্রটির উচ্চারণ করিয়া পূর্বোক্ত ভূমিতে লিখিত বীজের উপরে পিণ্ডাকারে পরিণত বলি প্রদান করিবে। ২০

ইহার পর ভৈরব, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনীর উদ্দেশে যথাক্রমে 'ওঁ ভৈরবায় নমঃ'—এই মন্ত্রের দ্বারা ভৈরবের উদ্দেশে বলি দিবে। 'ওঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ'—এই মন্ত্রের দ্বারা ক্ষেত্রপালের এবং 'ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ স্বাহা'—এই মন্ত্রের দ্বারা যোগিনীর উদ্দেশ্যে একটি বলি দিবে। বিধিপূর্বক প্রত্যেকটির পূজা করিয়া পূর্বেরই মত ক্রমশঃ বলিদান করিবে। হে দেবি! এই দেবালয়ে কখনো কথোপকথন করিবে না। ২১-২৩

হে ভদ্রে! পূর্বদিকে গণপতির, উত্তরদিকে ভৈরবের, পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপালের এবং দক্ষিণদিকে যোগিনীর উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত বলি প্রদান করিবে। ২৪

নিজের কল্যাণ কামনায় ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও বলিদান করিবে। এই প্রকার বিধিপূর্বক পূজা ও বলিদান করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অন্যথা কেবল হাস্যাস্পদই হইতে হইবে। ২৫

পলৈকং মাষকল্পঞ্চ পলমেকঞ্চ তণ্ডুলম্ ।
অর্দ্ধতোলং ঘৃতঞ্চৈব দধিমর্দ্ধার্দ্ধতোলকম্ ॥ ২৬
শর্করৈক-তোলকেন বলিং দদ্যাৎ সুসিদ্ধয়ে ।
এতেষাং সহযোগেন বলির্ভবতি শাম্ভবি ॥ ২৭
পূজাস্থানে তথা ভদ্রে কূর্ম্মবীজং লিখেত্ততঃ ।
চন্দ্রবিন্দুময়ং বীজং কূর্ম্মবীজং ইতীরিতম্ ॥ ২৮
স্থাপয়েদাসনং তত্র পূজয়েৎ পটলক্রমাৎ ।
ভূতশুদ্ধং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং ততঃ পরম্ ॥ ২৯
অঙ্গন্যাসং করন্যাসং মাতৃকান্যাসমেব চ ।
যঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসং স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০
ততস্তু ভস্মতিলকং রুদ্রাক্ষং ধারয়েত্ততঃ ।
রুদ্রাক্ষস্য চ মাহাত্ম্যং ভস্মনশ্চ শৃণু প্রিয়ে ॥ ৩১
আগ্নেয়মুচ্যতে ভস্ম দুগ্ধ-গোময়-সম্ভবম্ ।
শোধয়েন্মূলমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতং জপন্ ॥ ৩২

একপল পরিমিত মাষকলাই, একপল পরিমিত তণ্ডুল, অর্ধতোলা পরিমিত ঘৃত এবং সিকিতোলা পরিমিত দধি এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধির জন্য উহাতে একতোলা পরিমিত শর্করা। হে শাম্ভবি! উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির মিলনে যে বলিদ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার দ্বারা বলিদান করিবে। ২৬-২৭

হে ভদ্রে! পূজাস্থানে এইবার কূর্মবীজ লিখিবে। কেবল চন্দ্রবিন্দুকেই কূর্মবীজ বলা হয়। ২৮

সেস্থলে আসন পাতিয়া পূর্বোক্ত পটলক্রমে পূজা করিবে। প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবে। ২৯

অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও মাতৃকান্যাস যথাক্রমে করিতে হয়। যিনি মাতৃকান্যাস করেন তিনি সাক্ষাৎ শিব—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩০

ইহার পর ভস্মের তিলক ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। রুদ্রাক্ষের ও ভস্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি ; তাহা শ্রবণ কর। ৩১

দুগ্ধ ও গোময়ের দ্বারা নির্মিত ভস্মকে আগ্নেয় ভস্ম বলা হয়। সেই ভস্মকে অষ্টোত্তরশত মূল মন্ত্রের জপ করিয়া শোধন করিবে। ৩২

শিরোদেশে ললাটে চ স্কন্ধয়োর্ভ্রূ-প্রদেশকে।
বাহ্বোঃ পার্শ্বদ্বয়ে দেবি কণ্ঠদেশে হৃদি প্রিয়ে।
শ্রুতিযুগ্মে পৃষ্ঠদেশে নাভৌ তুণ্ডে মহেশ্বরি ॥ ৩৩
কূর্পরাদ্বাহুপর্য্যন্তং কক্ষে গ্রীবাসু পার্ব্বতি।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়েৎ দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৪
মধ্যমানামিকাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠেন তিলকং ততঃ[১]।
তিলকং তিস্ররেখা স্যাৎ রেখানাং নবধা মতঃ।
পৃথিব্যগ্নিস্তথা শক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ৩৫
দেবঃ প্রথমরেখায়াং ভক্ত্যা তে পরিকীর্ত্তিতঃ।
নভস্বাংশ্চৈব[২] সুভগে দ্বিতীয়া চৈব দেবতা।
পরমাত্মা শিবো দেবস্তৃতীয়ায়াশ্চ দেবতা।
এতান্নিত্যং নমস্কৃত্য ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়েৎ যদি ॥ ৩৬
মহেশ্বর-ব্রতমিদং কৃত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বনস্থো বা যতিস্তথা ॥ ৩৭

মস্তকে, ললাটে, স্কন্ধে, ভ্রূপ্রদেশে, দুই বাহুতে, দুই পার্শ্বে, কণ্ঠদেশে ও হৃদয়ে হে মহেশ্বরি! দুই কর্ণে, পৃষ্ঠদেশে, নাভিতে, মুখে, কনুই থেকে বাহু পর্য্যন্ত ও কক্ষে। হে পার্বতি! উক্ত প্রকারে সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করা বিধেয়। এ বিষয়ে আর আমার কিছু বলিবার নেই। ৩৩-৩৪

সেই সঙ্গে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা তিলকও করিতে হয়। তিলক করিতে হইলে তিনটি রেখা করিতে হয়, আর নয়টি রেখা তন্ত্রবিদ্‌গণের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। উহা তিন দেবের প্রতীক—পৃথিবী, অগ্নি ও শক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি মহেশ্বর। ৩৫

প্রথম রেখার দেবতা মহাদেব ; দ্বিতীয় রেখার দেবতা নভস্বান্ এবং তৃতীয় রেখার দেবতা পরমাত্মারূপী শিব। এঁদের নমস্কার করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ৩৬

এই মাহেশ্বর ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ হইয়া যায়। যে কেহই হউক—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী। ৩৭

১। তথা। ২। নমস্বাংশ্চৈব।

মহাপাতক-সংঘাতৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ।
তথান্যক্ষত্রবিট্‌শূদ্রা-স্ত্রীহত্যাদিষু পাতকৈঃ ॥ ৩৮
বীর-ব্রাহ্মণ-হত্যাভ্যাং মুচ্যতে সুভগেশ্বরি ।
অমন্ত্রেণাপি যঃ কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বা চ মহিমোন্নতিম্ ॥ ৩৯
ত্রিপুণ্ড্র-ভাল-তিলকো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ।
পরদ্রব্যাপহরণং পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ৪০
পরিনন্দা পরক্ষেত্র-হরণং পরপীড়নম্ ।
অসত্য-বাক্য-পৈশুন্যং পারুষ্যং দেববিক্রয়ম্ ॥ ৪১
কূটসাক্ষ্যং ব্রতত্যাগং কৈতবং নীচসেবনম্ ।
গো-মৃগাণাং হিরণ্যস্য তিল-কম্বল-বাসসাম্ ॥ ৪২
অন্ন-ধান্য-কুশাদীনাং নীচেভ্যোঽপি পরিগ্রহম্ ।
দাসীবেশ্যাসু কৃষ্ণাসু বৃষলীসু নটীসু চ ॥ ৪৩
রজস্বলাসু কন্যাসু বিধবাসু চ সঙ্গমে ।
মাংস-চর্ম্ম-রসাদীনাং লবণস্য চ বিক্রয়ম্ ॥ ৪৪

উক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মহাপাতক সঙ্ঘাত হইতে মুক্ত হইতে পারে। সকল প্রকার পাতক হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ও যে কোন স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাতক হইতেও মুক্তিপ্রাপ্তি হইতে পারে। ৩৮

হে সুভগেশ্বরি! ভস্মধারণের মহিমা জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীতও যে ব্যক্তি ভস্ম ধারণ করে, তাহার বীর ও ব্রাহ্মণ হত্যা হইতেও মুক্তি-প্রাপ্তি হইতে পারে। ৩৯

ললাটে যাঁহার ত্রিপুণ্ড্র তিলক শোভিত, তিনি সর্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হন; এমনকি, পরদ্রব্যের অপহরণ ও পরস্ত্রীগমনজনিত পাপ হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়। ৪০

পরনিন্দা, অপরের ক্ষেত্রহরণ, পরপীড়ন, অসত্য ও কঠোর বাগ্‌ব্যবহার, পিশুনতা এবং দেববিক্রয়। ৪১

কূটসাক্ষ্য, ব্রতত্যাগ, খলতা, নীচ ব্যক্তির সেবা, গো-মৃগ, সুবর্ণ, তিল, কম্বল ও বস্ত্র, অন্ন, ধান্য এবং কুশ প্রভৃতির নিম্নস্তরের ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ। দাসী, বেশ্যা, কৃষ্ণা, বৃষলী, নটী, রজস্বলা কন্যা ও বিধবার সঙ্গে সঙ্গম। মাংস, চর্ম, রস প্রভৃতির এবং লবণের বিক্রয়—এইসকল পাপ হইতেও মুক্তি লাভ হয়। ৪২-৪৪

এবং রূপাণ্যসংখ্যানি পাপানি বিবিধানি চ।
সদ্য এব বিনশ্যন্তি ত্রিপুণ্ড্রস্য চ ধারণাৎ॥ ৪৫
শিব-দ্রব্যাপহরণাৎ শিবনিন্দাঞ্চ কুত্রচিৎ।
নিন্দায়াঃ শিবভক্তানাং প্রায়শ্চিত্তৈর্ন শুদ্ধ্যতি॥ ৪৬
ত্রিপুণ্ড্রং শিরসা ধৃত্বা তৎক্ষণাদেব শুদ্ধ্যতি।
দেব-দ্রব্যাপহরণে ব্রহ্মস্ব-হরণেন চ॥ ৪৭
কুলান্যগ্নয় এবাত্র বিনশ্যন্তি সদাশিবে।
মহাদেবি মহাভাগে ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ।
কুলরক্ষা ভবত্যস্মাৎ ত্রিপুণ্ড্রস্য চ সেবনাৎ॥ ৪৮
রুদ্রাক্ষং যস্য দেহেষু ললাটেষু[১] ত্রিপুণ্ড্রকম্।
যদি স্যাৎ স চ চাণ্ডালঃ সর্ব্ব-বর্ণোত্তমোত্তমঃ॥ ৪৯
যানি তীর্থানি লোকেঽস্মিন্ গঙ্গাদ্যা সরিতশ্চ যাঃ।
স্নাতো ভবতি সর্ব্বত্র যল্ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৫০
সপ্ত-কোটি-মহামন্ত্রা উপ-মন্ত্রাস্তথৈব চ।
শ্রীবিষ্ণোঃ কোটি-মন্ত্রশ্চ কোটি-মন্ত্রঃ শিবস্য চ।
তে সর্ব্বে তেন জপ্তা চ যো বিভর্ত্তি ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৫১

এইপ্রকার সকলপ্রকার অসংখ্য বিবিধ পাপ ত্রিপুণ্ড্র ধারণের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিবদ্রব্যাপহরণ অথবা কোনস্থলে শিবনিন্দার আচরণ বা শিব-ভক্তের নিন্দার দ্বারা যে পাপ হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হয় না। ৪৫-৪৬

দেবতার দ্রব্যাপহরণ ও ব্রহ্মস্বহরণ হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, উহা মস্তকে ত্রিপুণ্ড ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৭

হে সদাশিবে! হে মহাদেবি! হে মহাভাগে। ব্রাহ্মণদিগকে অপমান করিলে এই জন্মেই অপমানকারীর বংশ বিনাশপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিলে কুলরক্ষা হইয়া থাকে। যাহার শরীরে রুদ্রাক্ষ এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্র থাকে সে চণ্ডাল হইলেও সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ। ৪৮-৪৯

যাহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্র শোভায়মান হয়, সে এই মর্ত্তলোকে স্থিত যাবতীয় তীর্থ এবং গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদীতে কৃতস্নানের তুল্য। ৫০

১। ললাটস্য।

সহস্রং পূর্ব্বজাতানাং সহস্রং চ জনিষ্যতাম্ ।
স্ববংশজাতান্ মর্ত্ত্যানাং উদ্ধরেৎ যস্ত্রিপুণ্ড্রকৃৎ[১] ॥ ৫২
ষড়ৈশ্বর্য্য-গুণোপেতঃ প্রাপ্য দিব্য-বপুস্ততঃ ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রী-শতসেবিতঃ ॥ ৫৩
বিদ্যাধরাণাং সিদ্ধানাং গন্ধর্ব্বাণাং মহৌজসাম্ ।
ইন্দ্রাদি-লোকপালানাং লোকেষু চ যথাক্রমম্ ॥ ৫৪
ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলং প্রদেশানাং পুরেষু চ ।
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্র কল্পাযুতং বসেৎ ॥ ৫৫
বিষ্ণুলোকে চ রমতে আব্রহ্মণঃ শতায়ুষম্ ।
শিবলোকং ততঃ প্রাপ্য রমতে কালমক্ষয়ম্ ॥ ৫৬
শিব-সাযুজ্যমাপ্নোতি ন স ভূয়োঽপি জায়তে ।
শৈবে বিষ্ণৌ চ সৌরে চ গাণপত্যেষু পার্ব্বতি ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকে তাহার, শ্রীবিষ্ণুর কোটি মহামন্ত্র ও উপমন্ত্র এবং শিবেরও কোটি মহামন্ত্র উপমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫১

সহস্র পুরুষ পূর্ববর্ত্তী এবং সহস্র পুরুষ পরবর্তী যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহাদের সকলকেই ললাটে ধৃত ত্রিপুণ্ড্র উদ্ধার করিতে সমর্থ। ৫২

অণিমা, মহিমা, লঘিমা প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া, দিব্য শরীর ধারণ করিয়া এবং দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, শত শত দেবাঙ্গনা কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। ৫৩

বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং মহাতেজস্বী ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদিগের লোকে যথাক্রমে। ৫৪

যথেচ্ছ ভোগ করিয়া, অযুত কল্প পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। ৫৫

ব্রহ্মার শতায়ু পর্য্যন্ত বিষ্ণু লোকে রমণ করেন এবং অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৫৬

হে পার্বতি! শৈব, বৈষ্ণব, সৌর অথবা গাণপত্য—যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত

১। স্ববংশজাতানাং মর্ত্ত্যানাং উদ্ধরেৎ যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।

শক্তিরূপা চ যা গৌঃ স্যাৎ তস্যা গোময়-সম্ভবম্ ।
ভস্ম তেষু মহেশানি বিশিষ্টং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৮
শৈবোঽপি চ বরারোহে সাগুণ্যং বরবর্ণিনি ।
শক্তৌ প্রশস্তমোক্ষং হি ভস্ম যৌবন-জীবনে ॥ ৫৯
অন্যেষাং গো-করীষেণ ভস্ম শক্ত্যাদিকেষ্বপি ।
সামান্যমেতৎ সুশ্রোণি বিশেষং শৃণু মৎপ্রিয়ে ॥ ৬০
করীষ-ভস্মাদনঘে হৌমং ভস্ম মহাফলম্ ।
হোম-ভস্মাৎ কোটিগুণং বিষ্ণু-যোগং মহেশ্বরি ॥ ৬১
শিব-হোমং তদ্দ্বিগুণং তস্মাত্তু শৃণু সুন্দরি ।
স্বীয়েষ্ট-দেবতা-হোম-মনন্তং প্রিয়বাদিনি ॥ ৬২
তন্মাহাত্ম্যমহং বক্তুং বক্ত্র-কোটিশতৈরপি ।
ন সমর্থো যোগমার্গে কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৬৩

হউক না কেন শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি আর এ সংসারে জন্ম-গ্রহণ করেন না। ৫৭

গাভী শক্তি স্বরূপা, তাহা হইতে উৎপন্ন গোময়জাত ভস্মও বিশিষ্ট শক্তি-উৎপাদক—হে মহেশানি। ইহা তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৮

হে বরবর্ণিনি বরারোহে। শৈবগণও সাগুণ্য লাভ করেন। শাক্তদের পক্ষে তো ভস্ম যৌবন ও জীবনে প্রশস্ত মোক্ষপ্রদ। ৫৯

ভস্মধারণ বিশেষতঃ গোময়ের দ্বারা নির্মিত ভস্ম অন্য ব্যক্তির পক্ষেও হিতকর—ইহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। হে সুশ্রোণি! মৎপ্রিয়ে! এইবার বিশেষরূপে বলিব, তাহা শ্রবণ কর। ৬০

হে অনঘে! করীষ অর্থাৎ ঘুঁটের ভস্মের অপেক্ষা হোম করিয়া যে ভস্ম হইয়া থাকে, তাহা মহাফলপ্রদ। হে মহেশ্বরি! হোমভস্মের অপেক্ষাও কোটিগুণ বিষ্ণুযোগ এবং শিবের উদ্দেশ্যে হোম করিলে যে ভস্ম হইয়া থাকে, উহা পূর্বোক্ত ভস্মের অপেক্ষা দ্বিগুণ ফলপ্রদ। হে সুন্দরি! সেই কারণে উহার প্রক্রিয়া শ্রবণ কর। হে প্রিয়বাদিনি। স্বীয় ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিলে যে ভস্ম নির্মিত হয়, উহা অনন্ত ফলপ্রদ। ৬১-৬২

শতকোটি মুখের দ্বারাও উহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে অক্ষম। যোগমার্গের কথা আর কি বলিব? ৬৩

হোমঃ কলিযুগে দেবি জম্বূ-দ্বীপস্থ বর্ষকে।
ভারতাখ্যে মহাকালি দশাংশং ক্রমতঃ শিবে ॥ ৬৪
নাস্তিকাস্তে মহামোহে কেবলং হোমমাচরেৎ।
লক্ষম্বাপ্যযুতম্বাপি সহস্রম্বা বরাননে ॥ ৬৫
অষ্টাধিক-শতম্বাপি কাম্যহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিত্যহোমঞ্চ কর্ত্তব্যং শক্ত্যা চ পরমেশ্বরি ॥ ৬৬
প্রজপেন্নিত্য-পূজায়ামষ্টোত্তর-সহস্রকম্।
অষ্টোত্তর-শতং বাপি অষ্ট-পঞ্চাশতং চরেৎ ॥ ৬৭
অষ্টত্রিংশৎ-সংখ্যকম্বা অষ্টাবিংশতিমেব চ।
অষ্টাদশ দ্বাদশঞ্চ দশাষ্টৌ চ বিধানতঃ ॥ ৬৮
হোমঞ্চৈব মহেশানি এতৎসংখ্যা-বিধানতঃ।
এবং সর্বত্র দেবেশি নিত্য-কর্ম-মহোৎসবঃ ॥ ৬৯
ইত্থং প্রকারং যৎ ভস্ম অঙ্গে সংলিপ্য সাধকঃ।
মালাঞ্চৈব মহেশানি নরাস্থ্যদ্ভুত-পূজিতম্ ॥ ৭০

হে দেবি! কলিযুগে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষে হে মহাকালি শিবে! ক্রমশঃ দশাংশ ফললাভ হইয়া থাকে। ৬৪

হে মহামোহে! যাহারা নাস্তিক, তাহারা কেবল হোমের অনুষ্ঠান করিবে। হে বরাননে! সেই হোম লক্ষ অযুত অথবা সহস্রও হইতে পারে। ৬৫

কোন কামনার উদ্দেশ্যে যে কাম্য হোম তাহা অষ্টোত্তরশত করিলেও চলিবে। হে পরমেশ্বরি! শক্তি অনুসারে নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ৬৬

নিত্যপূজাকালে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে অষ্টোত্তর শত, অষ্টোত্তর পঞ্চাশৎ, অষ্টত্রিংশৎ অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক জপ করিবে। অষ্টাদশ, দ্বাদশ, দশ অথবা অষ্টসংখ্যক জপ ন্যূনপক্ষে অবশ্যই করিবে। ৬৭-৬৮

হে মহেশানি! জপের সংখ্যা অনুসারে হোমও করিবে। হে দেবেশি! এইভাবে সর্বত্র নিত্যকর্মরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। ৬৯

উক্ত প্রকারে হোম করিলে যে ভস্ম নির্মিত হয়, সেই ভস্ম সাধক নিজের অঙ্গে লেপন করিয়া মালা ধারণ করিবে। ৭০

গলে দত্ত্বাদ্বরারোহে শক্তশ্চেৎ দিব্যনাসিকে।
রুদ্রাক্ষ-মাল্যং সংধার্য্যং ততঃ শৃণু মম প্রিয়ে ॥ ৭১
এবং কৃত্বা তয়া সার্দ্ধং পিতৃ-ভূমৌ স্থিতং ময়া।
সুভগে শৃণু সুশ্রোণি রুদ্রাক্ষং পরমং পদম্ ॥ ৭২
সর্ব্বপাপ-ক্ষয়করং রুদ্রাক্ষং ব্রহ্মণীশ্বরি।
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা নীচা নীচতরোঽপি বা ॥ ৭৩
রুদ্রাক্ষং ধারয়েৎ যস্তু মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
রুদ্রাক্ষ-ধারণং পুণ্যং কৈবল্য-সদৃশং ভবেৎ ॥ ৭৪
মহাব্রতমিদং পুণ্যং ত্রিকোটি-তীর্থ-সংযুতম্।
সহস্রং ধারয়েৎ যস্তু রুদ্রাক্ষাণাং শুচিস্মিতে ॥ ৭৫
তং নমন্তি সুরাঃ সর্ব্বে যথা রুদ্রস্তথৈব সঃ।
অভাবে তু সহস্রস্য বাহ্বোঃ ষোড়শ ষোড়শঃ ॥ ৭৬
একং শিখায়াং কবচয়োর্দ্দশ দ্বাদশ ক্রমাৎ।
দ্বাত্রিংশৎ কণ্ঠদেশে তু চত্বারিংশৎ শিরে তথা ॥ ৭৭

হে দিব্যনাসিকে। সামর্থ্য থাকিলে নরাস্থির মালা ধারণ করিবে। নরাস্থি মাল্য ধারণ করার পর গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও ধারণ করিবে। ৭১

হে প্রিয়ে! এই প্রকার মালা ধারণ করিয়া আমি তোমার সহিত শ্মশানে নিবাস করিয়া থাকি। হে সুশ্রোণি। হে সুভগে! রুদ্রাক্ষ হইল সাধকের পরম পদ। ৭২

হে ব্রহ্মণীশ্বরি! রুদ্রাক্ষ হইল সকলপ্রকার পাপক্ষয়কারী। অভুক্ত অবস্থায়, ভুক্তাবস্থায় যে কোন অবস্থায় হউক না কেন নীচ এবং নীচ হইতেও অতি নীচ ব্যক্তি। ৭৩

রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রুদ্রাক্ষ ধারণ অত্যন্ত পুণ্য কর্ম, ইহা ধারণ করিলে কৈবল্যপ্রাপ্ত সদৃশ হইয়া যায়। ৭৪

ইহা ত্রিকোটি তীর্থ পর্য্যটন-সদৃশ মহাব্রত। হে শুচিস্মিতে! যে সাধক সহস্রসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহাকে দেবগণও নমস্কার করিয়া থাকেন। কারণ তাহাতে ও রুদ্রে কোন ভেদ থাকে না। সহস্রের অভাবে দুই বাহুতে ষোড়শ ষোড়শ করিয়া, একটি শিখাতে, দ্বাদশ দ্বাদশ কবচে, কণ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) এবং মস্তকে চত্বারিংশৎ (৪৪) ধারণ করিবে। ৭৫-৭৭

উভয়োঃ কর্ণয়োঃ ষট্ ষট্ হৃদি অষ্টোত্তরং শতম্ ।
যো ধারয়তি রুদ্রাক্ষান্ রুদ্রবৎ স চ পূজিতঃ ॥ ৭৮
মুক্তা-প্রবাল-স্ফটিকৈঃ সূর্য্যেন্দু-মণি-কাঞ্চনৈঃ ।
সমেতান্ ধারয়েৎ যস্তু রুদ্রাক্ষান্ শিব এব সঃ ॥ ৭৯
কেবলানপি রুদ্রাক্ষান্ যো বিভর্ত্তি বরাননে ।
তং ন স্পৃশন্তি পাপানি তিমিরাণীব ভাস্করঃ ॥ ৮০
রুদ্রাক্ষমালয়া জপ্তো মন্ত্রোঽনন্ত-ফলপ্রদঃ ।
যস্যাঙ্গে নাস্তি রুদ্রাক্ষং একোঽপি বরবর্ণিনি ।
তস্য জন্ম নিরর্থং স্যাৎ ত্রিপুণ্ড্র-রহিতং যথা ॥ ৮১
রুদ্রাক্ষং মস্তকে বদ্ধা শির-স্নানং করোতি যঃ ।
গঙ্গাস্নান-ফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২
রুদ্রাক্ষং পূজয়েৎ যস্তু বিনা তোয়াভিষেচনৈঃ ।
যৎ ফলং শিব-পূজায়াং তদেবাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৩

ষট্ ষট্ ছয়টি ছয়টি করিয়া দুইকর্ণে এবং হৃদয়ে অষ্টোত্তর শত (১০৮)। যে সাধক উক্তসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে জগতে রুদ্রের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। ৭৮

মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক, সূর্য্যকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি অথবা সুবর্ণের দ্বারা গ্রথিত রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি ধারণ করে সে সাক্ষাৎ শিব। ৭৯

হে বরাননে। যে সাধক কেবল রুদ্রাক্ষও ধারণ করে, তাহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৮০

রুদ্রাক্ষের মালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে অনন্ত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে বরবর্ণিনি। যাহার অঙ্গে একটিও রুদ্রাক্ষ থাকে না, তাহার জন্মই নিরর্থক যেমন ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিলে। ৮১

মস্তকে রুদ্রাক্ষ বন্ধন করিয়া যে ব্যক্তি শিবের স্নান করিয়া থাকে, তাহার গঙ্গাস্নানের তুল্য ফললাভ হইয়া যায়, ইহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ৮২

যে ব্যক্তি জলের অভিষেকের দ্বারা রুদ্রাক্ষের পূজা করে তাহার শিবপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। ৮৩

একবক্ত্রৈঃ পঞ্চবক্ত্রৈস্ত্রয়োদশ-মুখৈস্তথা ।
চতুর্দ্দশ-মুখৈর্জ্জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮৪
কিং বহূক্ত্যা বরারোহে কৃত্বা গতিকমদ্ভুতম্ ।
রুদ্রাক্ষং যত্নতো ধৃত্বা শিব এব স সাধকঃ ॥ ৮৫
ভস্মনা তিলকং কৃত্বা পশ্চাৎ রুদ্রাক্ষ-ধারণম্ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা সংকল্প্যোপাস্য সাধকঃ ॥ ৮৬
মূলমন্ত্র-সিদ্ধিকামঃ কুর্য্যাচ্চ বর্ণ-পূজনম্ ।
ষট্‌ত্রিংশৎ-বর্ণ-মালার্চ্চা বিস্তারোন্নতি-শালিনি ॥ ৮৭
বিলিপ্য চন্দনং শুদ্ধং সর্ব্ববর্ণাত্মকে ঘটে ।
সর্ব্বাবয়-সংযুক্তান্ বিলিখ্য মাতৃকাক্ষরান্ ॥ ৮৮
গুরুং সংপূজ্য বিধিবৎ ঘট-স্থাপনমাচরেৎ ।
পঞ্চাশন্মাতৃকা-বর্ণান্ পূজয়েৎ বিভব-ক্রমাৎ ॥ ৮৯
পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য ধ্যানং কৃত্বা প্রসন্নধীঃ ।
শুক্ল-বিদ্যুৎপ্রতীকাশাং দ্বিভুজাং লোল-লোচনাম্ ।
কৃষ্ণাম্বর-পরীধানাং শুক্ল-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ॥ ৯০

একটি মুখের দ্বারা, পঞ্চমুখের দ্বারা, ত্রয়োদশ মুখের দ্বারা অথবা চতুর্দশ মুখের দ্বারা জপ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮৪

(রুদ্রাক্ষ অনেক প্রকার—কাহারও একটি মুখ, কাহারও পাঁচটি মুখ, ১৩টি মুখ ও ১৪টি মুখ)।

হে বরারোহে! অনেক কথনের কোন প্রয়োজন নাই, যে সাধক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। ৮৫

ভস্মের তিলক ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে, তাহার পর সাধক প্রাণায়াম ও সঙ্কল্প করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবে। ৮৬

মূলমন্ত্রের সিদ্ধিলাভের কামনায় বর্ণমালার পূজা করা উচিত। হে বিস্তারোন্নতশালিনি! ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) বর্ণমালার পূজা করা বিধেয়। ৮৭

সর্ববর্ণাত্মক ঘটে বিশুদ্ধ চন্দন লেপন করিয়া সকল অবয়বযুক্ত মাতৃকাক্ষর লিখিবে। (ঘট বলিতে নিজের পঞ্চভূতাত্মক শরীরকেও বুঝায়, সুতরাং সর্ববর্ণাত্মক এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে মাতৃকাক্ষর লিখিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে)। ৮৮

বিধি অনুসারে গুরুপূজা করিয়া ঘটস্থাপন করিবে। অনন্তর অনুলোমক্রমে পঞ্চাশৎ (৫০) মাতৃকাবর্ণগুলির পূজা করিবে। ৮৯

প্রফুল্লবদনে পঞ্চোপচারে পূজা সমাপন করিয়া ধ্যান করিবে—বিদ্যুৎসদৃশ

নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কটাক্ষ-বিশিখোদ্দীপ্ত অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ৯১
মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ সত্ত্ব-স্বরূপিণীম্।
রক্ত-বিদ্যুৎপ্রতীকাশাং দ্বিভুজাং লোল-লোচনাম্ ॥ ৯২
শুক্লাম্বর-পরীধানাং কৃষ্ণ-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্।
নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলোকজ্জ্বলাম্ ॥ ৯৩
কটাক্ষ-বিশিখোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্।
মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ রজঃ-স্বরূপিণীম্ ॥ ৯৪
ভ্রমৎ-ভ্রমর-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং লোল-লোচনাম্।
রক্ত-বস্ত্র-পরীধানাং কৃষ্ণ-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ॥ ৯৫
নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কটাক্ষ-বিশিখোদ্দীপ্ত-ভ্রু-লতা-পরিসেবতাম্ ॥ ৯৬

ভাস্বর প্রকাশযুক্তা, চপলনয়না, দ্বিভুজা, কৃষ্ণাম্বর-পরিধানা এবং যিনি শুভ্র বসনের দ্বারা উত্তরীয় রচনা করিয়াছেন। ৯০

যিনি বিবিধ আভরণ-ভূষণের দ্বারা শোভায়মান, সিন্দূরের তিলকের দ্বারা যিনি উজ্জ্বল, কটাক্ষবাণের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্ত, যাঁহার লোচন অঞ্জনের দ্বারা চর্চিত। ৯১

যিনি সতত মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা, সত্ত্বস্বরূপিণী লোহিতবিদ্যুৎ সদৃশ যাঁহার প্রভা, দ্বিভুজা ও চপলনয়না। ৯২

যিনি শুক্লবস্ত্রপরিহিতা, কৃষ্ণবস্ত্রের দ্বারা যিনি উত্তরীয় করিয়াছেন, বিবিধ আভরণ ও ভূষণের দ্বারা যিনি শোভায়মান, যিনি সিন্দূর তিলকের দ্বারা উজ্জ্বল। ৯৩

কটাক্ষ বাণের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্ত, যাঁহার নয়ন অঞ্জনের দ্বারা চর্চিত, যিনি সতত মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা, এইরূপ রজঃস্বরূপিণীকে ধ্যান করিবে। ৯৪

ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরতুল্য যাঁহার বর্ণ, যিনি চপলনয়না এবং দ্বিভুজা, যিনি রক্ত-বস্ত্র পরিহিতা এবং যাঁহার স্কন্ধে কৃষ্ণবসনে উত্তরীয় শোভায়মান। ৯৫

যিনি নানাপ্রকার আভরণ-ভূষণের দ্বারা বিরাজমান, সিন্দূরের দ্বারা রচিত তিলকোজ্জ্বলা, যিনি কটাক্ষ বিশিখের দ্বারা উদ্দীপ্ত, বৃক্ষের শাখা ও লতাদ্বারা যিনি পরিসেবিতা। ৯৬

মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েত্তমঃ-স্বরূপিণীম্ ।
ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং দত্ত্বা ত্রিগুণাং পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯৭
ওঁ অঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
আদি-ধ্যানেন সুভগে যজেৎ সত্ত্ব-ময়ীং পরাম্ ॥ ৯৮
ওঁ কঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাদ্যাদিভির্যজেৎ ।
ক্রমাৎ সপ্তদশার্ণং হি দ্বিতীয়ং ধ্যানমাচরন্ ॥ ৯৯
ওঁ দঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাদ্যাদিভির্যজেৎ ।
ক্রমাৎ সপ্ত-দশার্ণং হি তৃতীয়ং ধ্যানমাচরন্ ॥ ১০০
এবং ক্রমেণ পঞ্চাশৎ-বর্ণং হি পরিপূজয়েৎ ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে পঞ্চাশদ্বর্ণপূজনম্ ॥ ১০১
বর্ণানাং পূজনাৎ ভদ্রে দেব-পূজা প্রজায়তে ।
অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধীনাং পূজা স্যাৎ বর্ণ-পূজনাৎ ॥ ১০২
সপ্ত-কোটি-মহাবিদ্যা উপবিদ্যা তথৈব চ ।
শ্রীবিষ্ণোঃ কোটি-মন্ত্রশ্চ কোটি-মন্ত্রঃ শিবস্য চ ॥ ১০৩

যিনি মন্ত্রসিদ্ধিদায়িনী, যিনি তমস্‌স্বরূপিণী এইরূপ বর্ণমালাকে ধ্যান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পূজা করিবে। ৯৭

ওঁ অঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদ্যের দ্বারা পূজা করিয়া হে সুভগে! প্রথম ধ্যানের দ্বারা সত্ত্বময়ী বর্ণমালার যাগ করিবে। ৯৮

ওঁ কঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া যথাক্রমে সপ্তদশবর্ণের দ্বিতীয় ধ্যান করিবে। ৯৯

ওঁ দঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজন করার অনন্তর যথাক্রমে সপ্তদশ বর্ণের তৃতীয় ধ্যান করিবে। ১০০

এই ক্রমে পঞ্চাশৎ (৫০) বর্ণের পূজন করিবে। হে ভদ্রে! পঞ্চাশৎ বর্ণের পূজাবিধি তোমায় বলিলাম। ১০১

হে ভদ্রে! বর্ণমালার পূজা করিলে দেবপূজা করা হয়। বর্ণমালার পূজার দ্বারা অণিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিরও পূজা হইয়া থাকে। ১০২

সপ্তকোটি মহাবিদ্যা, উপবিদ্যা, শ্রীবিষ্ণুর কোটি মন্ত্র এবং শিবের কোটি মন্ত্র। ১০৩

পূজনাৎ পূজিতং সর্ব্বং বর্ণানাং সিদ্ধি-দায়কম্ ।
প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা সহস্রং কুণ্ডলী-মুখে ॥ ১০৪
মূলবিদ্যাং ততো ভদ্রে সহস্র-যুগলং জপেৎ ।
ততস্তু সুভগে মাতর্জ্জপেচ্চ দীপনী-পরাম্ ॥ ১০৫
আদৌ গায়ত্রীমুচ্চার্য্য মুল-মন্ত্রং ততঃ পরম্ ।
প্রণবঞ্চ ততো ভীমে ত্রয়াণাং সহযোগতঃ ॥ ১০৬
সদৈবেনাং মহেশানি দীপনীং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
এতামপি সহস্রঞ্চ প্রজপেৎ কুণ্ডলী-মুখে ॥ ১০৭
প্রণবাদৌ জপেদ্বিদ্যাং গায়ত্রীং দীপনীং পরাম্ ।
গায়ত্রীং শৃণু বক্ষ্যামি অঁ ঙঁ ঞঁ ণঁ নঁ মঁ মে প্রিয়ে ॥ ১০৮
ষড়ক্ষরমিদং মন্ত্রং গায়ত্রী সমুদীরিতম্ ।
অস্যাশ্চ ফলমাপ্নোতি তদৈব বর্ণিনি ॥ ১০৯

সকলবর্ণের পূজা করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মন্ত্রগুলিরও পূজা হইয়া থাকে। প্রথমে কুণ্ডলিনীর মুখে এক সহস্র প্রণাম (ওঁ) উপহার করিবে। ১০৪

ইহার পর দুই সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। হে সুভগে! তাহার পর উৎকৃষ্ট যে দীপনীসংজ্ঞক মন্ত্র, উহার জপ করিবে। (দীপনী কাহাকে বলে ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে)। ১০৫

প্রথমে গায়ত্রীর উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। হে ভীমে! পরে প্রণব মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবে। গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও প্রণব—এই তিনটির একসঙ্গে মিলাইয়া জপ করিবে। ১০৬

হে মহেশানি! উক্তপ্রকারে তিনটির—গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও প্রণবের একসঙ্গে মিলিতভাবে জপ করাকে দীপনী বলা হয়। কুণ্ডলীর মুখে একসহস্র দীপনীর জপ করিবে। ১০৭

প্রণবের আদিতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীপনী বিদ্যার জপ করিবে। এইবার গায়ত্রী কাহাকে বলে শোন। হে প্রিয়ে! অং ঙং ঞং ণং নং মং—ইহা হইল গায়ত্রী মন্ত্র। ১০৮

উক্ত ষড়ক্ষরের মন্ত্রকে গায়ত্রী বলা হয়। হে বর্ণিনি! এই গায়ত্রী জপের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। ১০৯

স্মরণং কুণ্ডলীমধ্যে মনসী উন্মনী সহ।
সহস্রারে কর্ণিকায়াং চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যগাম্ ॥ ১১০
সর্ব্ব-সংকল্প-রহিতা কলা সপ্তদশী ভবেৎ।
উন্মনী নাম তস্য হি ভব-পাশ-নিকৃন্তনী ॥ ১১১
উন্মন্যা সহিতো যোগী ন যোগী উন্মনীং বিনা।
বুদ্ধিমঙ্কুশ-সংযুক্তামুন্মনীং কুসুমান্বিতাম্ ॥ ১১২
উন্মনীঞ্চ মনোবর্ণং স্মরণাৎ সিদ্ধি-দায়িনীম্।
স্মরতে কুণ্ডলী-যোগাদমৃতং রক্ত-রোচিষম্ ॥ ১১৩
উন্মনী-কুসুমং তত্তু জ্ঞেয়ং পরমদুর্লভম্ ॥১১৪
হংসং নিত্যমনন্ত-মধ্যম-গুণং স্বাধারতো নির্গতা,
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সমস্ত-জননী হস্তে গৃহীত্বা চ তম্।
বান্তী স্বাশ্রমমর্ক-কোটি-রুচিরা নামামৃতোল্লাসিনী,
দেবীং তাং গমনাগমৈঃ স্থির-মতির্ধ্যায়েৎ জগন্মোহিনীম্ ॥১১৫

কুণ্ডলিনীর মধ্যে উন্মনীসহ স্মরণ করিবে। সহস্রারে কর্ণিকার মধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডল বিরাজ করেন, সেই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিতা। ১১০

সকল প্রকার সঙ্কল্পশূন্য যে সপ্তদশী কলা, তাহাকেই উন্মনী বলা হয়। এই উন্মনী ভব-বন্ধন কর্তনকারিণী। ১১১

যিনি উন্মনী অবস্থায় বিরাজ করেন তিনিই যোগী, যাঁহার উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাঁহাকে যোগী বলা চলে না। পুষ্পিতা ও অঙ্কুশসংযুক্তা বুদ্ধি যে উন্মনী উহাতেই যুক্ত থাকিতে হয়। ১১২

সিদ্ধিদায়িনী উন্মনী এবং মন্ত্রবর্ণের স্মরণ করিয়া লোহিত কান্তি অমৃতের কুণ্ডলীযোগের দ্বারা স্মরণ করিবে। ১১৩

সেই উন্মনী পুষ্প হইল যোগিগণেরও পরম দুর্লভ। ১১৪

সকলের জননী কুণ্ডলিনীশক্তি যিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্তা, যিনি সর্বদা নামরূপ অমৃতের উল্লাস করিয়া থাকেন, যিনি নিজের আধার অর্থাৎ মূলাধার হইতে নির্গত হইয়া অনন্ত মধ্যমগুণ হংসকে বমন করিয়া থাকেন। সুষুম্নামার্গের দ্বারা সর্বদাই হং ও সঃ—এই দুইটি শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাসের আদান প্রদানপূর্বক শব্দ বাহির করিয়া থাকেন। এই হংসই জীবাত্মা। জগতের মোহনকারিণী এই কুণ্ডলিনী দেবীর অহোরাত্র ধ্যান করিবে। ১১৫

ইতি তে কথিতং ধ্যানং মৃত্যুঞ্জয়মনাময়ম্ ।। ১১৬
বিনা মনোন্মনী-মন্ত্রং বিনা ধ্যানং জপং বৃথা।
ততঃ সংকল্প্য ধ্যাত্বৈব মূলমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে ॥ ১১৭
গায়ত্রীমযুতং জপ্ত্বা তদর্দ্ধং প্রণবং জপেৎ।
দীপনং প্রণবস্যার্দ্ধং জপেৎ পঞ্চ-দিনাবধি ॥ ১১৮
শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশ-স্বরং প্রিয়ে।
নাদ-বিন্দু-সমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে ॥ ১১৯
মনৌ স্বাহা চ যা দেবী শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ ॥ ১২০
মন্ত্রোপ্যূহো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে।
গণপত্যাদৌ যৎ দত্তং বলিদানং দিনে দিনে ॥ ১২১
তেনৈব বলিনা ভদ্রে হবিষ্যং সম্মতং সদা।
শেষ ইষ্টং প্রপূজ্যাথ হবিষ্যাশী স্ত্রিয়া সহ ॥ ১২২

এই তোমাকে নীরোগই কারক মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যান কহিলাম। ১১৬

উন্মনীমন্ত্র ব্যতীত এবং ধ্যান ব্যতীত জপ করিলে সেই জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে, সুতরাং মূলমন্ত্রের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া অযুতসংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করিয়া উহার অর্দ্ধসংখ্যক প্রণবের জপ করিবে। প্রণবের অর্দ্ধসংখ্যক পাঁচদিন পর্য্যন্ত দীপনের জপ ক'রবে। ১১৭-১১৮

হে দেবি! শূদ্র ও স্ত্রীদিগের জন্য নাদ-বিন্দুসংযুক্ত চতুর্দশ স্বরই প্রণবের পরিবর্তে উচ্চারিত হইয়া থাকে। হে বরাননে! প্রণবের পরিবর্তে নাদ-বিন্দু-যোগ করিয়া চতুর্দশ স্বরের—অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ৯ঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ—এইভাবে জপ করা উচিত। ১১৯

মন্ত্রে স্বাহা উচ্চারণ শূদ্রও করিতে পারে ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে মহেশানি। হোমের অনুষ্ঠান কালে শূদ্রগণের স্বাহোচ্চারণ করিতে নাই। ১২০

বিষ বীজ অর্থাৎ প্রণব ব্যতীত শূদ্রের কাছে কোন মন্ত্রও নাই। প্রতিদিন গণেশের উদ্দেশ্যে যে বলিদান দেওয়া হয়। ১২১

সর্বদা-সেই বলিদানে দত্ত অন্নের দ্বারাই হবিষ্য করা তান্ত্রিকগণের সম্মত। অনন্তর ইষ্ট পূজা করিয়া পত্নীসহ হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবে। ১২২

জাপকস্য চ যন্মন্ত্রমেকবর্ণং ততঃ প্রিয়ে।
তস্য পত্নী শক্তিরূপা প্রত্যহং প্রজপেৎ যদি ॥ ১২৩
তদা ফলমবাপ্নোতি সাধকঃ শক্তি-সঙ্গতঃ।
শক্তিহীনে ভবেদ্দুঃখং কোটি-পুরশ্চরণেন কিম্ ॥ ১২৪
সাধকশ্চ হবিষ্যাশী সাধিকা তদ্বিবর্জিতা।
যথেচ্ছাভোজনং তস্যাস্তাম্বুল-পূরিতাননা ॥ ১২৫
নানাভরণ-বেশাঢ্যা ধূপামোদন-মোদিতা।
শিব-হীনা তু যা নারী দূরে তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১২৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

গায়ত্রী-জপকালে তু সাধিকা কিং জপেৎ প্রভো ॥ ১২৭

শ্রীশিব উবাচ—

গায়ত্রীমজপা-বিদ্যাং প্রজপেৎ যদি সাধিকা।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন ধ্যাত্বা কৃত্বা চ পূজনম্ ॥ ১২৮
মানসং পরমেশানি জপেত্তদ্গতমানসা।
ততঃ ষষ্ঠদিনং প্রাপ্য প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ১২৯

হে প্রিয়ে জপ কর্ত্তার যাহা এক বর্ণের মন্ত্র তাঁহার শক্তিরূপিণী পত্নীও প্রত্যহ সেই মন্ত্রের জপ করিবে। ১২৩

সাধকের শক্তিরূপা পত্নী যদি সেই একবর্ণ মন্ত্রের জপ করে তাহা হইলে সাধকও শক্তিসঙ্গবশতঃ ফল প্রাপ্তি করিয়া থাকেন। শক্তি না থাকিলে দুঃখ পাইতে হয় যাহা কোটি পুরশ্চরণের দ্বারাও খণ্ডিত হইতে পারে না। ১২৪

সাধকও হবিষ্যাশী হইবেন। সাধিকা উহা বর্জন করিবেন, অর্থাৎ হবিষ্যাশী হইবেন না। যথেচ্ছ ভোজন করিয়া তাম্বুলপূর্ণ মুখ করিয়া থাকিবেন। ১২৫

নানা আভরণ ও বেশভূষার দ্বারা সাজ সজ্জা করিয়া ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা সর্ব্বদা আমোদিতা হইবেন, শিবহীন নারীর সান্নিধ্য বর্জন করিবে। ১২৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে প্রভো। গায়ত্রী জপ করিবার সময় সাধিকা কোন মন্ত্রের জপ করিবে? ১২৭

শ্রীশিব বলিলেন—সাধিকা যদি অজপা গায়ত্রীর জপ করে ('হংসঃ' মন্ত্রকে অজপা বলা হয়) পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিয়া। ১২৮

কুঙ্কুমাগুরু-পঙ্কেন কস্তূরী-চন্দনেন চ।
কূর্ম্মবীজং লিখেৎ ভদ্রে অথবা শ্বেতচন্দনৈঃ ॥ ১৩০
তত্রাসনং সমাস্থায় বিশেৎ সাধকসন্নিধৌ।
এবং বিধায় সা সাধ্বী সাধকোঽপি প্রসন্নধীঃ ॥ ১৩১
সংকল্প্য বিধিনা ভক্ত্যা মূলমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে।
লক্ষং জপেৎ পুরশ্চর্য্যা-বিধৌ বিধি-বিধানতঃ ॥ ১৩২
তদ্বিধানং বদামীশে শ্রুত্বা ত্বমবধারয় ॥ ১৩৩
ওঁ ওঁ কঁ হুঁ ভঁ সঁ দেবি প্রাতঃস্নানোত্তরং পরম্।
দশধা প্রজপেন্মন্ত্রং জিহ্বা-শোধন-কারকম্ ॥ ১৩৪
ততশ্চ প্রজপেন্মন্ত্রং মৌনী মধ্যন্দিনাবধি।
তস্য বামে তস্য পত্নী তস্য একাক্ষরং জপেৎ ॥ ১৩৫
সাধকঃ শিব-রূপশ্চ সাধিকা শিব-রূপিণী।
অন্যোন্য-চিন্তনাচ্চৈব দেবত্বং জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৬

হে পরমেশানি! ইষ্টদেবতার প্রতি তদ্‌গত চিত্ত হইয়া মানস জপ করিবে এবং তাহার পর ষষ্ঠ দিনে প্রাতঃস্নান করিবে। ১২৯

হে ভদ্রে! কুঙ্কুম ও অগুরু, কস্তূরী ও চন্দনের দ্বারা অথবা কেবল শ্বেত চন্দনের দ্বারা প্রথমে কূর্ম-বীজ লিখিতে হয়। ১৩০

সেই সাধ্বী সাধিকা সেস্থলে আসন স্থাপন করিয়া সাধক সান্নিধ্যে উপবেশন করিবে এবং সাধকও প্রসন্ন বদনে অঙ্গীকার করিবে। ১৩১

মূলমন্ত্রের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া বিধিপূর্বক পুরশ্চরণ বিধিতে একলক্ষ জপ করিবে। হে ঈশে! উহার বিধান আমি বলিতেছি, তুমি তাহার শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। ১৩২-১৩৩

হে দেবি! পূর্বে প্রাতঃস্নান করিবে। তাহার পর জিহ্বাশোধনকারী ওঁং ওঁং কং হুং ভং সং—এই মন্ত্রটির দশবার জপ করিবে। ১৩৪

তাহার পর মধ্য দিবস পর্যন্ত মৌনী থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে। সাধকের বামভাগে স্থিতা পত্নীও একাক্ষর মন্ত্রের জপ করিবে। ১৩৫

সাধক শিবস্বরূপ এবং সাধিকা হইলেন শক্তিস্বরূপিণী। পরস্পর পরস্পরের চিন্তন করিলে অবশ্যই দেবত্বলাভ হইয়া থাকে। ১৩৬

আদাবন্তে চ প্রণবং দত্ত্বা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
দশধা বা সপ্তদশং জপ্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তু সঃ ॥ ১৩৭
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি।
এবং হি প্রত্যহং কুর্য্যাৎ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে ॥ ১৩৮
দ্বিতীয়-প্রহরাদূর্দ্ধং নিত্য-পূজাদিকং চরেৎ।
স্নানং কৃত্বা ততো ধীমান্ হবিষ্যং বুভুজে ততঃ।
তৎপত্নী শক্তি-রূপা চ পতিব্রত্য-পরায়ণা।
তস্যা চেচ্ছা ভবেৎ যেষু বুভুজে পানভূষিতা[১] ॥ ১৩৯
দশদণ্ড-গতে রাত্রৌ শয্যায়াং প্রজপেন্মনুম্।
তাম্বূল-পূরিত-মুখো ধুপামোদেন মোদিতঃ ॥ ১৪০
বামে শ্রীশক্তি-রূপা চ জপেচ্চ সাধকাক্ষরম্।
দক্ষিণে সাধকঃ সিদ্ধো দিবা-মানে জপেন্মনুম্ ॥ ১৪১
আদ্যন্ত-গোপনং কৃত্বা প্রত্যহং প্রজপেৎ যদি।
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি প্রকাশাদ্ধানিরেব চ ॥ ১৪২

সাধক মূলমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব যুক্ত করিয়া জপ করিবে। সাধক প্রথমে দশবার অথবা সপ্ত-দশবার জপ করিয়া প্রধান জপ আরম্ভ করিবে। ১৩৭

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যহ যতক্ষণ লক্ষসংখ্যক জপ পূর্ত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জপ করিতে হইবে। ১৩৮

দ্বিতীয় প্রহরের উর্দ্ধে নিত্যপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। বুদ্ধিমান সাধক স্নান করিয়া হবিষ্য ভোজন করিবে। শক্তিস্বরূপা পাতিব্রত্য-পরায়ণা সাধকপত্নীও কারণ পান করিয়া যেরূপ ভোজনে স্পৃহা হয় সেইরূপ ভোজন করিবে। ১৩৯

দশদণ্ড রাত্রি ব্যতীত হইলে পর তাম্বুলপূর্ণ মুখ হইয়া এবং ধূপের সুগন্ধের দ্বারা আমোদিত হইয়া শয্যায় বসিয়া মন্ত্রজপ করিবে। ১৪০

সাধকের বামভাগে শক্তিরূপিণী পত্নী নিবিষ্ট চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে আর দক্ষিণভাগে সাধক নিজেই মন্ত্রজপ করিবে। ১৪১

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত গোপন রাখিয়া সাধক যদি প্রত্যহ মন্ত্রজপে রত

১। পদভূষিতা।

মাতৃকা-পুটিতং কৃত্বা চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিতম্ ।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রমনুলোম-বিলোমতঃ ॥ ১৪৩
জপাদৌ সুভগে প্রৌঢ়ে প্রত্যহং প্রজপেন্মনুম্ ।
তেন হে সুভগে মাতঃ পুরশ্চরণমীরিতম্ ॥ ১৪৪
সমাপ্তে পুরশ্চরণে গুরুদেবং প্রপূজয়েৎ ।
তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রো গুরুদেবস্য পূজনাৎ ॥ ১৪৫
জম্বুদ্বীপস্য বর্ষে চ কলিকালে চ ভারতে ।
দশাংশং বর্জয়েৎ ভদ্রে নাস্তি হোমঃ কদাচন ॥ ১৪৬
দশাংশং ক্রমতো দেবি পঞ্চাঙ্গং বিধিনা কলৌ ।
নাচরেৎ কুত্রচিন্মন্ত্রী পুরশ্চর্য্যাবিধিং শুভে ॥ ১৪৭
ভ্রমাৎ যদি মহেশানি কারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
সিদ্ধিহানির্মহানিষ্টং জায়তে ভারতেঽনঘে ॥ ১৪৮
দশাংশং জায়তে পূর্ণং গুরুদেবস্য পূজনাৎ ।
অতএব মহেশানি ভক্ত্যা গুরুপদং যজেৎ ॥ ১৪৯

থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার সিদ্ধি অনিবার্য্য, আর প্রকাশ করিলে হানিই হইবে। ১৪২

চন্দ্র-বিন্দু সংযুক্ত মাতৃকা সংপুটিত করিয়া প্রতিদিন অনুলোপ-বিলোমক্রমে মন্ত্র জপ করিবে। ১৪৩

হে সুভগে! এইভাবে প্রতিদিন জপ করাকে পুরশ্চরণ বলা হয়। পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইলে বিধিপূর্বক গুরুপূজা করিবে। উপরিউক্ত বিধি অনুসারে পুরশ্চরণ করিয়া যদি গুরুদেবের পূজন করা হয়, তাহা হইলে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষে কলিকালেও মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৪৪-১৪৫

কলিকালে দশাংশ বাদ দিবে। দশাংশক্রমে কদাপি হোমের অনুষ্ঠান করিও না। বিধিপূর্বক পঞ্চাঙ্গ যুক্ত পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিবে। জপসংখ্যার দশাংশ-সংখ্যক মন্ত্রের দ্বারা হোম; হোমের দশাংশ-সংখ্যক তর্পণ, তর্পণের দশাংশ-সংখ্যক অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ-সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন—এই হইল পঞ্চাঙ্গ। হে মহেশানি! কোন সাধক যদি ভ্রান্তিতে এই ভারতবর্ষে উপরি উক্ত-দশাংঙ্গ যুক্ত পুরশ্চরণে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণা দেন তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধিহানি হয় এবং মহানিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা আছে। ১৪৬-১৪৮

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাৎ সুবর্ণং বাসসান্বিতম্ ।
ধানং তিলং তথা দদ্যাৎ ধেনুং বাপি পয়স্বিনীম্ ॥ ১৫০
অন্যথা বিফলং সর্ব্বং কোটিপুরশ্চরণেন কিম্ ।
কুমারীভোজনং সান্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৫১
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্ ।
পূজনাৎ দর্শনাৎ তস্যা রমণাৎ স্পর্শনাৎ প্রিয়ে ।
সর্ব্বং সংপূর্ণমায়াতি সাধকো ভক্তিমানসঃ ॥ ১৫২
পুরশ্চরণ-সম্পন্নো বীর-সাধনমাচরেৎ ।
যস্যানুষ্ঠান-মাত্রেণ মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৫৩
পুত্রদারধনস্নেহ-লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ ।
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্ ॥ ১৫৪
এবং প্রতিজ্ঞামাসাদ্য গুরুমারাধ্য যত্নতঃ ।
বলিদানাদিনা সর্ব্বং মানসৈঃ পরিপূজ্য চ ॥ ১৫৫

গুরুদেবের পূজা করিলেই দশাংশপূর্ণ হইয়া থাকে ; সেইজন্য হে মহেশানি ! ভক্তিসহকারে গুরুপূজন অবশ্যই করা উচিত । ১৪৯

গুরুদেবকে বস্ত্রযুক্ত সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হয় এবং ধান, তিল অথবা দুগ্ধবতী গাভী দান করিতে হয় । ১৫০

অন্যথা সকল কর্মই বিফল হইবে । কোটি পুরশ্চরণ করিলেও কোন ফল-লাভ হইবে না । অগ্রে কুমারী ভোজন করাইলে সকলপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে সাধক কুমারী ভোজন করাইয়া থাকে, সে ত্রৈলোক্যকে ভোজন করাইবার ফল-লাভ করে । হে প্রিয়ে ! কুমারীর দর্শন, স্পর্শন ও রমণ—যদি ভক্তিপূর্বক করা হয়, তাহা হইলে সাধকের সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১৫১-১৫২

পুরশ্চরণ সম্পন্ন সাধক বীরাচার অনুসারে সাধনায় রত থাকিবে । যে সাধনার দ্বারা মন্দ ভাগ্যও সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয় । ১৫৩

স্ত্রী, পুত্র, ধন, স্নেহ, লোভ ও মোহ বিবর্জিত সাধক প্রতিজ্ঞা করিবে যে মন্ত্র সিদ্ধ করিব অথবা দেহপাত করিব । এইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া, সযত্নে গুরুদেবের আরাধনা করিয়া, বলিদান প্রভৃতির দ্বারা সর্বতোভাবে মানসপূজা করিবে । ১৫৪-১৫৫

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণমাচরেৎ ॥ ১৫৬
দেব্যা বোধং সমারভ্য যাবৎ স্যাৎ নবমী তিথিঃ।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রং ভক্তি-ভাবতঃ ॥১৫৭
হোম-পূজাদিকং চৈব যথাশক্ত্যা বিধিং চরেৎ ॥ ১৫৮
সপ্তম্যাদৌ বিশেষেণ পূজয়েদিষ্ট-দেবতাম্।
অষ্টম্যাদি নবম্যন্তমুপবাসপরো ভবেৎ ॥ ১৫৯
অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ পূজাং কুর্য্যাৎ মহোৎসবৈঃ।
ইত্থং জপাদিকং কুর্য্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ১৬০
শক্ত্যা সহ বরারোহে কুমারী-পূজনং চরেৎ।
দশম্যাং পরাণং কুর্যান্মৎস্য-মাংসাদিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১৬১
এবং পুরক্রিয়াং কৃত্বা সাধকঃ শিবতাং ব্রজেৎ।
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬২
শরৎকালে মহাদেব্যা বোধনে চ মহোৎসবে।
প্রতিপত্তিথিমারভ্য নবম্যন্তং মম প্রিয়ে।
পূর্ব্বোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাৎ পুরক্রিয়াং ধিয়া ॥ ১৬৩

উক্ত প্রকারে মানসপূজা করিয়া সাধক বৎসরে একবার যদি শরৎকালীন পূজা করে; তাহা হইলে সেই পক্ষে একবার বিশেষরূপে পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিবে। ১৫৬

দেবীর বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে। যথাশক্তি হোম পূজা প্রভৃতি করিয়া সপ্তমী আদি তিথিতে বিশেষভাবে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। অষ্টমী হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত উপবাস থাকিয়া, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে মহোৎসব সহকারে পূজা করিবে। সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া উক্ত প্রকারে জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। ১৫৭-১৬০

হে বরারোহে! শক্তি অনুসারে কুমারী পূজন করিবে। হে প্রিয়ে! দশমী তিথিতে মৎস্যমাংস প্রভৃতির দ্বারা পারণ করিবে। ১৬১

সাধক এইভাবে পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান সমাপন করিলে শিবত্ব-লাভ হইয়া থাকে। অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান কথিত হইয়া থাকে—

অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬৪
শরৎকালে চতুর্থ্যাদি নবম্যন্তং সহস্রকম্ ।
জপিত্বা প্রত্যহং ভদ্রে সপ্তম্যাদৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬৫
তথা সর্ব্বোপচারৈস্তু বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণৈঃ ।
মহিষৈশ্ছাগলৈর্মেষৈশ্চতুর্ব্বর্গং লভেন্নরঃ ॥ ১৬৬
অষ্টমী-সন্ধি-বেলায়াং তেনৈব বিধিনা পশুম্ ।
ছিত্ত্বা তস্যোপরি স্থিত্বা মধ্য-নক্তং জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৬৭
বিভীর্ধ্যান-পরো ভূত্বা বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ।
নবম্যাং নিয়তং জপ্ত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৬৮
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ দশম্যাং পারয়েত্ততঃ ।
এবং কৃত্বা পুরশ্চর্য্যাং কিং ন সাধয়তি সাধকঃ ॥ ১৬৯
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
অষ্টমী-সন্ধি-বেলায়ামষ্টোত্তর-লতা-গৃহে ॥ ১৭০

শরৎকালে শারদীয়া পূজার মহোৎসবের সময় মহাদেবীর বোধনে হে প্রিয়ে ! প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত সাধক পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পুরশ্চরণ করিবে। ১৬২-১৬৩

অথবা আর একপ্রকার পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—শরৎকালে চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া হে ভদ্রে ! সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা করিবে। ১৬৪-১৬৫

আর বস্ত্র-অলঙ্কার-ভূষণ এবং মহিষ, ছাগ ও মেষ প্রভৃতি সকলপ্রকার উপচারের দ্বারা পূজা করিলে সাধক চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে। ১৬৬

অষ্টমীর সন্ধিবেলাতে পূর্বোক্ত অনুসারে পশুর ছেদন করিয়া সাধক তাহার উপর স্থিত হইয়া মধ্যরাত্রে জপ করিতে থাকিবে। ১৬৭

নবমীতে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া নিরন্তর জপ ধ্যান করিলে নির্ভীক সাধক অভীষ্ট সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। ১৬৮

গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া দশমীতিথিতে পারণ করিবে। এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে সাধকের কি-না সিদ্ধি হইতে পারে? অর্থাৎ যাহা কিছু বাঞ্ছিত তাহা লাভ করিতে পারে। ১৬৯

প্রবিশ্য মন্ত্রী বিধিবত্তাসামভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বোক্ত-কল্পমাসাদ্য পূজাদিকমথাচরন্ ॥ ১৭১
কেবলং কামদেবোঽসৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
মহাসিদ্ধো ভবেৎ সদ্যো লতা-দর্শন-পূজনাৎ ॥ ১৭২
লতা-গৃহং শৃণু প্রৌঢ়ে কাম-কৌতুক-লালসে।
অষ্টৌ সংখ্যা অতিক্রম্য নব-সংখ্যাদি-সাংখিকা ॥ ১৭৩
যৌবনাদি-গুণৈর্যুক্তাঃ সাধিকাঃ কাম-গর্ব্বিতাঃ।
স্ত্রিয়ো যত্র গৃহে সন্তি তদ্‌গৃহং হি লতা-গৃহম্ ॥ ১৭৪
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
পূর্ব্বোক্তানি মহেশানি হেমন্তাদি-গতৌ চরেৎ।
সাধকঃ পূর্ণতাং প্রাপ্য সর্ব্ব-ভোগেশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৭৫
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৭৬
চতুর্দ্দশীং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী।
তাবজ্জপ্তে মহেশানি মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৭

অন্য প্রকার পুরশ্চরণ—অষ্টমীতিথির সন্ধিবেলাতে সাধক অষ্টোত্তর লতার গৃহেতে প্রবেশ করিয়া সযত্নে লতাগণের পূজন সমাপন করিবে। ১৭০

পূর্বোক্তকল্প অনুসারে লতাগৃহে গমন পূর্বক লতাগণের পূজা করিয়া কেবল অষ্টোত্তরশত ইষ্টমন্ত্রের জপ করিলেই সাধক কামদেবতুল্য হইয়া যায়। লতাগণের দর্শন ও পূজনের দ্বারা সাধক মহাসিদ্ধ হইতে সক্ষম হইয়া থাকে। ১৭১-১৭২

এইবার হে প্রৌঢ়ে! কাম-কৌতুক-লালসা-সম্পন্নে। লতাগৃহ কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ কর। আট সংখ্যা অতিক্রম করিয়া নব প্রভৃতি সংখ্যা যুক্তা যৌবন-প্রভৃতি গুণগণের দ্বারা সমন্বিতা এবং কামগর্বিতা যে সাধিকা, তাহারাই লতা এবং এইরূপ লতা যে গৃহে নিবাস করে, তাহাকে লতাগৃহ বলা হয়। ১৭৩-১৭৪

অথবা অন্যপ্রকার পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে—হে মহেশানি। হেমন্ত প্রভৃতি ঋতু প্রাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পর সাধক সকলপ্রকার ভোগের প্রভু হইয়া থাকে। ১৭৫

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন

অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ ॥ ১৭৮
সহস্র-সংখ্যা-জপ্তে তু পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
যৎ কৃত্বা পরমেশানি সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৯
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য নবম্যন্তং মহোৎসবে ॥ ১৮০
অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ পূজাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ ।
দশম্যাং পারণং কুর্য্যান্মৎস্য-মাংসাদিভিঃ প্রিয়ে ।
ষট্-সহস্রং জপেন্নিত্যং ভক্তি-ভাব-পরায়ণঃ ॥ ১৮১
অথবান্য-প্রকারেণ পুরণশ্চরণমুচ্যতে ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং বীর-বন্দিতে ॥ ১৮২
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ো ভবেৎ ।
তাবজ্জপ্তে নিরাতঙ্কঃ সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৮৩
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৮৪

পর্য্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্দশী না আসে ততদিন পর্যন্ত নিরন্তর জপ করিলে সাধক অভীষ্ট-ফল লাভ করিতে পারে। ১৭৬-১৭৭

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ—কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত যদি সহস্র সংখ্যক করিয়া জপ করা হয়, তাহাকেও পুরশ্চরণ বলা হয়। হে মহেশানি! যাহার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৮-১৭৯

পুরশ্চরণের প্রকারান্তর—দেবীপূজা প্রভৃতি মহোৎসবে কৃষ্ণা চতুর্দশী প্রাপ্ত হইলে নবমীতিথি পর্য্যন্ত ইষ্ট-পূজা করিতে হয়, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রিতে বিশেষ পূজা করিবে। দশমী তিথিতে মৎস্য মাংস প্রভৃতির দ্বারা পারণ করিতে হয়। পূর্বোক্ত দিনগুলির প্রত্যহ ভক্তিভাবে ষট্সহস্রসংখ্যক ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে। ১৮০-১৮১

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—হে বীর-বন্দিতে। দেবি। অষ্টমীতে, নবমীতে ও চতুর্দশীতে সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্যোদয় হওয়া পর্য্যন্ত নিরাতঙ্ক হইয়া জপ করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। ১৮২-১৮৩

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
অস্তমারভ্য সূর্য্যস্য যাবৎ সূর্য্যাস্তমং ভবেৎ।
তাবজ্জপ্তো নিরাতঙ্কঃ সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১৮৫
অথবা নির্জ্জনস্থস্য অস্থি-শয্যাসনেন চ।
উদায়াস্তং দিবা জপ্ত্বা সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১৮৬
তেনাসনেন বা দেবী অস্তমারভ্য ভাস্বতঃ।
জপিত্বা চাস্ত-পর্য্যন্তং সাধকঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ১৮৭
জপান্তে পূজয়িত্বা চ গুরবে দক্ষিণাং দদেৎ॥ ১৮৮
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকা চ দশ-ক্রমাৎ॥ ১৮৯
ঋতবঃ স্যুর্ব্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে।
বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা চ শরদ্ধেমন্ত-শিশিরাঃ॥ ১৯০
বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্ণে গ্রীষ্মো মধ্যন্দিনং তথা।
অপরাহ্ণে প্রাবৃষঃ স্যুঃ প্রদোষে শরদঃ স্মৃতাঃ।
অর্দ্ধরাত্রৌ তু হেমন্তঃ শেষে চ শিশিরঃ স্মৃতঃ॥ ১৯১

পুনরায় প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ—দুইপক্ষেরই অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্য্যাস্ত হওয়া পর্য্যন্ত নিরাতঙ্ক হইয়া নিরন্তর জপ করিলে সর্বসিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়। ১৮৪-১৮৫

অথবা নির্জনে থাকিয়া অস্থি-শয্যারূপ আসনে সাধক দিবসে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জপ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১৮৬

অথবা সেই আসনেই পূর্বদিনের সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিনের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর জপ করিলেও সাধক সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয়। জপের শেষে পূজা সমাপন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। ১৮৭-১৮৮

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে দশঘটিকা ক্রমে বসন্ত প্রভৃতি ছয়টি ঋতু আসা যাওয়া করে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির। ১৮৯-১৯০

পূর্বাহ্ণে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে বর্ষা, প্রদোষে শরৎ, অর্দ্ধরাত্রিতে হেমন্ত এবং শেষরাত্রে শিশির। ১৯১

সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য বসন্তান্তং সমাহিতঃ।
তাবজ্জপ্তে মহেশানি পুরশ্চর্য্যা হি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৯২
ততঃ পূজাদিকং কৃত্বা শক্তি-যুক্তশ্চ সাধকঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯৩
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
গ্রীষ্মাদিষু মহেশানি পঞ্চস্বর্ত্তষু সাধকঃ।
পৃথগ্ জপ্ত্বা বরারোহে পুরশ্চর্য্যা হি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৯৪
পূর্ব্বোক্ত-বিধিনা সর্ব্বং কর্ত্তব্যং বীর-বন্দিতে।
ঋতৌ জপ্ত্বা সমস্তে তু শক্তিতঃ পূজয়েৎ পরাম্ ॥ ১৯৫
এবমাচার্য্য কৃত্যং বৈ ধনানামীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯৬
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
কুমারী-পূজনাদেব পুরশ্চর্য্যা-বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯৭
অথবান্য-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
গুরুমানীয় সংস্থাপ্য দেববৎ পূজয়েদ্বিভুম্।
বস্ত্রালঙ্কার-ভূষাদ্যৈঃ স্বয়ং সন্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ১৯৮

সূর্য্যোদয় হইতে বসন্তের শেষ পর্য্যন্ত স্থিরচিত্তে সাধক যদি জপ করে, তাহা হইলেও হে মহেশানি! পুরশ্চরণ-সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৯২

পরে সাধক নিজের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া পূজা প্রভৃতি সারিয়া যদি গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করে, তাহা হইলেও সর্বসিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়। ১৯৩

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ যথা—হে মহেশানি! হে বরারোহে! সাধক যদি গ্রীষ্ম প্রভৃতি পাঁচটি ঋতুতেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জপ করে, তাহা হইলেও পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৯৪

হে বীরবন্দিতে! পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সব কিছু করিবে। সকল ঋতুতে যথাশক্তি জপ করিয়া দেবী পূজন করিবে। এই প্রকার সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেও পুরশ্চরণ বিধিই হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা ধনেশ্বর হইতে সক্ষম হয়। ১৯৫-১৯৬

অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে—কেবল কুমারীপূজা করিলেও পুরশ্চরণ জনিত ফল-লাভ হইতে পারে। ১৯৭

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণের বিধি বলা যাইতেছে—গুরুদেবকে আনিয়া

তৎসুতং তৎসুতং বাপি তৎপত্নীঞ্চ বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা মনুং জপ্ত্বা সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯৯
গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ দুষ্ট-মন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
মাসি মাসি চ মন্ত্রস্য সংস্কারান্ দশধা চরেৎ ॥ ২০০
এবং ক্রম-বিধানেন কৃত্বা নিত্যং হি সাধকঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে বাপি এক-বর্ষান্তরেঽপি বা ॥ ২০১

তাঁহাকে দেবতার মত বসাইয়া বিধিপূর্বক পূজা করিবে এবং বস্ত্র, আভূষণ ও অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। ১৯৮

অথবা গুরুপুত্র অথবা গুরুপুত্রের পুত্র অর্থাৎ গুরুর পৌত্রকে অথবা বিশেষরূপে গুরুপত্নীকে যদি পুজা করা হয় এবং পূজা সমাপনে মন্ত্র জপ করা হয়; তাহা হইলেও সর্বসিদ্ধীশ্বর হওয়া সম্ভব। ১৯৯

গুরুদেবের সন্তুষ্টিমাত্রেই দুষ্টমন্ত্রেরও সিদ্ধি হইতে পারে। মাসে মাসে মন্ত্রের দশপ্রকার সংস্কার করা উচিত। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার হইল—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি।

(১) জনন—মাতৃকযন্ত্র হইতে পর্য্যায়ক্রমে মন্ত্রের উদ্ধারকে বলা হয় জনন।

(২) জীবন—উদ্ধৃত মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রণবের দ্বারা পুটিত করিয়া শতবার জপ করাকে জীবন বলা হয়।

(৩) তাড়ণ—মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণের শতবার বা দশবার জপ করিয়া মন্ত্রসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া প্রত্যেকটি বর্ণকে বায়ুবীজ বং মন্ত্রের দ্বারা যুক্ত করিয়া চন্দনের জল দিয়া তাড়ণ করাকে তাড়ণ বলা হয়।

(৪) বোধন—মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখিয়া দশবার তাড়ণা করিয়া মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা অনুসারে করবীর ফুল দিয়া 'রং' বীজ উচ্চারণ করিয়া হনন করাকে বোধন বলা হয়।

(৫) অভিষেক—মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখিয়া যত সংখ্যক বর্ণ ততসংখ্যক রক্ত করবীর ফুল দিয়া প্রত্যেকটি বর্ণকে 'রং' বীজের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে এবং তাহার পর মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যা অনুসারে অশ্বত্থ পল্লবের দ্বারা সিঞ্চন করাকে অভিষেক বলে।

(৬) বিমলীকরণ—সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিন্তা করিয়া জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা দগ্ধকরাকে বিমলীকরণ বলা হয় (জ্যোতিমন্ত্র—ওং হ্রৌং)।

তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হাকিনী-পুটিতং কৃত্বা যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুটিতং সত্ত্ব-রূপিণ্যা লক্ষঞ্চ প্রজপেন্মনুম্ ॥ ২১৫
পুটিতং সত্ত্ব-রূপিণ্যা যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
ককারাদি ক্ষকারান্তা মাতৃকা বর্ণ-রূপিণী ॥ ২১৬
তয়া সংপুটিতং কৃত্বা লক্ষঞ্চ প্রজপেন্মনুম্।
ছিন্ন-বিদ্যাদয়ো মন্ত্রাস্তন্ত্রে তন্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥ ২১৭
এতে তে সিদ্ধিমায়ান্তি মাতৃকা-বর্ণ-ভাবতঃ।
নিশ্চিতং মন্ত্র-সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১৮
বর্ণময়ো পুটীকৃত্য যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ২১৯
ততো গুরুং পুটীকৃত্য লক্ষঞ্চ সংজপেন্মনুম্।
গুরুদেব-প্রসাদেন অতুলাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২০

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

আদিদেব মহাদেব আদ্যন্ত-গোপনং বদ।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥ ২২১

এইরূপ জপ করিলে অবশ্যই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন বিচারের অবকাশ নাই। যদি কদাচিৎ হাকিনী সম্পুটিত মন্ত্রের জপ করিলেও সিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে সত্ত্ব-রূপিণীর একলক্ষমন্ত্র জপ করিবে। ২১৫

সত্ত্ব-রূপিণী বীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের জপেও যদি সিদ্ধি-প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে ককরাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত যে বর্ণরূপিণী মাতৃকা আছে, তাহার শরণ লইবে। ২১৬

অর্থাৎ সেই বর্ণরূপিণী মাতৃকার দ্বারা সম্পুটিত করিয়া একলক্ষ মন্ত্র-জপ করিবে। ছিন্ন-বিদ্যা প্রভৃতি মন্ত্রগুলির সকল তন্ত্রেই নিরূপণ করা হইয়াছে। ২১৭

মাতৃকাবর্ণ সম্পুটিত এই মন্ত্রগুলির জপের দ্বারা বিভিন্ন-প্রকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে ইহার দ্বারা মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন বিচারের অবকাশ নাই। ২১৮

বর্ণরূপিণী মাতৃকা সম্পুটিত মন্ত্রের জপের দ্বারাও যদি কদাচিৎ সিদ্ধি-প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত গুরুবীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের একলক্ষ জপ করিবে। গুরুদেবের কৃপায় অতুলনীয় সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। ২১৯-২২০

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

আদ্যন্ত-গোপনং সূক্ষ্মং কথং তৎ কথয়াম্যহম্ ।
জম্বুদ্বীপস্থ বর্ষেষু কলৌ লোকাধমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২২
গুরুভক্তি-বিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ।
দুষ্ক্রিয়ায়াং রতাঃ সর্ব্বে পরমজ্ঞান-বর্জ্জিতাঃ ॥ ২২৩
লৌকিকাচারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ।
বিনা শব্দ-পরিজ্ঞানং মন্ত্র-দাতা দ্বিজো ভবেৎ ॥ ২২৪
মম সঃ শ্রীমতী-মন্ত্রঃ সংসারোদ্ভব-ব্রন্ধনাৎ ।
কথ্যতে দেব-দেবেশি মন্ত্রঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধিদঃ ॥ ২২৫
জায়তে তেন মে শঙ্কা কথং মে প্রাণবল্লভে ॥ ২২৬

শ্রীভৈরব্যুবাচ—

ভূতনাথ মহাভাগ হৃদয়ে মে কৃপাং কুরু ।
কথ্যতাং কথ্যতাং দেব যতস্তে সেবিকা বয়ম্ ॥ ২২৭

শ্রীমতী পার্বতী বলিলেন—হে আদিদেব মহাদেব। আদি ও অন্তের গোপন আমাকে বল। হে দেব! যদি উহা না বল, তাহা হইলে আমি শরীর ত্যাগ করিব। ২২১

শ্রী ঈশ্বর বলিলেন—আদি ও অন্তের গোপন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাহা কি করিয়া আমি তোমায় বলি। কলিকালে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষগুলিতে লোকাধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২২

প্রতিটি গৃহে গুরুভক্তি বিহীন হইবে এবং সকলেই দুষ্কর্মে রত থাকিবে আর পরম-জ্ঞান বর্জিত হইবে। ২২৩

প্রতিগৃহেই লোকাচারী হইবে অর্থাৎ লোকাচারকেই তাহারা প্রাধান্য দিবে, আর যাহাদের শব্দ-পরিজ্ঞান নাই এইরূপ দ্বিজই মন্ত্রদাতা হইবে। ২২৪

আমার সেই শ্রীমতী মন্ত্র যাহা সংসারোদ্ভব বন্ধন হইতে ত্রাণ করিয়া সর্বত্রই সিদ্ধিপ্রদ। হে দেব-দেবেশি! হে আমার প্রাণবল্লভে! এইরূপ সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র বলা হইতেছে, তাহাতে আমার সংশয় উৎপন্ন কেন হয়? ২২৫-২২৬

শ্রীভৈরবী বলিলেন—হে ভূতনাথ! হে মহাভাগ! আমার হৃদয়ে কৃপা কর। হে দেব! বল আমায় বল, যেহেতু আমি তোমার সেবিকা। ২২৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

সুভগে শৃণু মে মাতঃ কৃপয়া কথয়ামি তে।
প্রথমে ডাকিনী-বীজং যুবতী ষোড়শাক্ষরম্ ॥ ২২৮
অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ
ডাকিনী দেব-দেবস্য ঈরিতং বীজমুত্তমম্ ॥ ২২৯
আদ্যন্ত-পুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং লক্ষং জপেদ্ যদি।
তদা সিদ্ধো বরারোহে নান্যথা বচনং মম ॥ ২৩০
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রাকিণী-বীজমদ্ভুতম্।
একোচ্চারণ-মাত্রেণ সত্যস্ত্রেতা-যুগে ভবেৎ ॥ ২৩১
কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ দশ তথা মহেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা রাকিণী-বীজমদ্ভুতম্ ॥ ২৩২
টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ দশকং পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা লাকিনী-বীজ-নির্ণয়ম্।
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি কাকিনীং সিদ্ধি-দায়িনীম্ ॥ ২৩৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে সুভগে! হে আমার মাতঃ!, শ্রবণ কর কৃপা-বশতঃ তোমায় আমি প্রথমে যৌবন-সম্পন্না ষোড়শাক্ষরের ডাকিনী-বীজ বলিতেছি। ২২৮

অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ—এই ষোড়শাক্ষরের ডাকিনী-বীজ যাহা দেবাদিদেবেরও অভীষ্ট। ২২৯

মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সম্পুটিত করিয়া যদি একলক্ষ জপ করা হয়, তাহা হইলে হে বরারোহে! সাধক অবশ্যই মন্ত্র-সিদ্ধ হইয়া থাকে; আমার বচন কখনও অন্যথা হইবার নয়। ২৩০

এইবার অদ্‌ভুত রাকিণী-বীজ বলিব, যাহার একবার উচ্চারণ করিলেই ত্রেতাযুগেও সত্যযুগ হইয়া যায়। ২৩১

কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ—এই দশটি হইল রাকিণী-বীজ। ভক্তি দেখিয়া তোমাকে এই অদ্ভুত রাকিণী-বীজ বলিলাম। ২৩২

টঁ ঠঁ ডঁ ণঁ তঁ দঁ ধঁ নঁ—হে পরমেশ্বরি! এই দশটি হইল লাকিনী-বীজ। তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমাকে এই লাকিনী-বীজ বলিলাম। এইবার কাকিনী-বীজ-বলিব যাহা সিদ্ধিপ্রদ। ২৩৩

পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ অষ্টার্ণঃ বীর-বন্দিতে।
কথিতং কাকিনী-বীজং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদম্ ॥ ২৩৪
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি সুভগে শৃণু শাকিনীম্ ॥ ২৩৫
বঁ শঁ ষঁ সঁ চতুর্ব্বর্ণং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদং প্রিয়ে।
ইদন্তু শাকিনী-বীজং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়কম্ ॥ ২৩৬
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি সুভগে শৃণু হাকিনীম্।
হঁ লঁ ক্ষঁ হাকিনী-বীজং ক্ষিপ্র-সিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ২৩৭
সত্ত্ব-স্বরূপিণী বীজং শৃণু সিদ্ধি-প্রদায়কম্।
অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ ॥
ষোড়শার্ণং মহাবীজং সত্ত্বমধ্যে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩৮
রজঃ-স্বরূপিণী বীজং শীঘ্র-সিদ্ধি-প্রদায়কম্।
কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ।
ইদং সপ্ত-দশার্ণং হি রাজোমধ্যে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩৯

পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ—এই আটটি হইল কাকিনী-বীজ। হে বীরবন্দিতে! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুবর্গ প্রদানকারী কাকিনী বীজ কথিত হইল। ২৩৪

হে সুভগে! এইবার শাকিনী বীজ বলিব তাহা শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! বঁ শঁ ষঁ সঁ—এই চারিটি বর্ণ বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে, ইহাকেই শাকিনী-বীজ বলা হয়, যাহা চতুবর্গরূপ ফলপ্রদ। ২৩৫-২৩৬

হে সুভগে! অধুনা হাকিনী-বীজ বলিব ; তাহা শ্রবণ কর। হঁ লঁ ক্ষঁ—এই তিনটিকে হাকিনী বীজ বলা হয়, যাহা সম্পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৩৭

অধুনা সত্ত্ব-স্বরূপিণী বীজ যাহা সিদ্ধি-প্রদানকারী ; তাই বলিতেছি শ্রবণ কর। অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ—ষোড়শাক্ষরের এই মহাবীজকে সত্ত্ব-স্বরূপিণী-বীজ বলা হয়। ২৩৮

এইবার শীঘ্র সিদ্ধি প্রদানকারী রজঃ-স্বরূপিণী বীজ বলিতেছি। কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ—এই সপ্তদশ বর্ণের মন্ত্র রজোগুণের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ২৩৯

রম্যং তমোময়ী-বীজমধুনা তে বদাম্যহম্ ।
দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ য়ঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ ।
ইদং সপ্ত-দশার্ণং হি তমো-মধ্যে উদাহৃতম্ ॥ ২৪০
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মাতৃকা-বীজমদ্ভুতম্ ॥ ২৪১
অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অ আঃ,
কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ ।
তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ হঁ ক্ষঁ,
ইদং পঞ্চাশদর্ণং হি মাতৃকায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪২
অনুলোমবিলোমেন পুটীকৃত্য জপং চরেৎ ।
লক্ষং যাবন্মহেশানি ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪৩
গুরু-বীজং সমুদ্দিষ্টং গুরুরিত্যক্ষর-দ্বয়ম্ ॥ ২৪৪
ডাকিনী রাকিণী দেবি লাকিনী কাকিনী ততঃ ।
শাকিনী হাকিনী সংজ্ঞা সত্ত্ব-রূপা ততঃ প্রিয়ে ।
রজোরূপা তমোরূপা মাতৃকা-রূপিণী গুরুঃ ॥ ২৪৫

অধুনা রমণীয় তমোময়ী বীজ বলিতেছি—দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ—এই সপ্তদশ বর্ণের মন্ত্রটিকে তমোমধ্যে স্থিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৪০

অধুনা অদ্ভুত মাতৃকাবীজ বলিব—অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ, কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ—এই পঞ্চাশৎ বর্ণগুলিকে মাতৃকা-বীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৪১-২৪২

ইষ্ট মন্ত্রের সঙ্গে উক্ত মাতৃকা-বীজকে অনুলোম বিলোমের দ্বারা সম্পুটিত করিয়া জপ করিবে। হে মহেশানি! এইভাবে লক্ষ জপ করিলেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই। ২৪৩

গুরু-এই দুইটি অক্ষরের মন্ত্রকে গুরুবীজ বলা হয়। ২৪৪

হে দেবি! তাহার পর ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী এবং হে প্রিয়ে—সত্ত্ব-রূপিণী সংজ্ঞা করা হইয়াছে। তাহার পর রজোরূপা, তমোরূপা, মাতৃকারূপিণী এবং গুরু। ২৪৫

এতাস্তু পরমেশানি মূর্ত্তিঃ পঞ্চাশদক্ষরম্।
ডাকিনী চ মহাদেবি অণিমা-সিদ্ধি-দায়িনী ॥ ২৪৬
রাকিণী লঘিমা-সিদ্ধি-দায়িনী লাকিনী তথা।
প্রাপ্তি-সিদ্ধি-দায়িনী চ কাকিনী কাম্য-দায়িনী ॥ ২৪৭
শাকিনী মহিমা-সিদ্ধি-দায়িনী হাকিনী ততঃ।
কামাবশায়িতা-সিদ্ধিং জপাদেব প্রযচ্ছতি ॥ ২৪৮
সত্ত্বরূপা তমোরূপা রজোরূপা তথৈব চ।
এতাশ্চৈব মহাদেবি চতুর্ব্বর্গং দদন্তি হি ॥ ২৪৯
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপা য়া নির্ব্বাণং সা দদাতি হি।
গুরুর্দদাতি সকলং ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ২৫০
ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা ডাকিন্যাদি-বিনির্ণয়ম্ ॥ ২৫১
ডাকিনী রাকিণী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা।
শাকিনী কাকিনী দেবি বর্ণানামত্র দেবতাঃ ॥ ২৫২

হে পরমেশানি। এই গুলি হইল পঞ্চাশৎ অক্ষরেরই মূর্ত্তি। হে মহাদেবি! ডাকিনী হইল অণিমা-সিদ্ধি-প্রদান-কারিণী। ২৪৬

রাকিণী ও লাকিনী, লঘিমারূপ সিদ্ধি প্রদান করে, এবং কাম্য ফল প্রদান-কারিণী। কাকিনী প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ২৪৭

শাকিনী মহিমারূপ সিদ্ধি প্রদান করে এবং হাকিনী কামবশায়িতা রূপ সিদ্ধি জপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে। (এইভাবে ডাকিনী প্রভৃতি বর্গদেবতাগণ অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে)। ২৪৮

হে মহাদেবি! সত্ত্বরূপা, রজোরূপা, তমোরূপা দেবীগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে। ২৪৯

পঞ্চাশৎ বর্ণরূপা যে মাতৃকা দেবী, তিনি নির্বাণ প্রদান করেন এবং গুরু, সকল প্রকার অব্যয় ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞান দান করেন। ২৫০

তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া উক্ত প্রকারে ডাকিনী প্রভৃতির বিবরণ দিলাম। ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী—এঁরা বর্ণের দেবতা। ২৫১-২৫২

গুণানাং সিদ্ধি-বর্ণনাং যড়েত অধিদেবতাঃ।
ডাকিন্যাদের্ব্বিনা জ্ঞানং বর্ণে বর্ণে পৃথক্ পৃথক্।
অজ্ঞানাৎ প্রজপেন্মন্ত্রং ডাকিন্যাদেশ্চ ভক্ষণম্ ॥ ২৫৩
বিনা বর্ণ-পরিজ্ঞানম্ কোটি-পুরশ্চরণেন কিম্।
তস্য সর্ব্বং ভবেদ্ দুঃখমরণ্যে রোদনং যথা ॥ ২৫৪
শৃণু ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ডাকিনীনাং শুচিস্মিতে ॥ ২৫৫

ধ্যানানি যথা—

শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাম্।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ২৫৬
কৃষ্ণাম্বর-পরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
ধ্যায়েচ্ছশিমুখীং নিত্যাং ডাকিনী-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৭
অরুণাদিত্য-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং মৃগলোচনাম্।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ২৫৮

সিদ্ধিপ্রদ বর্ণগুলির উপরি উক্ত ছয়টি হইল অধিদেবতা। প্রতিটি বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ডাকিনী প্রভৃতির জ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র জপ করিলে ডাকিনী প্রভৃতির ভক্ষণ হইতে হয়। ২৫৩

ডাকিনী প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে কোটি পুরশ্চরণ করাও বৃথা। সুতরাং অরণ্যে রোদন করার মত মন্ত্র-জপকারীর কেবল দুঃখভোগ করিতে হয়। ২৫৪

হে শুচিস্মিতে! ডাকিনী প্রভৃতির ধ্যান বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৫৫

ধ্যান যথা—শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বিভুজা, চঞ্চললোচনা সিন্দূর-তিলকের দ্বারা উদ্দীপ্তা এবং অঞ্জনাঞ্চিত নয়না। ২৫৬

যিনি কৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন, যাঁহার অঙ্গ নানাপ্রকার অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত, এইরূপ চন্দ্রবদনাকে ডাকিনী-মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য নিত্যই ধ্যান করিবে। ২৫৭

অরুণ আদিত্যের ন্যায় যাঁহার দীপ্তি, যাঁহার দুইটি ভুজ, মৃগীর লোচনের তুল্য যাঁহার লোচন, সিন্দূরের দ্বারা তিলক রচনা করিয়াছেন, সেইজন্য উদ্দীপ্তা, যাঁহার নয়ন দুইটি অঞ্জনের দ্বারা শোভিত। ২৫৮

শুক্লাম্বর-পরীধানাং নানাভরণ-ভূষিতাম্ ।
ধ্যায়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং রাকিণীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৯
সিন্দূরবর্ণ-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্ ।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ২৬০
শুক্লাম্বর-পরীধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।
ধ্যায়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং লাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬১
যবা-যাবক-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্ ।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ২৬২
শুক্লাম্বর-পরীধানাং নানাভরণ-ভূষিতাম্ ।
ধ্যায়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং কাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৩
শুক্লজ্যোতিঃ-প্রতীকাশাং দ্বিভুজাং মৃগলোচনাম্ ।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্ ॥ ২৬৪

যিনি শুক্লবস্ত্র পরিহিতা, যাঁহার অঙ্গ বিবিধ-ভূষণের দ্বারা ভূষিত, এইরূপ চন্দ্রমুখী রাকিণীদেবীকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সতত ধ্যান করিবে। ২৫৯

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণা, যিনি দুইটি বাহুবিশিষ্টা, খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় যাঁহার চঞ্চললোচন, সিন্দূর তিলকের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্তা; যাহার নয়ন অঞ্জনের দ্বারা সুশোভিত। ২৬০

যিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, যাঁহার অঙ্গ বিবিধভূষণের দ্বারা ভূষিত এইরূপ চন্দ্রমুখী লাকিনীদেবীর মন্ত্র সিদ্ধির জন্য নিত্যই ধ্যান করিবে। ২৬১

অলক্তের ন্যায় যিনি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা; যাঁহার লোচন খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় চপল, সিন্দূরের দ্বারা তিলক ধারণ করায় যিনি উদ্দীপ্তা, যাঁহার চক্ষুদুইটি অঞ্জনের দ্বারা শোভিত। ২৬২

যিনি শ্বেতবসন পরিধান করিয়া আছেন, যাঁহার অঙ্গ নানা আভরণের দ্বারা অলঙ্কৃত, এইরূপ চন্দ্রমুখী কাকিনী দেবীর মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বদা ধ্যান করিবে। ২৬৩

শুভ্রজ্যোতিঃ স্বরূপা, দ্বিভুজা, মৃগলোচনা, সিন্দূর তিলকোদ্দীপ্তা, অঞ্জনাঞ্চিত নয়না। ২৬৪

কৃষ্ণাম্বর-পরীধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
ধ্যায়েচ্ছশীমুখীং নিত্যং শাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৫
শুক্ল-কৃষ্ণারুণাভাসাং দ্বিভূজাং লোল-লোচনাম্।
ভ্রমদ্ভ্রমর-সঙ্কাশাং কুটিলালক-কুন্তলাম্ ॥ ২৬৬
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্ত-অঞ্জনাঞ্চিত-লোচনাম্।
রক্তবস্ত্র-পরীধানাং শুক্ল-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্।
ধ্যায়েচ্ছশীমুখীং নিত্যং হাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৭
ত্রিগুণায়াশ্চ দেবেশি ধ্যানং পূর্ব্ব উদাহৃতম্।
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মাতৃকা-ধ্যানমুত্তমম্ ॥ ২৬৮
পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্ত-মুখদোঃ, পন্মধ্য-বক্ষস্থলীম্-
ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধ-চন্দ্র-শকলামাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্।
মুদ্রামক্ষ-গুণং সুধাঢ্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ২৬৯
গুরোরপি মহেশানি পূর্ব্বোক্ত-ধ্যানমাচরন্।
পাদ্যাদিভি-র্বরারোহে সংপূজ্য প্রজপেন্মনুম্ ॥ ২৭০

কৃষ্ণাম্বরপরিহিতা, নানালঙ্কার ভূষিতা, চন্দ্রমুখী শাকিনী দেবীর মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্বদা ধ্যান করিবে। যাঁহার দীপ্তি শুক্ল-কৃষ্ণ ও অরুণ, যাঁহার ভুজা দুইটি, যাঁহার লোচন চপল, ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর সদৃশ যাঁহার কুটিল কেশরাশি। ২৬৫ ২৬৬

সিন্দূরের দ্বারা রচিত তিলকের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্তা, যাঁহার লোচন অঞ্জনের দ্বারা শোভিত ; যিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, যাঁহার উত্তরীয় শুক্লবস্ত্রের দ্বারা রচিত —এইরূপ চন্দ্রমুখী হাকিনী দেবীকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিরন্তর ধ্যান করিবে। ২৬৭

হে দেবেশি! ত্রিগুণময়ীদেবীর ধ্যান পূর্বে বলিয়াছি, এইবার উৎকৃষ্ট মাতৃকাধ্যান বলিব। ২৬৮

পঞ্চাশৎ লিপির মাতৃকা ধ্যান দ্বারা মুখ, হস্ত, চরণ, কটী ও বক্ষস্থল বিভক্ত হইয়াছে ; যাঁহার দেদীপ্যমান মৌলিতে চন্দ্রখণ্ড নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার স্তন পীনোন্নত, করকমলের দ্বারা যিনি মুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতকলশ ও পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশদ প্রভান্বিতা এবং যিনি লোচনত্রয়যুক্তা—এইরূপ বাগ্দেবতার আমরা শরণাপন্ন হই। ২৬৯

হে মহেশানি! গুরুদেবেরও পূর্বোক্ত অনুসারে ধ্যান করিয়া, হে

পূর্ব্বোক্তঃ যস্য যদ্বীজং তন্মন্ত্রং তস্য নির্ণয়ম্ ।
অং ডাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা কং কাকিন্যৈ[১] নমস্ততঃ ॥ ২৭১
টং লাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা পং কাকিন্যৈ নমস্ততঃ ।
বং শাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা হং হাকিন্যৈ নমস্ততঃ ॥ ২৭২
তত্তৎ ধ্যানেন ইত্যুক্ত্বা পূজয়েদুপচারতঃ ॥ ২৭৩
উক্ত-বীজেন পুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং জপেৎ যদি ।
তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রো শাপাদি-দোষদূষিতঃ ॥ ২৭৪
ইতি তে কথিতং দিব্যং কলি-কালস্য সম্মতম্ ॥ ২৭৫
কলৌ ভারতবর্ষে চ নান্যদ্বর্ষে কদাচন ।
শমাদি-ষোড়শ-ভাণ্ডারং ডাকিনী-সিদ্ধি-সংযুতম্ ॥ ২৭৬

বরারোহে। পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা সমাপনান্তে মন্ত্রের জপ করিবে। ২৭০

পূর্বে যাঁহার যে বীজ কথিত হইয়াছে, সেইটিই তাঁহার মন্ত্র ইহা নির্নীত হইয়া থাকে। যেমন-অং ডাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা, পরে কং রাকিন্যৈ (কাকিন্যৈ) নমঃ স্বাহা। ২৭১

টং লাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা, পং কাকিন্যৈ নমঃ, তাহার পর বং শাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা, পরে হং হাকিন্যৈ নমঃ স্বাহা। ২৭২

সেই সেই দেবীর পূর্বোক্ত ধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিয়া উপরি উক্ত-মন্ত্রের উচ্চারণ করতঃ উপচার পূর্বক পূজা করিবে। তাহার পর পূর্বোক্ত বীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের জপ করিতে হয়। তাহা হইলে শাপাদিদোষের দ্বারা দূষিত মন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২৭৩-২৭৪

ঋষিশাপ এবং ছিন্ন, রুদ্ধ, শক্তিহীন, পরাঙমুখ, বধির, নেত্রহীন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, ত্রস্ত, ভীত, মলিন, তিরস্কৃত, ভেদিত, সুষুপ্ত, মদোন্মত্ত, মূর্ছিত, হৃতবীর্য্য, হীন, প্রধ্বস্ত, বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নিস্ত্রিংশক, নির্বীজ, সিদ্ধিহীন, মন্দ, কূট, নিরংস, সত্ত্বহীন, কেকর, বীজহীন, ধূমিত, আলিঙ্গিত, মোহিত, ক্ষুধাতুর, অতিদৃপ্ত, অঙ্গহীন, অতিক্রুদ্ধ, অতিক্রূর, সব্রীড়, শান্তমানস, স্থানভ্রষ্ট, বিকল, নিঃস্নেহ, অতিবৃদ্ধ, পীড়িত—(শা, তিলক-২।৬৪-৭৪) এইরূপ কলিকালের যাহা দিব্য বলিয়া সম্মত, সেই সকল কথিত হইল। ২৭৫

১। রাকিণ্যৈ।

চণ্ডিকাদি দশ-ভাণ্ডারং কাকিনী-সিদ্ধি-সংযুতম্ ।
শোভাদি দশ-ভাণ্ডারং লাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ॥ ২৭৭
গদাদি দশ-ভাণ্ডারং কাকিনী[১]-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ।
কল্যাণীত্যাদি কীর্ত্ত্যন্তং শাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ॥ ২৭৮
বদ্ধাদি বিলক্ষণান্তং হাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ।
গুরুদেবং বিনা ভদ্রে নিষ্ফলং শ্রমঃ কেবলম্ ॥ ২৭৯
কলিকালে বরারোহে কলহং গুরু-শিষ্যয়োঃ ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ প্রহারং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ২৮০
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কালিকায়াঃ সুদুর্লভম্ ।
কালিকা ভৈরবো দেবো জাগর্ত্তি হি সদা কলৌ ॥ ২৮১
তারা চৈব মহাবিদ্যা তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
ধনদা ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী বগলামুখী ॥ ২৮২
ত্বরিতা অন্নপূর্ণা চ তথা বাগ্বাদিনী প্রিয়ে ।
মহিষঘ্নী বিশালাক্ষী তারিণী ভুবনেশিকা ॥ ২৮৩

কলিযুগে ভারতবর্ষে অন্য কোন বর্ষে নয়। ডাকিনী সিদ্ধি হয় এবং ডাকিনী সিদ্ধি হইলে শমাদি ষোড়শ ভাণ্ডার লাভ হয়। ২৭৬

কাকিনী সিদ্ধি হইলে চণ্ডিকা প্রভৃতি দশ-ভাণ্ডার প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং লাকিনী-সিদ্ধি হইলে শোভা প্রভৃতি দশ ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়। ২৭৭

রাকিণী সিদ্ধি হইলে গদাদি দশ-ভাণ্ডার-লাভ হয় এবং শাকিনী-সিদ্ধি হইলে কল্যাণী হইতে কীর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭৮

হাকিনী সিদ্ধি হইলে বদ্ধ হইতে বিলক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গুরুদেব ব্যতীত হে ভদ্রে! সাধকের পরিশ্রম কেবল বিফল হইয়া যায়। ২৭৯

হে বরারোহে! এই কলিকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কলহ হইবে, এমনকি মারামারিও হইয়া থাকিবে। ২৮০

অতিদুর্লভ যে কালিকা-মন্ত্রের সাধনা, তৎসম্বন্ধে সকল তথ্য তোমাকে বলা হইল। কলিকালে কালিকা দেবী ও ভৈরবদেব সর্বদা জাগ্রত। ২৮১

মহাবিদ্যা তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী, ধনদা ছিন্নমস্তা এবং মাতঙ্গী ও বগলামুখী। ২৮২

১। রাকিনী।

ধূমাবতী ভৈরবী চ তথা প্রত্যঙ্গিরাদিকা।
দুর্গা শাকম্ভরী চৈব কলিকালে হি নিদ্রিতা ॥ ২৮৪
এতাসাং জপমাত্রেণ নিদ্রাভঙ্গেতি জায়তে।
নিদ্রাভঙ্গে কৃতে দেবি সিদ্ধি-হানিশ্চ জায়তে ॥ ২৮৫
কিং তাসাং জপ-পূজায়াং হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরম্।
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে শূদ্রে বিদ্যা প্রশস্যতে ॥ ২৮৬
সত্যাদি চ চতুর্যুগে সর্ব্ব-জাতিষু কালিকা।
প্রশস্তা কালিকা বিদ্যা অস্যাশ্চ ফলবোধিকা ॥ ২৮৭
উপায়াংস্তত্র বক্ষ্যামি যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সহস্রং ডাকিনীমন্ত্রং নিশায়াং প্রজপেৎ যদি।
বহুকালে তদা সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮৮
স্ত্রীশূদ্রাণাং পুরশ্চর্য্যা নাস্তি ভদ্রে কদাচন।
জপপূজা সদৈবাসাং প্রশস্তা বীরবন্দিতে ॥ ২৮৯

ত্বরিতা অন্নপূর্ণা এবং হে প্রিয়ে বাগ্‌বাদিনী, মহিষঘ্নী বিশালাক্ষী, তারিণী ভুবনেশ্বরী। ২৮৩

ধূমাবতী ও ভৈরবী এবং প্রত্যঙ্গিরা প্রভৃতি, দুর্গা ও শাকম্ভরী—এঁরা কলিকালে নিদ্রিতা আছেন। ২৮৪

এঁদের জপের দ্বারাই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। হে দেবি। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিদ্ধির হানি হওয়া সম্ভব। ২৮৫

বরং এঁদের জপ-পূজাতে উত্তরোত্তর ক্ষতি হইতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্র-সকলের প্রতিই মন্ত্র-বিদ্যা প্রশস্ত। ২৮৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ—এই চারিটি যুগেই সকল জাতির প্রতি কালিকা প্রশস্তা এবং কালিকাবিদ্যাও সকলের জন্যই ফলদায়িকা। ২৮৭

সেইরূপ উপায় আমি বলিব, যাহার দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে। নিশায় সহস্রসংখ্যক ডাকিনী মন্ত্র বহুকাল পর্য্যন্ত জপ করিলে অবশ্যই সিদ্ধি হইবে, কোন সন্দেহ নাই। ২৮৮

হে ভদ্রে! স্ত্রী ও শূদ্রদিগের কখনও পুরশ্চরণ করিতে নাই। হে বীরবন্দিতে। এঁদের সবসময় জপ ও পূজা প্রশংসনীয়। ২৮৯

চন্দ্র-সূর্যোপরাগে চ শূদ্রাণাং সিদ্ধিরুত্তমা।
জায়তে সুভগে মাত র্গুরু-ভক্তি র্ভবেৎ যদি ॥ ২৯০
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি গুরু-ভক্ত্যা বিশেষতঃ ॥ ২৯১

ইতি দক্ষিণাম্নায়ে শ্রীকঙ্কালমালিনীতন্ত্রে
পঞ্চমঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ॥

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণের সময় মন্ত্র-জপ করিলে শূদ্রদিগের উত্তম সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৯০

হে সুভগে! যদি গুরুভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই প্রবল গুরুভক্তির দ্বারাই বিশেষ সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৯১

দক্ষিণাম্নায়ে শ্রীকঙ্কালমালিনী-তন্ত্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥